সংসারসাধন।

১ম ও ২য় ভাগ।

৺ উমানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীচন্দ্রোদয় দাস

পোঃ আঃ ধনিয়ারচর।

সাং কালমিনা, জেলা ত্রিপুরা।

১২৯৩

মূল্য চৌদ্দ আনা মাত্র।

সংসারসাধন।



১ম ও ২য় ভাগ।

৺উমানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীচন্দ্রোদয় দাস।

পোঃ আঃ ঘনিয়ারচর, জিলা ত্রিপুরা।

তৃতীয় সংস্করণ।

ঢাকা, বাঙ্গালাবাজার কালী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
প্রিণ্টার শ্রীবরদাকান্ত চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।

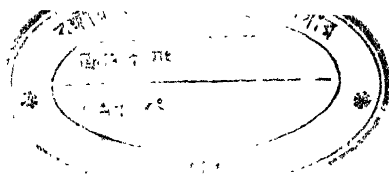
মূল্য চৌদ্দ আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধচিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্॥

আমি বহুদিন হইতে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, যে সকল রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা এক একটী স্রক্ বিনির্ম্মিত করিয়া বিজ্ঞ জনগণের গলদেশ সুশোভিত করিব, ইহাই আমার বাসনা জন্মিল, এবং তদাশায় উৎসাহিত হইয়া,—"যোগের সোপান" "মৃত্যু-পরীক্ষা" "অমূল্যধন" "সংসারসাধন" "ওলাউঠা ও বসন্ত না হইবার উপায়" নামক এই কয়েক খানি গ্রথিত মালা পুস্তকাকারে সাধুজন সমীপে উপস্থিত করিয়াছিলাম। তৎপরে অবশিষ্ট পুস্তক "সংসারসাধন ১ম ও ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ" "সন্ন্যাসীর মুষ্টিযোগ" "পথের খেয়াল" "বিধবা না হইবার উপায়" নামক পুস্তকগুলি সত্বর প্রকাশিত করিব, ইহাই বাসনা ছিল; কিন্তু হায়! মনুষ্যের আশা একেবারে সম্পূর্ণ হওয়া দুরূহ। আমি "সংসারসাধন ২য় সংস্করণ ১ম ও ২য় ভাগ ও সন্ন্যাসীর মুষ্টিযোগ নামক এই দুই খানি পুস্তক মুদ্রিত করিব, এমন সময় মা মহামায়ার ইচ্ছায় আমার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। এই সময় আমি আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ ধর্ম্মদাস সেন কবিরাজের আশ্রমে থাকিয়া জীর্ণ দেহে কালাতিপাত করিতে থাকি। মনুষ্যের শত পুত্র বর্ত্তমান সত্ত্বেও যদ্রূপ শুশ্রূষা না হয়; একা বৎস ধর্ম্মদাস বাবাজীবনের দ্বারা তাহা আমার পূর্ণ হইতে লাগিল। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আর অল্প দিন অবস্থান করিবে জানিতে পারিয়া আমার অমুদ্রিত পুস্তকগুলির মুদ্রাঙ্কণের ভার আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান ধর্ম্মদাস সেন, শ্রীমান্ কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ কালীপ্রসন্ন সরকার, শ্রীমান্ চন্দ্রোদয় দাস, শ্রীমান্ দ্বারকা নাথ মিত্র, শ্রীমান্ কেশব লাল মণ্ডল প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইবে।

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়।



ভূমিকা।

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্গুরুং নিত্যমহং নমামি ॥

গুরুদেব! এই উত্তাল-তরঙ্গরাশি-সমাকীর্ণ ভীষণ হিংস্রজন্তু পরিব্যাপ্ত সংসার-মহাসমুদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতেছি, এমন সময়ে আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলবশে আপনি মহার্ণবযান রূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন আমি সম্মুখস্থিত বিশাল তরণী আশ্রয় করিয়া "এইবার আমি বোধ হয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব" এই আশা হৃদয়ে জাগরূক হইল, কিন্তু হঠাৎ মহাকালস্রোতের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া আমার ধৃত মহার্ণবযান জলমগ্ন হইয়া গেল; আবার আমি সেই পূর্ব্বের মত ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছি। হায়! এই রূপ ভাবে কি ভাসিয়া, ভাসিয়া, জীবনের লক্ষ্য-স্থল ভ্রষ্ট হইয়া দূরে ভাসিয়া যাইব। গুরুদেব!—আপনি যোগীজনপ্রাপ্য লোক হইতে আমায় এই আশীর্ব্বাদ করুন, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারি আর নাই পারি যেন জন্মজন্মান্তরেও আপনার উপদেশ রাশি হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবনের লক্ষ্যস্থলটা চিনিতে পারি। জানিতে পারি আর নাই পারি—পরম কারুণিক, পরম পিতা, পরমেশ্বরের পরম স্নেহ বিনির্ম্মিত এই ত্রিস্তম্ভ দেহের প্রধান অবলম্বন ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্নার প্রবাহিত পবনের

গতি ও তাহার ফলাফল বিষয়, জন্মজন্মান্তরেও যেন জানিবার জন্য ইচ্ছা করি। সুফল হউক আর নাই হউক, এই পঞ্চভৌতিক সম্মিলিত দেহের প্রধান ভৌতিকের প্রত্যেক তত্ত্ব, জন্মজন্মান্তরেও যেন লাভ করিতে চেষ্টা করি। চিনিতে পারি আর নাই পারি, ভৌতিক তত্ত্ব রাজির পরিভ্রমণ-মার্গ সমূহ, জন্মজন্মান্তরেও যেন চিনিবার জন্য ইচ্ছা করি। ইহাই আমার প্রার্থনা রহিল।

আপনি এই দেহ-ধারণ-কালে কঠোর পরিশ্রম করিয়া নানা তীর্থাশ্রিত সন্ন্যাসী ও ভৈরবীর নিকট হইতে বহু রত্ন সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, এবং উহা দ্বারা ,'সংসার সাধন'' ও সন্ন্যাসীর মুষ্টিযোগ'' নামক দুইটী স্রক্ গ্রথিত করিয়াছেন। শেষ জীবনে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া আমার ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থানকালে আমার প্রতি সমধিক স্নেহবশতঃ আদেশ করিয়াছিলেন, বৎস! আমার এই বহুপরিশ্রমলব্ধ মাল্য দুইটী যাহাতে সাধুজনহৃদয়ে স্থান পায় এরূপ করিও। গুরুদেব! আমার এরূপ ক্ষমতা নাই যে,—আপনার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারি। তবে,—যেমন বজ্রসমুৎকীর্ণ মণিতে কোমল সূত্রের প্রবেশ সহজ হয় তদ্রূপ আমি ক্ষুদ্রমতি হইয়াও আপনার রচিত পুস্তক জনসমাজে প্রকাশ করিব। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এইরূপ ভরসা করি। দেব! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সকল বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারি।

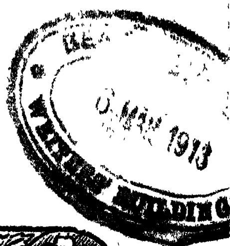
গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

হে মহোদয়গণ! আমার গুরুদেব তাঁহার রচিত পুস্তক সমূহ প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়া যান। আমি প্রথম উদ্যমে কিছু বিঘ্ন প্রাপ্ত হই, তৎপরে গুরুদেবের অন্যান্য প্রিয়তম শিষ্য শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত চন্দ্রোদয় দাস, শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সরকার, শ্রীযুত কেশবলাল মণ্ডল, শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি মহাত্মাগণের

উৎসাহে ও অনুমতি ক্রমে ১ম ও ২য় খণ্ড ‘সংসারসাধন” নামক পুস্তক খানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম। কিন্তু মুনিগণেরও মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে। যদি ঘটনাক্রমে অত্র পুকস্তে ভ্রম দৃষ্ট হয়, তাহা নিজ গুণে সংশোধন করিয়া লইবেন। কারণ মহাত্মার মহল্লেখনী-বিনির্ম্মিত গ্রন্থের ভ্রমশুদ্ধি করা মৎসদৃশ ক্ষিপ্রমতির সাধ্যায়ত্ত নহে।

প্রকাশক







সংসারসাধন।

মূলপঙ্কজযোগাঙ্গীং কুমারী শ্রীসরস্বতীং।
তর্পয়ামি কুলদ্রব্যৈস্তব সন্তোষহেতুনাং॥
সাক্ষাদাত্মপরোদ্গমাং নিজমনঃক্ষোভাপহাং শাকিনীং।
বাক্যার্থপ্রকটমহং রজস্বাভাং বন্দে মহাভৈরবীং॥

নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে সাংসারিক, বৈষয়িক ও শারীরিক সকল বিষয়ে সুফল লাভ করা যায়। তদ্বিবরণ পশ্চাৎ বিশদরূপে বিবৃত করিব। এক্ষণ নিঃশ্বাসের সহিত মনুষ্যগণ, দেবগণ, পিতৃগণ প্রভৃতির কি সম্বন্ধ এবং নিশ্বাসের স্বরূপ, পরিচয় ইত্যাদি অগ্রে প্রকাশ করিতেছি। (১)

নিম্নলিখিত বিষয় অতি আবশ্যকীয় হইলেও, যাঁহার পড়িতে বিরক্তি বোধ হইবে, তিনি এ অংশ ছাড়িয়া পশ্চাল্লিলিখিত "আগে ভাল

---

(১) স্বরশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র অভিন্ন।

করিয়া পড়িয়া বুঝিবে।” শীর্ষক বিষয় পড়িবেন। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয় পড়িতে একটু নীরস বোধ হইলেও, পরে সরস রস উপভোগ করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয় পড়িতে অনুরোধ করি।

প্রয়োজনীয় কথা।

[শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিচয়]

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, “কায়নগরমধ্যে তু মারুতো রক্ষপালকঃ।” মনুষ্যের দেহ-নগর মধ্যে বায়ু রক্ষপালক, অর্থাৎ প্রাণ। এই প্রাণ-বায়ু মানবের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস। ইহার উচ্চ গতি এবং নীচ গতি অনুসারে একই শ্বাস বায়ুকে দুই প্রকার বলা যায়।

যথা,—

উচ্ছ্বাস ও নীচশ্বাস

অর্থাৎ

নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস।

১ম। উচ্ছ্বাস। বায়ু আকর্ষণ বা গ্রহণের নাম উচ্ছ্বাস। অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা যে বায়ু টানিয়া লওয়া যায়, তাহার অন্য নাম নিঃশ্বাস।

২য়। নীচ শ্বাস। বায়ুবিকর্ষণ বা পরিত্যাগের নাম নীচ শ্বাস। অর্থাৎ যে শ্বাস পরিত্যাগ করা যায়; ইহার নাম প্রশ্বাস।

মানবশরীরে দিবারাত্র শ্বাসপ্রশ্বাস চলিতেছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অপার কৃপার মানবের জাগ্রদবস্থায়, নিদ্রিতাবস্থায় সকল সময়েই অনবরত শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। শ্বাসের বিরাম নাই। সকলেই প্রতিনিয়ত শ্বাস গ্রহণ করিতেছে ও বাহির করিতেছে। শ্বাস বাহির হইয়া যদি দেহে

পুনঃ প্রবেশ না করে, তাহা হইলে মৃত্যু হয়। আবার শ্বাস টানিয়া লইবার পর, যদি উহা পুনঃ বাহির হইতে না পারে, তাহা হইলেও জীবের মৃত্যু। ইহা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন; এবং সকলেই নিজে নিজে বুঝিতেছেন। অতএব শ্বাসই মনুষ্যের প্রাণ। এই জন্য শ্বাসের এক নাম প্রাণ। সচরাচর কথায় বলে যে,—"যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।" ইহার অর্থ যতক্ষণ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস আছে, ততক্ষণ প্রাণ আছে। শ্বাস বন্ধ হইলেই প্রাণ গেল, অর্থাৎ মৃত্যু হইল। ইহাতে নিঃসন্দেহ বুঝা যাইতেছে, শ্বাসই জীবের প্রাণ। জীবের প্রাণ, বায়ু ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নয়। শাস্ত্রেএকবার শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে "প্রাণ" সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই নিশ্বাসপ্রশ্বাসের হিসাবে হিন্দুশাস্ত্রে পল, দণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। ভদ-যথা—

একবার নিঃশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে প্রাণ বলে। ইহার ছয় প্রাণে পল হয়। ৬০ পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক দিবারাত্রি হয়। এই সময় নিরূপণের সহিত যোগশাস্ত্রেরও মিলন রহিয়াছে। যোগ ও স্বরশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মানুষের এক দিবারাত্রে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে। (২)

যথা —

$$৬ \times ৬০ \times ৬০ = ২১৬০০$$

পাঠকগণ ছয় প্রাণে এক পল ধরিয়া উপরোক্ত হিসাবে মিলাইয়া দেখিবেন যে, দিবারাত্রে ২১৬০০ বার শ্বাস হয়, এবং ইংরাজী হিসাবে

---

(২) ইহাকে অজপাজপ কহে। মনুষ্যের প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে "হংস" উচ্চারিত হয়। এই "হংস" শিবশক্তি স্বরূপ। "হংস" বিপরীত উচ্চারণ "সোহং" জীব সর্ব্বদা জপ করিতেছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ "যোগ-সোপান" নামক পুস্তকে বলিয়াছি।

ঐ এক প্রাণ বা একবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চারি সেকেণ্ডে হয়। ১৫ শ্বাসে এক মিনিট।

উপরে যতদূর বলিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে যে, প্রাণই শ্বাসপ্রশ্বাস এবং শ্বাসপ্রশ্বাসই মানবের প্রাণ। মনুষ্যের প্রাণের সহিত দেবলোক, পিতৃলোক ও পৃথিবী প্রভৃতির কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও এক সূত্রে গ্রথিত এবং দৈবগণ হইতে মানব কত সূক্ষ্ম অংশ, তাহা স্বরশাস্ত্রানুসারে নিম্নে বলিতেছি।

শ্বাসপ্রশ্বাস অথবা প্রাণের কালাদি পরিমাণ।

এক শ্বাসে অর্থাৎ একবার শ্বাসগ্রহণ ও পরিত্যাগের নাম ... ... প্রাণ।

৬ প্রাণে অর্থাৎ ৬ বার শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিলে ... ... ১ পল হয়।

৬০ পলে ... ... ১ দণ্ড।

৬০ দণ্ডে কিম্বা ২১৬০০ প্রাণে ... ... ১ দিবারাত্র। (২৪) ঘণ্টা

৭ দিবারাত্রে ... ... ১ সপ্তাহ।

১৫ দিবসে ... ... ১ পক্ষ।

২ পক্ষে ... ... ১ মাস।

২ মাসে ... ... ১ ঋতু। (৩)

---

(৩) সাধারণ মতে ৬ ঋতুতে এক বৎসর হয়। স্মৃতির মতে

৩ ঋতুতে	...	...	১ অয়ন। (৪)
২ অয়নে কিম্বা			
৩৬৫ দিনে	...	...	১ বৎসর। (৫)
মনুষ্যের ১ মাসে			
পিতৃলোকের	...	...	১ দিন।
মনুষ্যের ১ বৎসরে			
দেবতার	...	...	১ দিন।
মনুষ্যের ৪৩২০০০০ বৎসরে	...	...	১ মহাযুগ। (৬)
২০০০ মহাযুগে	...	...	১ কল্প।
১ কল্পে বা			

---

৩ ঋতু। মতান্তরে দুই ঋতু। যথা,—কার্ত্তিকাদি ছয় মাস শীত ও বৈশাখাদি ছয় মাস গ্রীষ্ম।

(৪) অয়ন যথা,—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ণ। ইহা দেবতাদিগের দিন ও অসুরগণের রাত্রি। শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণায়ণ। ইহা অসুরদিগের দিন ও দেবতাগণের রাত্রি।

(৫) সকলেই জ্ঞাত আছেন, যে, ৩৬৫ দিনে বৎসর হয়। কিন্তু জ্যোতিষের সূক্ষ্ম গণনানুসারে ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ১২ মিনিট, ৩৫ সেকেণ্ডে ১বৎসর পূর্ণ হয়। আমাদের দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে ইহা মিলিবে কিনা জানি না।

(৬) চারি যুগে ১ এক মহাযুগ। চারি যুগ যথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার ... ... ১ দিবারাত্রি। (৭)

৩০ কল্পে ব্রহ্মার ... ... ১ মাস।

৩৬০ কল্পে ব্রহ্মার ... ... ১ বৎসর।

ব্রহ্মা এই হিসাবে ১০০ বৎসর জীবিত থাকেন।

ব্রহ্মার ১০০ বৎসরে ... ... বিষ্ণুর ১ দিন।

এই দিবসের হিসাবে বিষ্ণু ১০০ বৎসর জীবিত থাকেন।

বিষ্ণুর ১০০ বৎসরে ... ... মহাদেবের ১ দিন।

মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার মৃত্যু নাই; তদ্বিষয় আকাশতত্ত্বে বলিব।

উল্লিখিত কালপরিমাণানুসারে বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণ, মনুষ্য, পিতৃগণ, দেবগণ পরস্পর সম্বন্ধশূন্য নহে; তাহা কালপরিমাণ দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। মানবের প্রাণ ভগবানের অংশ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শাস্ত্রে ও সাধনবলে স্পষ্টতঃ দেখা যায়।

"প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণু পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।"

প্রাণই বিষ্ণু, প্রাণই ব্রহ্মা। প্রাণই ব্রহ্ম সন্দেহ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

---

(৭) এক কল্প বা ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়। মন্বন্তর বা মনুর নাম;—

স্বায়ম্ভুব, স্বভাবিক, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। প্রত্যেক মন্বন্তরে ইন্দ্র, দেবগণ, সপ্তর্ষি প্রভৃতি স্বতন্ত্র।

"ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-
সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে।"

এই সমস্ত ভূতই প্রাণে সমদ্ভূত, প্রাণে নিমজ্জিত এবং প্রাণেই শ্বাস সঞ্জীবিত। সুতরাং এখানে এই প্রাণ ব্রহ্মনির্দ্দেশক হইয়াছে।

এইরূপ নানা শাস্ত্র আলোচনা করিলে ও সাধনসিদ্ধ যোগীদিগকে দেখিলে নিশ্চয় প্রতীত হয় যে, প্রাণই গৌণতঃ চিদাত্মা। যখন ব্যক্তিগত জীবাত্মা প্রাণবায়ুর সাধন—সিদ্ধি—ফলে ব্রহ্মের সহিত একীভূত উপলব্ধ হয় এবং সোঽহং মহাবাক্যের অধিকারী হন, এরূপ সিদ্ধ মহাপুরুষ নিজ প্রাণকে যেমন ব্রহ্মরূপ বোধ করেন; তেমনি জগদস্থ যাবতীয় প্রাণী ব্রহ্ম-স্বরূপ, এবং জগৎ প্রাণ (ব্রহ্ম) ময় জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং সকল ভূতেই প্রাণরূপে ব্রহ্ম অবস্থিত।

জগদ্ধাত্রী-কল্পে ব্রহ্মময়ী জগদ্ধাত্রীর স্তোত্রে দৃষ্ট হয়।

যথা,—

"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণী।"

অর্থাৎ তুমি অতি সূক্ষ্মরূপে প্রাণ, আপনাদি বায়ু রূপে জীবদেহে রহিয়াছ।

জীবের প্রাণই ভগবান এবং ভগবান প্রাণবায়ুরূপে সকল ভূতেই অবস্থিতি করিতেছেন সন্দেহ নাই। ভগীরথের কঠোর তপস্যায় ভগবতী ভাগীরথী বলিয়াছিলেন যে, আমি যখন মহীতলে পতিত হইব, তখন আমার বেগ কে ধারণ করিবে? তদুত্তরে ভগীরথ বলিয়াছিলেন—

"ধারয়িষ্যন্তি তে বেগং রুদ্রাস্ত্বাত্মা শরীরিণাম্।"

"সকল জীবের আত্মা রুদ্রদেব আপনার বেগ ধারণ করিবেন।"

গীতায় গোবিন্দের উক্তি—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

(গীঃ ১৫।৭)

অর্থাৎ—এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ। বাস্তবিক জীব নিত্য কাল বিদ্যমান ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। মায়িক উপাধি ও অন্তঃকরণ ব্যবধানে উহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়।

বেদ, উপনিষদ কি বলেন, তাহাই দেখুন। ঋগ্বেদ সংহিতায় আছে যে,—

"প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।"

প্রজাপতির প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিয়াছিলেন। ঐতরেয়োপনিষদে দৃষ্ট হয়;—ঐ বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা,—

"প্রাণোভূত্বা নাসিকে প্রবিশদাদি।"

বেদ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র আলোচনা করিলে ও কার্য্য কারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সকল জীবের প্রাণ বায়ু ভগবানের অংশ। সৃষ্টিরাজ্যের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মানব তাহা জানিতে বা বুঝিতে না পারিয়া অবিদ্যা ও মায়াবশে নানা দুঃখ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

মানবের প্রাণ যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু এবং একবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নাম প্রাণ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের চলাচল বন্ধ হইলেই যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; তখন শ্বাস বায়ুই প্রাণ ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"প্রাণোবায়ুরিতি খ্যাতঃ।" অর্থাৎ প্রাণ শব্দে বায়ু। এই-রূপ নানা শাস্ত্রে উক্ত আছে। তাহা উদ্ধৃত করিয়া অনর্থক পুথি বাড়াইবার প্রয়োজন নাই।

প্রাণবায়ু (৮) নাসাগ্র হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়া শরীরে

(৮) প্রাণাদি বায়ুর ন্যায় সঞ্চরণ করে বলিয়া বায়ু নামে খ্যাত।

বল প্রদান ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে এবং উদরমধ্যগত অন্নজলাদি ভুক্ত দ্রব্য পাক করিয়া রস, রক্ত বীর্য্যাদি রূপে পরিণত করে। যে দেহ লইয়া আমরা গৌরব করি— অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ হইয়া দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হই—সেই দেহ জল-মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত প্রতিমা প্রতীম জড়দেহ মাত্র। এক মাত্র প্রাণবায়ুই অচল জড় শরীরকে সচল ও সর্ব্ব প্রকার কার্য্যক্ষম করিয়া থাকে। শরীরমধ্যগত শ্বাস বা প্রাণ-বায়ু দশ নামে অভিহিত হইয়া মানব-শরীরে সমস্ত কার্য্য প্রতিনিয়ত চালাইতেছে। এই দশ বায়ুর নাম, অবস্থিতি-স্থান, গতি ইত্যাদি জানা আবশ্যক। স্বরোদয় মতে কার্য্য করিতে হইলে, প্রাণ রূপ দশ বায়ুর নাম, রূপ, গতি প্রভৃতি সমস্ত জানা আবশ্যক। এই হেতু দশ বায়ুর নাম স্থান ও কার্য্য বলিতেছি।

১। একমাত্র প্রাণ-বায়ু বৃত্তিভেদে দশ নামে কথিত হয়। যথা,—

২। অপান বায়ুর রূপ কাপাসিয়া পোকার ন্যায় রক্ত বর্ণ, কিম্বা সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বক্ষণে সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশে যে রক্ত বর্ণ মেঘ দৃষ্ট হয়, তাহার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। শুক্র, মূত্র ও অধোবায়ুর নিঃসারণাদি ইহার কার্য্য।

যথা,—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে—"প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুবৎ সঞ্চরাৎ বায়বো যে প্রসিদ্ধাঃ।" প্রশ্নোপনিষদে আছে—"অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যেত স্থানমবষ্টভ্য বিধারয়ামিতি'—অর্থাৎ প্রাণ বলিতেছেন যে, আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া অবষ্টম্ভণ পূর্ব্বক এই শরীর ধারণ করিয়া আছি। বাস্তবিক প্রাণাদি, বায়ুর ন্যায় সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট নহে। প্রাণবায়ু ব্রহ্মের অংশ সন্দেহ নাই। ইহা বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। কেবল ধ্যান-যোগগম্য। ধ্যানযোগীই বায়ু রূপ প্রাণের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম।

৩। ব্যান বায়ুর রূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ সদৃশ।

৪। উদান বায়ুর রূপ—বিদ্যুদগ্নি সদৃশ।

৫। সমান বায়ুর রূপ—গোদুগ্ধের ন্যায় ধবলাকার।

৬। নাগবায়ুর রূপ—নীল মেঘের ন্যায়।

৭। কূর্ম্মবায়ুর রূপ—গাঢ় কজ্জলের সদৃশ।

৮। কৃকর নামক বায়ুর রূপ—জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। ইহার কার্য্য হাঁচি (ক্ষবথু) ইত্যাদি।

৯। দেবদত্ত বায়ুর রূপ—বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। মানবের মুখে যে হাই উঠে, তাহা এই বায়ুর কার্য্য।

১০। ধনঞ্জয় বায়ুর রূপ—বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। (৯)

দশ বায়ুর রূপ তো বলিলাম; কিন্তু সকলেই জানেন, বায়ুর কোন রূপ নাই। এখন বিজ্ঞান বলে কত কি আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু বায়ুর রূপজ্ঞান, কিম্বা রূপদর্শন বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদগণের জ্ঞানাতীত। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে দশ বায়ুর রূপ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। অধুনা যদি কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক-ব্যক্তি বলেন যে,

(৯) ধনঞ্জয় ও ব্যান বায়ুর রূপ একই প্রকার স্বর্ণ-বর্ণ হইয়াছে। ইহাতে সকলের মনে তর্ক ও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, আবশ্যক সময়ে ব্যান কি ধনঞ্জয় বায়ু নির্দ্দিষ্ট করিবার উপায় কি? কিন্তু আজি-কালকার প্রচলিত ধরণে পুথিগত বিদ্যা কিম্বা বিনা গুরূপদেশে স্বয়ং যোগী হইলে উপায় নাই। এই স্বরোদয় শাস্ত্র ও যোগাদি যোগীগুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। গুরুমুখে শিক্ষা হইলে শরীরের স্থান কার্য্য বিশেষে একবর্ণবিশিষ্ট ঐ দুই বায়ুর পার্থক্য বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন বাজারে প্রচলিত মুদ্রিত যোগশাস্ত্র পড়িয়া কি স্বয়ং হঠাৎ যোগী সাজিলে বুঝিবার উপায় নাই।

উহা ঋষিগণের কল্পনা-প্রসূত; উহার কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু একথা কেমন করিয়া বলিব?

চিকিৎসকগণ যে সমস্ত পীড়ার কারণ বায়ু কি রক্তের বিকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সকল এবং অন্যান্য বাতজ, রক্তজ পীড়ায় যোগীগণ দশবায়ুর রূপ ও পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের রূপগুণানুসারে আশ্চর্য্য উপায় দ্বারা বিনা ঔষধে অতিসহজে রোগারোগ্য করিয়া থাকেন; তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুতরাং কিরূপে বলি যে, বায়ুর রূপ কল্পনাপ্রসূত। প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অভ্যাস করিলে, দশ বায়ুর ও পঞ্চতত্ত্বের রূপ যখন প্রত্যক্ষ করা যায়; তখন কোন্ সাহসে বলিব যে, উহা কল্পনা মাত্র। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় অলৌকিক ক্ষমতাশালী মহাত্মাগণ, সংসারের সুখ ও ভোগৈশ্বর্য্য তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল গহন বনে ও সুদূর হিমালয়ের হিমগহ্বরে অবস্থিতি করিতেন, সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণ আমাদের জন্য শাস্ত্র কল্পনাবলে মিথ্যা কথা বলিয়া গিয়াছেন কি? ভারতবর্ষের বনবাসী ঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন,তাহা অন্য কোন দেশবাসী সভ্যগণ অদ্যাপিজানিতে পারেন নাই। বাস্তবিক বায়ুর রূপ জানিতে পারিলে অনেক পীড়া অতি সহজে আরোগ্য করা যায়। (১০)

---

(১০) দুঃখের বিষয়, বায়ুর রূপ ও পীড়ার কারণ নির্ণয় ইত্যাদি শিক্ষা ও সাধ্যায়ত্ত হইলেও চিকিৎসা বিষয়টি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি নাই। পারি নাই সাধ্যাতীত বলিয়া নহে। পরমারাধ্য জনক জননীর অপার্থিব স্নেহ-মমতা, অন্তরাত্মার দুঃখ-সন্তাপহারিণী জড়জীবনের মহাশক্তি-স্বরূপিণী সদাসরলা সহধর্ম্মিণীর অপ্রতিম ভক্তি, ভালবাসা; আত্মিক অংশ আত্মার পূর্ণবিকাশ কন্যার মায়া ভুলিয়া সংসারের প্রচুর প্রলোভন হইতে দূরে থাকিব এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ-পথে চিরদিন বিচরণ করিব

যাহা হউক দশবায়ুর নাম, স্থান, রূপ ও ক্রিয়া যাহা বলিয়াছি, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, বায়ুর সহিত আমাদের দেহের কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এই বায়ুই দেহের চালক ও রক্ষক এবং মানবের আয়ুর্নাশক ও আয়ুবৃদ্ধিকারক। আর এই বায়ু দ্বারা সাংসারিক, বৈষয়িক সকল কার্য্যে সুফল ও সাধন ভজন দ্বারা ভগবানের সাযুজ্য লাভ করা যায়।

যদিচ প্রাণ, অপানাদি দশ নামে দশ বায়ু কথিত হয়; কিন্তু দশ বায়ু একমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াবিশিষ্ট প্রাণবায়ুর অবস্থা বিশেষ মাত্র এবং প্রাণবায়ুই সর্ব্বপ্রধান। স্থানভেদে প্রাণবায়ুর দশবিধ নাম হইয়াছে। এই প্রাণবায়ু যাহা নাসাপুটদিয়া বাহির হইতেছে ও ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, তাহারই নাম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস (প্রাণের) দ্বারায় কার্য্য করিতে পারিলে সর্ব্বকার্য্য সাধন হয়। প্রাণের ন্যায় মিত্র ও পরম বন্ধু মানবের আর কিছুই নাই। ভগবতীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব যাহা বলিয়াছেন, পাঠকগণের গোচরার্থে তাহা প্রকাশ করিলাম।

দেব্যুবাচ

দেবদেব মহাদেব সর্ব্বসংসার তারক।
কিং নরাণাং পরং মিত্রং সর্ব্বকার্য্যার্থসাধনং ॥

আশা ছিল। সুতরাং ঐ বিদ্যার আলোচনা করিবার ততোধিক প্রয়োজন মনে করি নাই, সংসারে পুনঃ প্রবেশের ইচ্ছা করি নাই। কিন্তু হায়! মানুষের সব ইচ্ছা কবে পূর্ণ হয়? এখন ভাবিতেছি, যদি তখন যত্ন পূর্ব্বক উহা সম্পূর্ণ শিখিতাম, তবে লোকের অনেক কার্য্যে লাগিত। যতটুকু দেখা শুনা আছে, তাহা কতক "অমূল্যধন' পুস্তকে বলিয়াছি, আর কতক ভুলিয়াছি এবং কতক মনে রাখিয়াছি।

দেবী কহিলেন,—সর্ব্বসংসার-তারক দেবদেব মহাদেব! মনুষ্যগণের পরমমিত্র এরূপ কি আছে, যাহা দ্বারা সকল কার্য্য সাধন করা যায়?

এতদুত্তরে সর্ব্বজ্ঞ মহাযোগী মহেশ্বর বলিলেন—

প্রাণ এব পরং মিত্রং প্রাণ এব পরঃসখা।
প্রাণতুল্যঃ পরোবন্ধুর্নাস্তি নাস্তি বরাননে॥

প্রাণই শ্রেষ্ঠ সখা, প্রাণই পরমমিত্র। প্রাণের তুল্য পরমবন্ধু মনুষ্যগণের আর কিছুই নাই।

বাস্তবিক একমাত্র প্রাণের (নিঃশ্বাসের) দ্বারা কার্য্য করিতে পারিলে, ঐহিক, পারলৌকিক সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। প্রাণবায়ুর ক্রিয়াযোগে যোগপরায়ণ- যোগীগণ লোকদুর্লভ বিবিধ ক্ষমতা এবং অসীম অনন্ত ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। সেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা সাংসারিক, বৈষয়িক সকল কার্য্যে সুফল ও দীর্ঘজীবন লাভ করা অসম্ভব হইতে পারে কি?

নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াসম্ভূত যোগের দ্বারা যেরূপ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতি যোগসিদ্ধ হইয়া পরমার্থ লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ সাংসারিক কার্য্যে সুফললাভ উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিই প্রাণের ক্রিয়ানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী। (১১) কিন্তু

(১১) হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী জপপূজাদি কার্য্যে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতির অধিকার নাই। আবার অনেক কার্য্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্রের অধিকার নাই; কিন্তু আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ও প্রাণ দ্বারা সকল কার্য্য সকল জাতিই করিতে পারেন। যাহাতে জাতিবিচার, ধনের অল্পাধিক্যতা, মনের উচ্চনীচতা এবং বংশ-কুলের প্রভেদ কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট।

৩২ বৎসর পূর্ব্বে, আমি তীর্থপর্য্যটন কালীন হরিদ্বারে অবস্থিতি-

প্রাণতত্ত্ববিদ্যা গুরুমুখে শিক্ষা করিতে হয়। এইজন্য মহাদেব বলিয়াছেন,—

এবং প্রাণবিধিঃপ্রোক্তঃ সর্ব্বকার্য্যে ফলপ্রদঃ।
জ্ঞায়তে গুরুবাক্যেন ন বিদ্যাশাস্ত্রকোটিভি।।

প্রাণ-বায়ুর বিধি যাহা কথিত হইয়াছে, এই বায়ু (শ্বাসপ্রশ্বাস) সর্ব্বকার্য্যেরই ফল প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই স্বরতত্ত্ববিদ্যা গুরুমুখে অবগত হইবে। তদ্ভিন্ন কোটি কোটি শাস্ত্র পড়িলেও প্রাণ-তত্ত্ববিদ্যা লাভ করা যায় না।

সময়ে জনৈক মুসলমান ফকীর দেখিয়াছিলাম। তাঁহার জন্মস্থান বোম্বে প্রদেশান্তর্গত সুরাট নামক প্রসিদ্ধ দেশে। তিনি মৌলবী সাহেব নামে পরিচিত। মুসলমানের তীর্থ মক্কা কয়েক বার দর্শন করিয়া, শেষে হিন্দুতীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন। জ্ঞানে ও যোগসাধনে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত সাধু ভ্রমনকারীর মধ্যে খুব কম দেখিয়াছি। তিনি নমাজাদি বাহ্যানুষ্ঠান কিছুই করিতেন না। কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের সহযোগে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগের প্রভাব এবং তজ্জনিত অলৌকিক ক্ষমতা হরিদ্বার, রুড়কী, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে তদানীন্তন প্রবাসী উচ্চপদস্থ কতিপয় বাঙ্গালী বাবু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি যোগবলে ভূতভবিষ্যৎবেত্তা এবং যোগবলে অন্তর্য্যামী ও মুহূর্ত্তমাত্রে শূন্যে বহুদূরে গমনাগমন ক্ষমতাবিশিষ্ট। ভক্তিগুণে বিশেষ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা যোগীর সহিত আমিও উপরোক্ত স্থানে একত্রে অনেক দিন বেড়াইয়াছি। তিনি অতি স্নেহচক্ষে অপত্য বাৎসল্যভাবে আমাকে দেখিতেন এবং দয়া পূর্ব্বক স্বরশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব ও যোগসাধনের কৌশল, মনঃ স্থির করিবার চমৎকার সহজ উপায় দেহতত্ত্ব প্রভৃতি অতিগুহ্য ও দুর্লভ বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া

কথাটী অতি প্রকৃত। যিনি যত বড় চতুর, বুদ্ধিমান ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হউন না কেন; গুরুপ্রমুখাৎ শিক্ষা, উপদেশ বিনা কেহই স্বরশাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন না। তজ্জন্য যাহাতে গুরুমুখের উপদেশ ব্যতীত কেবলমাত্র পুস্তক পড়িয়া সকলে সহজে স্বরজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাংসারিক সকল কার্য্য করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে প্রাণ-রূপ শ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। এক্ষণ শ্বাসের দ্বারা কিরূপে সাংসারিক সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায় এবং কিরূপে ভাবি আপদ বিপদ মঙ্গলামঙ্গল জানিতে পারা যায়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

আগে ভাল করিয়া পড়িয়া বুঝিবে।

মনুষ্যের জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রতিনিয়ত হইয়া থাকে। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, শ্বাস প্রশ্বাস দুই নাসিকায় সমান ভাবে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তাহা খুব ভ্রম। মনুষ্যের দুই নাসি-কায় এক কালে বায়ু বহন হয় না। কখন দক্ষিণ নাসিকায়, কখন বাম নাসিকায় বহিয়া থাকে। প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয়ের সময় হইতে এক ঘণ্টা (২॥ দণ্ড) কাল বাম নাসিকায়, আবার এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু বহন হয়। এরূপে দিবারাত্র মধ্যে ১২ বার বাম নাসিকায় বার বার দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহন করে। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময় কোন্ দিন কোন্ নাসিকায় প্রথমে নিশ্বাস বহিবে, তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। তদযথাঃ—

কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় মনুষ্যের

বুঝিয়াছি যে, স্বরবলে সমস্ত কার্য্য করিতে ও যোগসাধনে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির সমান অধিকার আছে। অবশ্য শারীরিক মানসিক অবস্থাভেদে ব্যক্তিবিশেষ অধিকারী অনধিকারী, কিন্তু জাতিভেদে নাই।

দক্ষিণ নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন আরম্ভ হয়। ২॥ দণ্ড (এক ঘণ্টা) পর্য্যন্ত দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস থাকিয়া পরে বাম নাসিকায় এক ঘণ্টা বহিতে আরম্ভ করে। আবার ঐ এক ঘণ্টা পরে পুনশ্চ দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস আসিয়া এক ঘণ্টা থাকে। ঐ এক ঘণ্টা পরে আবার বাম নাসিকায় নিশ্বাস আসিয়া এক ঘণ্টা বহে; এইরূপে দিবারাত্র একবার দক্ষিণ নাসিকায় একঘণ্টা, এক বার বাম নাসিকায় একঘণ্টা, শ্বাস পরিবর্ত্তন হইয়া, বহিতে থাকে। কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া—এই তিন দিন সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হয়। চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী,—তিন দিন সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথম বাম নাসিকায় আরম্ভ হয়, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী,—তিন তিথিতে দক্ষিণ নাসায়; দশমী একাদশী, দ্বাদশী তিন তিথিতে বাম নাসায়; ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা তিন তিথিতে দক্ষিণ নাসায়: প্রথম শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা স্থিতি থাকিয়া পর্য্যায় ক্রমে বহিতে থাকে। শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এই তিন দিন সূর্য্যোদয় কালে প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ঐরূপে এক ঘণ্টা স্থিতি হয়। চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী,—তিন দিন প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহিতে আরম্ভ হয়। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী,—তিন দিন সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া কৃষ্ণ পক্ষের ন্যায় তিন তিন তিথি করিয়া ক্রমান্বয়ে ঐরূপ একঘণ্টা হিসাবে এক বার বাম নাসিকায়, এক বার দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহে।

খোলসা—কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা—এই কয় তিথিতে সূর্য্যোদয়কালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা থাকিবে; পরে বাম নাসিকায় নিশ্বাস আসিয়া এক ঘণ্টা থাকে, আবার দক্ষিণ

নাসিকায় নিশ্বাস আসিয়া এক ঘণ্টা থাকিবে। এই রূপে দিবা রাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টা দক্ষিণ ও ১২ ঘণ্টা বাম নাসিকায় উপরোক্ত নিয়মে নিশ্বাস প্রবাহিত হয়। আর কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী, এই ছয় তিথিতে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হয়। শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ও সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা এই নয় দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হয়। চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, এই ছয় দিন সূর্য্যোরয়ের প্রথম সময়ে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা স্থিতি থাকে। পরে উপরোক্ত নিয়মে আবার এক ঘণ্টা বাম নাসিকায় ও পুনঃ এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকায় পর্য্যায় ক্রমে দিবা রাত্র শ্বাস বহিবে। এইরূপ নিয়মে শ্বাস বহন মনুষ্য জীবনে স্বাভাবিক। কিন্তু শ্লেষ্মা ও কফের পীড়ার জন্য এবং শয়ন করিবার ও বসিবার ব্যতিক্রম নিবন্ধন ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। তদ্ভিন্ন উপরোক্ত নিয়মে যে তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময় যে নাসিকায় শ্বাস বহন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নিয়মে প্রত্যহ শ্বাস বহন হইলে কোন বিঘ্ন হয় না; প্রত্যুত, দৈনিক সকল কার্য্য সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যথা সূক্ষ্ম স্বরোদয়ে—

"সূর্য্যোদয়ে যদা সূর্য্যশ্চন্দ্রে চন্দ্রোদয়ো ভবেৎ।
সিদ্ধন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি দিবারাত্রগতান্যপি।"

বঙ্গার্থ। যেদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় বাম নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইবার নিয়ম এবং যে দিন সূর্য্যোদয়ের সময় দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইবার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, সেই দিন সেই সেই নির্দ্দিষ্ট নাসিকায় প্রথম বহন আরম্ভ হইলে, কি দিবা কি রাত্রিকালে সকল কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

যদি কোন দিন সূর্য্যোদয়ের সময় উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়; অর্থাৎ যে তিথিতে যে নাসিকায় প্রথমে শ্বাস বহনের নিয়ম, সে দিন যদি তাহার বিপরীত নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে সে দিন বড় অশুভ জানিবে। যথা,—

"চন্দ্রোদয়ে যদা সূর্য্যশ্চন্দ্রঃ সূর্য্যোদয়ে যদা।
উদ্বেগঃ কলহো হানিঃ শুভং সর্ব্বং নিবারয়েৎ॥"

অর্থ। যেদিন সূর্য্যোদয়ের সময় বাম নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার বিপরীত হইয়া যদি দক্ষিণ নাসিকায় বহন হয়, আর দক্ষিণ নাসিকায় বহনের দিন, যদি বাম নাসিকায় বহন হয়, তাহা হইলে সে দিন শুভ হইবে না। প্রত্যুত, সেই দিন উদ্বেগ, কলহ ক্ষতি প্রভৃতি অশুভ ঘটিবে।

যে দিন ঐরূপ বিপরীত বহন হইবে, সেই দিন দিবারাত্র অষ্টপ্রহর মধ্যে কোন প্রহরে কিরূপ অমঙ্গল হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্‌যথা,—

"যদা প্রত্যুষকালে তু বিপরীতোদয়ো ভবেৎ।
চন্দ্রস্থানে বহত্যর্কো, রবিস্থানে চ চন্দ্রমাঃ।
প্রথমে মানসোদ্বেগং ধনহানিং দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে গমনং প্রোক্তমিষ্টনাশং চতুর্থকে।
পঞ্চমে রাজ্যবিধ্বংসং ষষ্ঠে সর্ব্বার্থনাশনং।
সপ্তমে ব্যাধিদুঃখানি অষ্টমে মৃত্যুমাদিশেৎ।

অর্থাৎ—প্রত্যুষকালে যদি নিশ্বাসের বিপরীত বহন হয়, তাহা হইলে সেই দিন অমঙ্গল দায়ক হইবে। তাৎপর্য্য এই যে উপরোক্ত তিথির নিয়মানুসারে যে দিন প্রাতঃকালে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন

হইবার নিয়ম, সেদিন যদি তাহা না হইয়া, দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, কিম্বা যে দিন সূর্য্যোদয়কালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইবার নিয়ম, সে দিন যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে প্রথম সময়ে মানসিক উদ্বেগ, দ্বিতীয় সময়ে ধনহানি, তৃতীয় সময়ে গমন, চতুর্থ সময়ে ইষ্টনাশ. পঞ্চম সময়ে বিত্তবিধ্বংস, ষষ্ঠ সময়ে সর্ব্বার্থনাশ, সপ্তম সময়ে ব্যাধি ও দুঃখ, অষ্টম সময়ে মৃত্যু হয়। (১২)

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার পরিচয়।

মানবের যে নিশ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পথে হইয়া থাকে। এবং ঐ তিনটী নাড়ী লইয়াই নিশ্বাসের সমস্ত কার্য্য। কিন্তু ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না কাহাকে বলে, কোথায় থাকে এবং তাহাদের গুণ কি, তাহা উত্তম রূপে অগ্রে না জানিলে নিশ্বাসের কোন কার্য্য বুঝিয়া করা যায় না। ব্যাকরণ না পড়িলে যেমন সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার কি বুঝিবার উপায় নাই. তেমনি ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী নাড়ীর পরিচয় অগ্রে প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত না হইলে স্বরোদয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রকৃত কার্য্য করা সুকঠিন। "অব্যাকরণজনস্তুন্ধ" সদৃশ অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে হাতড়ান সার। কারণ, প্রাণ-বায়ুর (শ্বাস) বহন যাহা দুই নাসিকা দিয়া বাহির হয়, তাহা ঐ তিন নাড়ী পথে হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাস ঐ তিন নাড়ী পথে গতায়াত করিয়া থাকে এবং ঐ তিন নাড়ীর ও তত্ত্বের দোষগুণেই যাত্রাদি ও সাংসারিক সকল কার্য্যের ভাল মন্দ ফল হয় (তাহা পরে ক্রমশঃ বলা যাইবে) এই জন্য সর্ব্বপ্রধান ঐ তিন নাড়ীর পরিচয় অবগত হইলে, পাঠকগণ সকল কার্য্য করিতে পারিবেন এবং পশ্চাল্লিখিত "দীর্ঘজীবি ও সুস্থ হইবার উপায়

(১২) মৃত্যু বলিলে যে একেবারে ভবলীলা সাঙ্গ, তাহা বুঝিতে হইবে না। গুরুতর কষ্ট, অপমান প্রভৃতি মৃত্যুবৎ ঘটনা।

ইত্যাদি পাঠান্তে যথাযথ কার্য্য করিতে পারিবেন বলিয়া উহার পরিচয় দিতেছি।

মানব দেহের পৃষ্ঠদেশে যে মেরুদণ্ড দেখা যায়, তাহার মধ্যে সুষুম্না নাড়ী। মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে ইড়া ও দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নাড়ী রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বস্থিত ইড়া নাড়ী বাম নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। মেরুদণ্ডের মধ্যদেশস্থিত সুষুম্না নাড়ী নাসিকা ও চক্ষুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। (১৩) যথা,—

"ইড়া তু বামভাগেস্যাদ্দক্ষিণে পিঙ্গলা মতা।
মধ্যে সুষুম্না বিজ্ঞেয়া চন্দ্রসূর্য্যানলাত্মিকা॥"

মনুষ্যের প্রাণ বায়ু (শ্বাস প্রশ্বাস) ঐ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পথে বিচরণ করিয়া থাকে। যথা,—

"ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ প্রাণমার্গসমাশ্রিতাঃ।"

প্রাণ বায়ু সর্ব্বশরীরে ব্যাপৃত থাকিয়া থাকিয়া ঐ নাড়ী পথে বিচরণ করিতেছে। স্বরজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ নাড়ী দ্বারা দেহ মধ্যে ব্যক্ত রূপে বায়ুর সঞ্চার বুঝিয়া থাকেন।

বাম নাসিকা হইতে যে শ্বাস বহন হয়, তাহা ঐ ইড়া নাড়ী পথে হইয়া থাকে। দক্ষিণ নাসিকায় যে শ্বাস বহন হয়, তাহা ঐ পিঙ্গলা নাড়ী পথে হইয়া থাকে। সদা সর্ব্বক্ষণ মনুষ্যের যে শ্বাস বহন হইতেছে, তাহা ঐ ইড়া, পিঙ্গলা নাড়ী-পথে গতায়াত করিয়া নাসাপুট দ্বারা বাহির

(১৩) সুষুম্না নাড়ী যে পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত শ্বাস বায়ু শেষ হইয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ ও সুষুম্নার শেষ স্থান ও ইড়া পিঙ্গলা, সুষুম্নার মিলন স্থান (ত্রিবেণীতীর্থ) ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "যোগের সোপান" নামক পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

হইতেছে ও ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ঐ তিন নাড়ীর রূপ, গুণাদি পৃথক্ রূপে বলিতেছি।

ইড়া নাড়ী—'ইড়ায়াং সংস্থিত শ্চন্দ্রঃ' অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে চন্দ্র অবস্থিত রহিয়াছে। এজন্য ইড়া নাড়ীকে চন্দ্র বলে। ইহা চন্দ্র স্বরূপা, এবং সুধাধার, স্ত্রীরূপা শক্তিস্বরূপিণী। ইহার গুণ শীতল, স্থির প্রকৃতি এবং উত্তরায়ণা। শুক্লপক্ষ ও সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র—এই চারি বারের এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অধিপতি ইড়া নাড়ী। ইহা মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে থাকিয়া বাম নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং বাম নাসিকায় যে শ্বাস বহন হয়, তাহা ঐ ইড়া নাড়ী পথে প্রবাহিত হয়। এই জন্য বাম নাসিকার শ্বাস বহন কালের নাম "ইড়ার বহন" ও "চন্দ্রচার" নামে কথিত হয়।

পিঙ্গলা—"পিঙ্গলায়াঞ্চ ভাস্কর।"

অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্য শম্ভু রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। জগতে প্রকাশিত সূর্য্যের তাপ ও শোষণ শক্তি প্রভৃতি যে যে গুণ আছে, তৎ সমস্ত পিঙ্গলা নাড়ীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার গুণ উষ্ণ, চর প্রকৃতি ও পুরুষ। দক্ষিণায়ণা ও কৃষ্ণপক্ষ এবং শনি, রবি ও মঙ্গল—এই তিন বারের ও পূর্ব্ব এবং উত্তর দিকের অধিপতি পিঙ্গলা নাড়ী। ইহা মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ নাসিকায় যে শ্বাস বহন হইয়া থাকে তাহা পিঙ্গলা নাড়ী পথেই গতায়াত করে। এজন্য দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময়ের নাম "পিঙ্গলার বহন" "সূর্য্যবাহ" ইত্যাদি নামে কথিত হয়।

সুষুম্না।—এই নাড়ী মেরুদণ্ডমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহা অগ্নি স্বরূপা, কিন্তু চন্দ্রসূর্য্যানলাত্মিকা, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, ও অগ্নির যে গুণ আছে, তাহা এই নাড়ীতে রহিয়াছে। সুষুম্না কালরূপিণী। "ইয়ঞ্চ ত্রিগুণা

শ্লেষ্মা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা।” অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব স্বরূপ এবং সত্ব, রজ, তমো গুণ বিশিষ্ট। এক বার বাম এক বার দক্ষিণ নাসিকায় উপর্য্যুপরি দুই নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে তাহাকে সুষুম্নার বহন বলা যায়। সুষুম্নার বহন বড় অমঙ্গলজনক। ঐ সময়ে যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে তাহাই নষ্ট হইবে।

এই সুষুম্না নাড়ীর একমাত্র গুণ যে, সুষুম্না নাড়ীতে সাধনকারী ব্যক্তির নির্ব্বাণমুক্তি হয়। এজন্য সুষুম্নাকে মুক্তিমার্গ বলে। যথা,—

মুক্তিমার্গে তু সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিণী।”

অর্থাৎ—সুষুম্না মুক্তিপথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং “সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষঃ” ইত্যাদি যোগ স্বরোদয় প্রভৃতি যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তিন নাড়ী মধ্যে সুষুম্না সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং উত্তমোত্তম। (১৪) সুষুম্না নাড়ী মোক্ষদায়িনী এই এক মাত্র মহগদ্গুণ ব্যতীত সাংসারিক, বৈষয়িক সকল কার্য্যে সুষুম্না সর্ব্বকার্যনাশিনী সুষুম্না বহনের নিয়মাদি বলিতেছি।

ক্ষতি ও বিপদের কারণ সুষুম্নার বহন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মনুষ্যের দুই নাসিকায় এক কালে সমতেজে শ্বাস বায়ু প্রবাহিত হয় না। যখন এক নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তখন

(১৪) সুষুম্নাকে জ্ঞান জননী নাড়ী কহে। সুষুম্না নাড়ী সর্ব্ব প্রকারে সরস্বতী গুণসম্পন্না। এজন্য সুষুম্নার নাম সরস্বতী, বাগেশ্বরী, জ্ঞানদায়িনী ইত্যাদি। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া কথা কহিতে পারে না, তাহার কারণ সুষুম্না নাড়ীতে শ্লেষ্মা জড়িত থাকে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে সুষুম্না হইতে শ্লেষ্মা অপসারিত হয়, আর সেই সঙ্গে ক্রমশঃ শিশুর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। কেহ কেহ আদৌ কথা কহিতে পারেনা, বোবা হয়। তাহাও সুষুম্নার বিকাশের অভাব। জ্ঞান জননী সুষুম্নার পূর্ণ বিকাশ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে তত্ত্বজ্ঞান উদয় হয় না।

অন্য নাসিকায় নিশ্বাস খুব কমতেজে মৃদু বহিতে থাকে, কিম্বা একেবারেই বন্ধ থাকে। আর এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন এক ঘণ্টা পূর্ণ হইয়া যখন অন্য নাসিকায় বহন আরম্ভ হয়, তখন অতি অল্প সময়ের জন্য কখন বাম, কখন দক্ষিণ নাসিকায় ক্ষণিক নিশ্বাস বহন হয়। কিম্বা ঐ সময় ক্ষণ কালের জন্য একেবারে দুই নাসিকায় সমান রূপ নিশ্বাস বহিতে থাকে। ইহাকে সুষুম্নার উদয় বা সুষুম্নার বহন বলে। এরূপ সময় মনুষ্যের বিবিধ বিপদ কলহ ও অনিষ্ট, ক্ষতি নিশ্চয়ই হয়, এবং যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহার ফল বিপরীত হইবে। মনুষ্য জীবনে যত কিছু অমঙ্গল হইয়া থাকে, তাহা সুষুম্নার প্রভাবেই সংঘটিত হয়।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ।
সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরাহশুভা॥
তস্যাং নাড্যাং স্থিতো বহ্নির্জ্জ্বলতি কালরূপিণঃ।
বিষমন্তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বকার্য্যবিনাশনম্॥"

অর্থাৎ ক্ষণে বাম নাসিকায়, ক্ষণে দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহিলে সুষুম্নার বহন বলা যায়। এরূপ সময় সর্ব্ব কার্য্য নষ্ট হয় ও অশুভ জনক।

"ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে বিষমং ভাবমাদিশেৎ।
বিপরীতফলং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে॥"

যদি কখন নিশ্বাস একবার বাম ও একবার দক্ষিণ নাসায় ক্ষণে ক্ষণে বহন হয়, তবে তাহার বিপরীত ফল ফলিবে।

"যদানুক্রমমুল্লঙ্ঘ্য যস্য নাড়ীদ্বয়ং বহেৎ।
তদা তস্য বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং॥"

যাহার শ্বাসের নিয়ম ব্যতিক্রম হইয়া ইড়া ও পিঙ্গলা বহন হয়,

(১৫) অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ উভয় নাসিকায় একেবারে নিশ্বাস বহন হইলে তাহার অশুভ উপস্থিত জানিতে হইবে।

উভয়োরেব সঞ্চারে বিষুবন্তং সমাদিশেৎ।
ন কুর্য্যাৎ ক্রুরসৌম্যানি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥"

যখন দুই নাসিকায় এক কালীন নিশ্বাস বহন হয়, তখন বিষুবযোগ বলে, এইরূপ সময় ক্রুর কিম্বা সৌম্য কোন কার্য্যই করিবে না, করিলে সকল কার্য্যই নিষ্ফল হইবে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, দুই নাসিকায় সমান ভাবে নিয়ত নিশ্বাস বহন হয়, তাঁহারা সে ভুল সংস্কারটী একেবারেই ভুলিয়া যাইবেন। দুই নাসায় সমান ভাবে সর্ব্বদা নিশ্বাস বহিলে বিবিধ বিঘ্ন-সঙ্কুল সংসারে বিঘ্ন-জালে সতত জড়িত থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কচিৎ কখন দুই নাসায় নিশ্বাস বহন হইয়া থাকে, সেই সময় কষ্ট, ক্ষতি, কার্য্যধ্বংস, আশা নাশ, বিপদ প্রভৃতি যত কিছু অমঙ্গল সংঘটিত হয়। সুষুম্নার বহন সময় কোন স্থানে যাত্রা করিলে কার্য্যহানি হয়। পরন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা—

---

(১৫) মনুষ্য দেহে অসংখ্য নাড়ী আছে। তন্মধ্যে পৃষ্ঠদেশে যে মেরুদণ্ড দেখা যায় তাহার মধ্যে সুষুম্না নাড়ী। মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে ইড়া নাড়ী বাম নাসিকা পর্য্যন্ত, দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নাড়ী দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই জন্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহনের নাম ইড়ার বহন "চন্দ্রচার" ও দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় পিঙ্গলার বহন "সূর্য্যাবহ" ইত্যাদি নামে কথিত হয়, আর ক্ষণে বাম ক্ষণে দক্ষিণ কিম্বা একেবারে উভয় নাসিকায় নিশ্বাস বহনের নাম সুষুম্নার বহন বলা যায়। ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্নার পরিচয় বিশেষ রূপে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা দেখ।

"যাত্রা হানিকরী তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।"

সুষুম্না বহন সময় পুণ্য ও দানাদি কিম্বা শুভ কোন কর্ম্ম করিবে না। যথা,—

"শুভং কিঞ্চিন্নকর্ত্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিশঃ।"

দৈবাৎ সুষুম্নার বহন হইলে, তখন কর্ত্তব্য এই—

"বিষম বৈপরীতস্য সংস্মরেজ্জগদীশ্বরং।
ঈশ্বরং স্মরণং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্মষু।
অন্যং কিঞ্চিন্নকর্ত্তব্যং জয়লাভসুখার্থিভিঃ॥"

কচিৎ যদি এক আধ মুহূর্ত্তের জন্য ঐরূপ সুষুম্নার প্রবাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে সময় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ইষ্ট দেবতার স্মরণ ও যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম করিবে। অর্থাৎ ঐরূপ সময় অন্য কোন কার্য্য করিবে না, কাহারো নিকট যাইবে না, কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিবে না। পাঠকগণের যেন মনে থাকে, মানব জীবনে যত কিছু মন্দ ও অমঙ্গল ঘটনা সমস্তই সুষুম্নার বহন সময় হইয়া থাকে।

তত্ত্বের পরিচয়।

এখন পাঠকগণকে আর একটী বিষয় বুঝিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। অগ্রে বলিয়াছি এক ঘণ্টা করিয়া এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন হয়, কিন্তু সেই এক ঘণ্টার মধ্যে আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ তত্ত্বের উদয় যথাক্রমে হয়। যথা,— এক নাসিকায় এক ঘণ্টা শ্বাস বহন সময় প্রথমে বায়ুতত্ত্ব উদয় হইয়া ২০পল ইংরাজী ৮ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। তৎপরে অগ্নি তত্ত্ব উদয় হইয়া ৩০ পল, ইংরাজী ১২ মিনিট থাকে। জলতত্ত্ব উদয় হইয়া ৪০ পল

ইংরাজী ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। পরে পৃথ্বী তত্বের উদয় হইয়া ৫০ পল, ইংরাজী ২০ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। (১৬) সর্ব্বশেষে আকাশ তত্বের উদয় হইয়া ১০ পল, ইংরাজী ৪ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০ পলে ২॥ দণ্ড, ইংরাজী এক ঘণ্টা পঞ্চতত্বের যথাক্রমে উদয়ে ঐ নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিয়া এক নাসিকায় শ্বাস বহন এক ঘণ্টা পূর্ণ হয়। যথা,—

"পৃথিবী পলপঞ্চাশৎ চত্বারিংশদপস্তথা।
তেজস্ত্রিংশদ্বিজানিয়াদ্বায়োর্বিংশতি দিঙ্নভঃ॥" (১৭)

এক নাসিকায় নিশ্বাস বহন এক ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চতত্বের উদয় হইয়া, যে তত্ব যতক্ষণ স্থিতি হয়, তাহা উপরে বলিয়াছি। কিন্তু প্রথমে কোন্ তত্বের উদয় এবং পরে কোন্ তত্বের হয় তাহা পরে বলিতেছি।

---

(১৬) প্রথম সংস্করণে প্রথমে পৃথ্বী ও সর্ব্বশেষে আকাশ তত্ব বলা হইয়াছিল, তাহা জনৈক শিক্ষার্থীর অসাবধানতা বশতঃ হইয়াছিল। সে সময় কলিকাতা বহুবাজারে ছিলাম; কিন্তু নিজে সমস্ত দেখিবার অবকাশাভাবে ঐ শিক্ষার্থীর উপর অনেকটা ভারার্পণ করিয়া ছিলাম; কিন্তু তিনি পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "পবন বিজয় স্বরোদয়" পাঠ করিয়া, তাহাতে যাহা দেখিয়াছিলেন, সে সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এজন্য স্থানে স্থানে ভুল হইয়াছিল। ফল কথা প্রথমে এই প্রমাণ অনুসারে স্বরশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, প্রথমে পৃথ্বী, পরে জল তত্বাদি অনুবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

(১৭) এই প্রমাণ অনুসারে স্বরশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রথমে পৃথ্বী, পরে জল তত্বাদি অনুবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

"প্রথমং বহতে বায়ুদ্বিতীয়ঞ্চ তথানলঃ।
তৃতীয়ং ভূমিশ্চতুর্থং বারুণী পঞ্চমাকাশবহেৎ॥"

অর্থাৎ—প্রথমে বায়ু তত্ত্বের উদয় হয়, পরে অগ্নিতত্ত্ব, তৃতীয় বার পৃথিবী তত্ত্ব, চতুর্থে জল তত্ত্ব, পঞ্চম আকাশ তত্ত্ব পর্য্যায় ক্রমে উদয় হইয়া উপরোক্ত নির্দ্ধারিত কাল পর্য্যন্ত স্থিতি হয়।

যথন যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে, তথন সেই নাসিকায় ঐরূপ পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত এক এক তত্ত্বে স্থিতি হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তবে কার্য্যবশতঃ নিশ্বাস যেমন এক ঘণ্টার অধিক এক নাসিকায় বহন হইতে পারে; তেমনি ধূমপান, ভ্রমণ ও পরিশ্রমাদি নানা কারণে বায়ু আদি তত্ত্বের স্থিতিও অধিক লক্ষণ হইয়া থাকে।

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন, যাঁহারা এই পুস্তক দৃষ্টে কার্য্য করিয়া সুলভ লাভের আশা করেন, তাঁহারা পশ্চাল্লিখিত "তত্ত্বনিরূপণ" পাঠ করিয়া ভালরূপ বুঝিয়া তত্ত্বানুকূলে কার্য্যানুবর্ত্তী হইবেন। তাহাতে নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

এখন প্রত্যহ যাহা কর্ত্তব্য এবং যে রূপে সকল কার্য্যে সুলভ লাভ করা যায়, তাহা বলিতেছি।

শয়ন কালে অতি কর্ত্তব্য।

উত্তান ভাবে (চিৎহইয়া) শয়ন করিলে সুষুম্নার বহন হয়; এজন্য চিৎ হইয়া কথনই শয়ন করিবে না। ইহা যেন স্মরণ থাকে।

মনুষ্যের যে কোন ক্ষতি, বিপদ, অনিষ্ট, বিবাদ ও কার্য্যধ্বংস, আশা ভঙ্গ প্রভৃতি যত কিছু অনিষ্টকর ঘটনা সমস্তই সুষুম্না বহনের সময় হইয়া থাকে। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, সুষুম্নার বহন হয় বলিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করা অকর্ত্তব্য। অতএব পাঠকগণ! উপস্থিত

ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কা নিবারণ জন্য চিৎ হইয়া কখনই শয়ন করিবেন না। (১৮)

প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার নিয়ম।

যত্রাঙ্কে চরতে বায়ু স্তদঙ্কস্য করস্তথা।
সুপ্তোত্থিত মুখং স্পৃষ্টা লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্।
ন হানিঃ কলহশ্চৈব কণ্টকৈর্ণাপি ভিদ্যতে॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে শয্যা হইতে উঠিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস বহে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা সেই দিকের মুখ স্পর্শ

---

(১৮) বঙ্গদেশ মধ্যে সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান, অগণিতগুণিগণবিরাজিত, বিদ্যাবিভবে বিখ্যাত বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিপুরুষ—যিনি বাগ্‌দী রাজা নামে বিখ্যাত, তিনি বাল্যকালে বিষ্ণুপুরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে থাকিয়া গোচারণ করিতেন। এক দিন রাজোচিত কোন শুভ ঘটনা দৃষ্টে ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বালক সামান্য নয়,—ভবিষ্যতে রাজা হইবে। সেই দিনই নিজ স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—রাখাল বালককে কোনও প্রকার উচ্ছিষ্ট খাইতে দিও না এবং এই বালকের উপর কোন রূপ অসদ্ব্যবহারাদি করিও না। আর ঐ বালককে চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ স্বরজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিতে বারণ করিয়াছিলেন। কারণ, সুষুম্নার বহন সময় শুভক্ষণ, লগ্ন নষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে রাজসিংহাসন প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইবে। সত্যই ঐ বাগ্‌দী নামে পরিচিত ক্ষত্রিয় বালক বিষ্ণুপুরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া টীকাধারী রাজা হইয়াছিলেন। বাস্তবিক গুরুজন ব্যতীত কাহারো উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলে যেমন দুরদৃষ্ট আনয়ন করে, তেমনি চিৎ হইয়া শয়ন করিলে সুষুম্না বহন

করিয়া উঠিলে, বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। সেই দিন কোন হানি, বিপদ, এমন কি একটি কণ্টক পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

কর্ত্তব্য এই,—প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, হস্ত দুই খানি চিৎ করিয়া সম্মুখে রাখিয়া, হস্তস্থিত মোটামুটি রেখা গুলির প্রতি দৃষ্টি করিবেন। পরে যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইতেছে বুঝিবেন, সেই দিকের হাত দ্বারা মুখের সেই পার্শ্ব স্পর্শ করিবেন। তৎপর শয্যা হইতে মৃত্তিকায় প্রথম পা দিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস বহে, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া শয্যা হইতে নামিবে।

প্রত্যহ এই নিয়ম পালন করিতে,কেহ ভুলিবেন না।

গুরু, বন্ধু, রাজা, জমীদার,অমাত্য, প্রভু ও আত্মীয় প্রভৃতির নিকট যাইয়া কার্য্যসিদ্ধি এবং বশীভূত করিবার উপায়।

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্রাপ্যাক্রমতে স্বরঃ।
কৃত্বা তৎপদমাগ্রঞ্চ যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা।
গুরু বন্ধু নৃপামাত্য অন্যেঽপি শুভদায়িনঃ।
পূর্ণাঙ্গে (১৯) খলু কর্ত্তব্যা কার্য্যসিদ্ধির্ম্মনিষিভিঃ॥

গুরু, বন্ধু, রাজা, জমীদার, রাজকর্ম্মচারী ও আত্মীয় সুহৃদ এবং প্রভু প্রভৃতির নিকট ও অন্যান্য কোন ব্যক্তির নিকট যে কোন কার্য্য সিদ্ধি করিবার মনন করিয়া যাত্রা করিবার সময়; যে নাসিকায় শ্বাস বহন

জন্য বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে শুভ সূচনা নষ্ট করিয়া অমঙ্গল আনয়ন করে।

(১৯) যে নাসিকায় শ্বাস বহে, তখন তাঁহাকে পূর্ণাঙ্গ এবং তদ্বিপরীতাঙ্গকে রিক্তাঙ্গ কহে।

হয়, সেই দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে এবং অভীষ্ট ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে সেই দিকে অভীষ্ট ব্যক্তিকে রাখিয়া কথা বার্ত্তা কহিবে।

তাৎপর্য্য এই যে,—যখন কোন কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিম্বা কাহারো অনুগ্রহলাভ প্রত্যাশায় বাটী হইতে বহির্গত হইবে, তখন যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তবে দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া এবং বাম নাসিকায় নিশ্বাস থাকিলে বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবে। ঐরূপ যাত্রা করিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত থাকে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা সেই দিকের মুখ স্পর্শ করিয়া পরে পদ ক্ষেপণ করিবে।

অভিলষিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তখন যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন থাকে, তাহা হইলে এরূপ ভাবে দাঁড়াইবে কিম্বা বসিবে যে, ঐ অভীষ্ট ব্যক্তি তোমার বাম দিকে থাকেন। আর সে সময় দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন থাকিলে, দক্ষিণ দিকে তাঁহাকে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইবে বা উপবেশন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। এই রূপ করিলে সুফল ফলিবে। যদি স্বরের দিক্‌শূল না হয়, তাহা হইলে এই সকল কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহনের সময় বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করা উচিত। এই নিয়মে যাত্রা করিলে কার্য্যসিদ্ধি ও অভিলষিত ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

লাভজনক ও যে কোন শুভ কার্য্যে সুফল লাভ করিবার উপায়।

দক্ষিণে যদি বা বামে যত্র সংক্রমতে শিবঃ।
তৎপাদমগ্রতঃ কৃত্বা নিঃসরেৎ নিজমন্দিরাৎ॥

কোন লাভজনক বা কোন মঙ্গলকর কার্য্যে যখন যাইবে, তখন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন থাকিলে দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়াইয়া এবং বাম

নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে বাম চরণ অগ্রে বাড়াইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। এরূপ করিয়া যে কোন শুভ কার্য্যোদ্দেশে যাইবে, সুফল হইবে সন্দেহ নাই।

যদিও সম্পদ্ কার্য্যাদির নিমিত্ত বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে যাওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু বাম নাসিকায় (ইড়ার) দিক্‌শূল হইলে তো যাওয়া যায় না। এ কারণ দিক্‌শূল হইলে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিবে।

বহন্নাড়ীপদে—পূর্ণপাদে যাত্রা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। (২০) তাহা সূক্ষ্ম স্বরোদয়ে উক্ত আছে—

"বহন্নাড়ী পাদচৈব যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা।"

যস্যাং নাসিকায়াং প্রাণবায়োর্গতির্ধবক্ষতে, তদংশীয়পাদপ্রসারণপূর্ব্বিকা যাত্রা সিদ্ধিদা ভবতীত্যর্থঃ।

অর্থাৎ—যে নাসিকায় নিশ্বাস বহন হইবে, সেই দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হইবে। (২১)

---

(২০) পূর্ণপাদ কাহাকে বলে, তাহা পশ্চালিখিত বার বিশেষে পদ-ক্ষেপণের নিয়ম বা হঠাৎ যাত্রা করিবার সময় কোন পদ কত বার ক্ষেপণ করিতে হয় পড়িলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

(২১) ভারতের নারীরত্ন বিদুষী খনার বচনে আছে যে,—

"স্বরের আগায় দিয়ে পা ;
যথা ইচ্ছা তথা যা",

ইহার অর্থ উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিতে হইবে। এই সকল খনার বচন আমরা বাল্যকালে পঞ্জিকাতে পড়িয়াছি। এখন পাশ্চাত্য বিদ্যার বিষম বোঝায় আমাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ, বুদ্ধিও মার্জ্জিত,—অতি সূক্ষ্ম বলিয়া খনার অমূল্য বচনের মর্ম্ম আমাদের বুঝিবার সাধ্য

শত্রু ও দুষ্ট, খল, অধম ব্যক্তির নিকট জয়লাভ করিবার উপায়।

অরিচৌরাধমাদ্যাশ্চ অন্যে উৎপাতবিগ্রহাঃ।
কর্ত্তব্যাঃ খলু রিক্তাঙ্গে জয়লাভস্থ খার্থিভিঃ॥

শত্রু, দুষ্ট, চোর ও অধম ব্যক্তিদিগের নিকট যখন যাইবে এবং অন্যান্য উপদ্রব যথা,—বিবাদে,মোকদ্দমা ও যুদ্ধাদি এবং ঝগড়া,কলহাদিতে

নাই। বর্ত্তমান কালে নূতন পুরাতন ধরণে সংঘটিত হাল ফ্যাশনের "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও খনার উক্ত স্বর, জ্যোতিষ, কৃষি প্রভৃতি নানা বিষয়িণী অমূল্য বচন গুলির মর্ম্মাবধারণে অক্ষম। তজ্জন্য বর্ত্তমান সময় পঞ্জিকাকারগণ অমূল্য রত্নরাজি স্বরূপ খনার বচন গুলি পঞ্জিকা হইতে বাদ দিয়া আপন আপন পাণ্ডিত্য বজায় করিয়া পসার রাখিয়াছেন। হায়! পাণ্ডিত্যবিহীন পণ্ডিতগণ মর্ম্মাবধারণে অক্ষম বলিয়া খনার অমূল্য বচন গুলি পঞ্জিকা হইতে বিদায় করিয়া হিন্দু জাতির যে কি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া জানাইবার উপায় নাই। আমরা বাল্যকালে—৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে খনার বচন যাহা পিতৃব্য মুখে শুনিয়াছি ও পঞ্জিকাতে দেখিয়াছি, তাহা বুঝিবার মত কোন জ্ঞান তখন আমাদের ছিল না।" আমার পূজনীয় স্বর্গীয় পিতৃব্য মহাশয়ের খনার ও ডাকপুরুষের বচন চারি পাঁচ শত প্রকার কণ্ঠস্থ ছিল তিনি কি জ্যোতিষ,কি গৃহস্থালী,কি চাষ,কি বাদল,কি সুজন্মা অজন্মা প্রভৃতি বৎসরের ফলাফলাদি প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে ঐ সকল প্রমাণ বচন আবৃত্তি করিতেন। তাহার সত্য ফলও দেখিয়াছি। আমি তখন নিতান্ত অপরিণতবয়স্ক বলিয়া সমস্ত শিখিতে বা লিখিয়া রাখিতে পারি নাই। এখন ভাবিতেছি কি অমূল্য রত্নরাজিই লুপ্ত হইয়াছে। পিতৃব্য মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়া

জয়লাভ করিবার জন্য এবং শত্রু, দুষ্ট ও খল, বিদ্বেষী ব্যক্তির নিকট কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে যখন যাত্রা করিবে, তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস বহিবে, তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবে। ইহাকে রিক্তাঙ্গে যাত্রা কহে। অর্থাৎ গৃহ হইতে কি যেখানে বসিয়া থাক, সেখান হইতে যাত্রা করিবার সময় যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে বাম পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন থাকে, তবে দক্ষিণ চরণ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে।

কুপিত প্রভু ও বিদ্বেষী ও খল ব্যক্তিকে বশীভূত করিবার উপায়।

ব্যবহারে খলোচ্চাটে দ্বেষি বিদ্যাদি বঞ্চকাঃ।
কুপিতা স্বামীচৌরাদ্যাঃ পূর্ণস্থাঃ সুভয়ঙ্করাঃ॥

প্রভু যদি রাগ করিয়া থাকেন কিম্বা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী যদি কুপিত হন অথবা তোমার বিদ্বেষ করেন এবং অন্যান্য বিদ্বেষী, খল, চোর, বিদ্যাদিবঞ্চক, এবং সর্ব্বপ্রকার দুষ্ট স্বভাব প্রভৃতি লোকের নিকট যাইবার সময় উপরোক্ত নিয়মে অর্থাৎ যাত্রা কালীন যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা কার্য্য ও ব্যবহার করিবে। এরূপ করিলে কুপিত স্বামী ও খল, বিদ্বেষী ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত ও মুগ্ধ হইবে।

যে ২।৪ টা বচন মনে আছে, তাহাতে এখন বেশ বুঝিতেছি যে জ্যোতিষ, স্বর প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রের কঠিন তত্ত্ব ও গূঢ় সঙ্কেত সকল সরল সহজ ভাষায় সংক্ষেপে ক্ষণজন্মা খনা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এরূপ আর কেহ কখন পারিবে না।

চাকুরে লোকের পক্ষে প্রভুর এবং উপরিতন বড় বাবুর কোপানলে পড়া বিরল নহে। বিশেষতঃ আজকাল চাকুরী ব্যতীত আমাদের গতি নাই। সুতরাং চাকুরী ব্যবসায়ী মহাশয়েরা নিত্য পূর্ণাঙ্গে ও প্রভুর রাগ কিম্বা বড় বাবুর বিদ্বেষ ভাব জানিলে রিক্তাঙ্গে যাত্রা করিয়া প্রভুর নিকট যাইয়া নিম্নোক্ত প্রকার ব্যবহার করিয়া দেখিবেন যে, প্রভু সন্তুষ্ট ও বশীভূত হইয়াছেন। আর খল ও তোমার বিদ্বেষকারী বশীভূত হইবে। শত্রুদিগের নিকট ঐরূপ রিক্তাঙ্গে যাত্রা করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন (২২)

ক্রোধিত প্রভু কিম্বা কুপিত যে কোন ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য।

উপরে যেরূপ বলিয়াছি ঐ নিয়মে যাত্রা করিয়া কুপিত ব্যক্তির নিকট গমন করিবে এবং কুপিত ব্যক্তির সম্মুখে যখন উপস্থিত হইবে, তখন যদি দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহিতে থাকে, তবে ক্রোধিত ব্যক্তিকে নিজের বাম দিকে রাখিয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। আর যদি সে সময় বাম নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তাহা হইলে নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্রোধিত ব্যক্তি থাকেন এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে ক্রোধিত ব্যক্তির ক্রোধ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে।

ঐ দুই নিয়মে কার্য্য করিলে ক্রোধিত ব্যক্তি সন্তুষ্ট ও বশীভূত হইবেন। বহু তোষামোদ ও বহু চেষ্টায় যে ফল লাভ না হয়, ঐ ক্রিয়ায়

---

(২২) চাকুরী স্থানে, কার্য্যালয়ে কিম্বা বাহিরে কেহ শত্রু থাকিলে পশ্চাল্লিখিত "য গুণ শ্বাসে কর্ত্তব্য" পাঠান্তে তদনুরূপ করিলে মহাশত্রুর সহিত সদ্ভাব হইবে। সে আর কখন শত্রুতা করিবে না। উহা বহুকাল পরীক্ষিত অতি সত্য। বাস্তবিক স্বরোদয় মতে সকল কার্য্য ঠিক মত করিতে পারিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। বশীকরণাদি সর্ব্বকার্য্যে এমত প্রত্যক্ষ ফলদায়ক অব্যর্থ উপায় আর নাই।

সে ফল লাভ অনায়াসে হইবে সন্দেহ নাই। মঙ্গলময় মহাদেবের আজ্ঞা মিথ্যা নয়,—প্রত্যক্ষ ফল দেখিবেন।

মনে রাখিবেন,—

যে কোন কার্য্যোদ্দেশে কাহারো নিকট গমন করিবার সময় এবং চাকুরে লোক আপিসাদি কার্য্যালয়ে কিম্বা অক্রুদ্ধ প্রভুর নিকট যাইবার সময় প্রত্যহ পূর্ণাঙ্গে যেমন যাত্রা করিবেন, তেমনি অভিলষিত ব্যক্তি কিম্বা মনিবের নিকট উপস্থিত হইয়া, তখন যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সেই দিকে তাঁহাদিগকে রাখিয়া বসিবেন বা দাঁড়াইবেন ও কথা বার্ত্তা কহিবেন। চাকুরে লোক প্রত্যহ এই নিয়মে যাত্রাদি সকল কার্য্য, করিবেন। তদ্ভিন্ন ক্রোধিত প্রভু ও দুষ্ট বিদ্বেষীর নিকট যাইবার সময় পূর্ব্বকথিত রিক্তাঙ্গে যাত্রা করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপরোক্ত নিয়মে কার্য্য করিবেন।

মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবার উপায়।

যখন দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহিতে থাকে, তখন অগ্রে বাম পদ বাড়াইয়া মোকদ্দমায় যাত্রা করিবে। তাহা হইলে সে মোকদ্দমায় নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। আর যদি বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে—কি এজাহার দিতে হয়, তবে সে সময় তোমার যে নাসিকায় নিশ্বাস বহিবে, বিচারপতিকে সেই দিকে রাখিয়া দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিবে এবং যে নাসিকায় নিশ্বাস বন্ধ থাকে, সেই দিকে তোমার বিবাদীকে রাখিয়া দাঁড়াইবে।

এই ভাবে কার্য্যে করিতে পারিলে মোকদ্দমায় জয় লাভ নিঃসন্দেহ হইবে।

যে সকল কার্য্যে যেরূপ ভাবে যাত্রা করিতে হইবে, তাহা বলিলাম। ঐরূপ নিয়মে যাত্রাদি করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত স্বরের দিক্‌শূল বিচার করিয়া যাত্রা করিতে হইবে।

যাত্রা করিবার বিশেষ বিধি ও স্বরের দিকশূল।

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রো ভানুঃ পশ্চিমদক্ষিণে।
দক্ষ নাড্যাঃ প্রবাহে তু নগচ্ছেদ্দক্ষপশ্চিমে॥
বামাক্ষার প্রবাহে তু নগচ্ছেৎ পূর্ব্ব উত্তরে।
পরিপন্থি ভবেত্তস্য গতহংসৌ ন নিবর্ত্ততে॥
তস্মাদত্র নগন্তব্যং বুধৈঃ সর্ব্বহিতৈঃ শুভৈঃ!
তদা তত্র তু সঞ্জাতো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই;—ইড়া নাড়ী দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অধিপতি। এজন্য ইড়ানাড়ীর অর্থাৎ বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে দক্ষিণ অথবা পশ্চিম দিকে যাইলে শুভ হয়। উহার বিপরীত দিকে দিক্‌শূল। বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় উত্তর ও পূর্ব্ব দিক্‌ ইড়ার দিকশূল হওয়ায়, বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে দিবা ও রাত্রিকালে কোন সময় কখনই যাইবে না। পিঙ্গলা নাড়ী পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের অধিপতি হওয়ায়, তাহার বিপরীত পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক পিঙ্গলার দিক্‌শূল হয়। এই কারণ পিঙ্গলা নাড়ীর অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে যাওয়া কর্ত্তব্য। দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় পশ্চিম কিম্বা দক্ষিণ দিকে কখনই যাইবে না।

ইহার বিচার না করিয়া যে ব্যক্তি শূল লঙ্ঘন পূর্ব্বক ও নিষিদ্ধ দিকে গমন করে, সে বিপরীত ফল ভোগ করিয়া থাকে। তাহার কার্য্যহানি তো হইবেই, অধিকন্তু তাহার ফিরিয়া আসাও অসম্ভব। অথবা মৃত্যু তুল্য কষ্ট পাইবে।

অতএব পাঠকগণ বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় দিবা রাত্রের কোন সময়েই পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে কখনই যাইবেন না। দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে দক্ষিণ কি পশ্চিম দিকে কখনই যাইবেন না।

যাত্রাকালে কর্ত্তব্য।

সপ্ত পাদাঃ শনি শুক্রে জ্ঞাতব্যাশ্চ বিচক্ষণৈঃ।
চন্দ্রে রবৌ পদং রুদ্রং কুজে বুধে তথৈব চ।
সার্দ্ধং সদা গুরৌ পাদং জ্ঞাতব্যঞ্চ বিচক্ষণৈঃ॥

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স্বরের দিক্‌শূলাদি বিধি নিষেধ মানিয়া যাত্রা করিবার সময় বিচক্ষণ ব্যক্তি—যে কোন স্থানে যাত্রাকালে রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবারে এগারো বার, বৃহস্পতিবারে অর্দ্ধবার এবং শুক্র ও শনিবারে সাত বার মাটিতে পদক্ষেপণ করিয়া গৃহের বহির্গত হইবেন।

হঠাৎ বা শীঘ্র যাত্রা করিবার নিয়ম।

লোকানাং শীঘ্রগন্তুঞ্চ কুশলায় গমিষ্যতে।
পরদলে তথা গ্রাহ্যে হানিশ্চ কলহাগমে।
যদঙ্গে বহতে নাড়ী গ্রাহ্যং গতিকরং নৃণাম্।
চন্দ্রচারে চতুষ্পাদং পঞ্চপাদশ্চ ভাস্করে।
এবন্তু গমনং শ্রেষ্ঠং সাধয়েদ্ ভুবনত্রয়ং।
ন হানিঃ কলহোনৈব কণ্টকেনাপি ভিদ্যতে।
নিবর্ত্তন্তে সুখেনৈব সর্ব্বাপদ্‌ভির্ব্বিবর্জ্জিতঃ।

যদি কোন শত্রুর সহিত বিবাদ জন্য যাইতে হয় কিম্বা হঠাৎ কোন ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয়, অথবা যে কোন কার্য্যে কোন স্থানে যদি শীঘ্র

গমন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস থাকিবে, সেই অঙ্গে সেই দিকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া যাত্রা করিবে এবং যাত্রা করিবার সময় যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তবে মৃত্তিকাতে চারি পদ ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে মৃত্তিকাতে পঞ্চ পদ ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে ত্রিভুবনে কোন কার্য্যই অসিদ্ধ হইবে না। পরন্তু সর্ব্ব প্রকারে আপদ বিপদ বিহীন হইয়া ফিরিয়া আসিবে।

যাত্রাকালে পদক্ষেপণ করিবার নিয়ম।

উপরোক্ত নিয়মে পদ ক্ষেপণ কিরূপে করিতে হইবে তাহা এখন বলিতেছি। (২৩)

মনে করুন,—শনিবারে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে বামপদ অগ্রে বাড়াইয়া যাইতে হইবে। অতএব অগ্রে বাম হস্ত দ্বারা মুখের বাম পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া প্রথমে বামপদ বাড়াইয়া শনিবারের নিয়মে সাত পদ চলিয়া দাঁড়াইবে এবং কিছুক্ষণ দাড়াইয়া পরে আবার ঐ বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়া চলিয়া যাইবে। এই রূপ যে বারে যে কয় বার ক্ষেপণের বিধি আছে, সেই সেই বারে সেই কয় পদ গমন করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইবে, পরে প্রথমে; বাম বা দক্ষিণ, যে পদ অগ্রে বাড়াইয়াছিলে, আবার সেই পদ অগ্রে বাড়াইয়া চলিয়া যাইবে।

হঠাৎ বা শীঘ্র যাত্রা করিবার সময় ও ঐ নিয়মে অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে চারি পদ এবং দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে পঞ্চ পদ গমন করিয়া দাঁড়াইবে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া পরে

---

(২৩) প্রথম সংস্করণ পুস্তক পাঠান্তে অনেকে কি প্রকারে পদ ক্ষেপণ করিতে হইবে, তাহা জানিবার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার স্থান পরিবর্ত্তনাদি কারণে সকল পত্র হস্তগত হয় নাই এবং অনেক পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। অনুগ্রাহক গ্রাহকগণ সে ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। এবার সকলেরই সুবিধারজন্য পদক্ষেপণের প্রণালী লিখিলাম। আশা করি ইহাতে সকলের বুঝিবার সুবিধা হইবে।

প্রথমে যে পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিয়াছ, আবার সেই পদ অগ্রে বাড়াইয়া যথেচ্ছা চলিয়া যাইবে।

বার বিশেষে পদক্ষেপণের যে নিয়ম বলিয়াছি অর্থাৎ যে বারে যত বার পদক্ষেপণ করিতে হইবে, তাহা বাম ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে একই নিয়মে বারের হিসাবে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পদক্ষেপণ করিতে হইবে।

ঐ রূপে পদক্ষেপণ করিয়া যখন যে নাসিকায় শ্বাস বহন কালে যাত্রা করিতে হইবে, তখন নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় প্রথমে পদ ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে। এ ব্যবস্থা জ্যোতিষ শাস্ত্রেও আছে। যথা,—

"অন্তঃ সমীরণে দেহে প্রবেশে সমুপস্থিতে।
স্বস্তীতি দক্ষিণং পাদমাসনাদবরোহয়েৎ॥"

(জ্যোতিষ বচন।)

অর্থাৎ—বায়ু অন্তঃকরণে প্রবেশ করিলে স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণ পদ ভূমিতে নামাইবে।

জ্যোতিষ মতে স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ করতঃ যাত্রা করিবার বিধি আছে। স্বর মতে সেরূপ করিতে হইবে না।

অতএব পাঠকগণ পূর্ব্বের লিখিতানুরূপ স্বরানুকূলে দক্ষিণ বা বাম পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিবার সময় নিশ্বাস গ্রহণ কালে শ্বাস বায়ু যখন ভিতরে প্রবেশ করে সেই সময় প্রথম পদ ক্ষেপণ করিবেন।

উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিবার সময় পৃথ্বী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে যাত্রা করিতে হইবে। লাভ ও মঙ্গল জনক এবং সম্পদ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য পৃথ্বী বা জলতত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিশ্বাসের অনুকূলে পদক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে সকল কার্য্যই শুভ

হইবে। কিন্তু অগ্নি, বায়ু, আকাশ তত্ত্বের সময় যাত্রা করিলে কখনই সুফল হইবে না। (২৪)

উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। মন্দ-তিথি, বারাদি কিছুই বিচার করিতে হইবে না। তাহা স্বর শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা,—

নতিথির্নচ নক্ষত্রং ন বার গ্রহদেবতা।
নবিষ্টির্ব্যতিপাতো বিরূদ্ধ্যাদ্যাস্তথৈবচ॥
কুযোগে নৈব দেবেশি প্রভবন্তি কদাচন।
প্রাপ্তে স্বরবলে সিদ্ধিং সর্ব্বমেব ফলং শুভম্॥

স্বর অবলম্বন করিয়া স্বর মতে কার্য্য করিলে মন্দ তিথি, বার, নক্ষত্র, গ্রহ দেবতা এবং বিষ্টিদোষ ও ব্যতীপাত প্রভৃতি কুযোগের প্রভাব কখন হয় না। অন্য কোন বাধা বাধা দিতে কি কোন বিঘ্ন করিতে পারে না। পরন্তু স্বরবলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি ও শুভ হয়।

রাজদর্শন, প্রভুদর্শন ও চাকুরি করিবার জন্য কিম্বা লাভজনক যে কোন শুভ কার্য্যে যাত্রাদি করিতে হইলে, পঞ্জিকা দেখিয়া শুভ-দিন নির্ণয় করিবার রীতি আছে। তাহাতে মন্দ তিথি, মন্দ নক্ষত্র, বিষ্টি দোষ, বৈধৃতি, ব্যতীপাত, গণ্ড প্রভৃতি কুযোগে যাত্রাদি কোন শুভ কার্য্য করিতে নাই;—করিলেও বিঘ্ন হয়। কিন্তু একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে তত্ত্বানুকূলে যাত্রাদি যে কোন কার্য্য করিলে শুভ হইয়া থাকে। মন্দ তিথি, বার ও কুযোগাদি কোন মন্দ করিতে পারে না।

যদিচ উপরোক্ত কিছুই বিচার করিতে হয় না এবং বিচার করিবার

---

(২৪) পঞ্চতত্ত্ব চিনিবার উপায়, তত্ত্বের আবশ্যকীয় অন্যান্য বিষয় বিস্তারিত রূপে পরে বলিব।

আবশ্যকও নাই; কিন্তু বারবেলা, কালরাত্রি বিচার করিতে হইবে। বারবেলা বিচার করিবার বিধি স্বর শাস্ত্রে নাই; কিন্তু আমার মতে বিচার করা আবশ্যক। কারণ, বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি শিব-শক্তির তমোগুণ-সম্ভূত সর্ব্বসংহারক কালভাব। (২৫)

ইহাতে যে কোন কার্য্য করিলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। একারণ বলিতেছি যে, পঞ্জিকার লিখিত প্রত্যেক বারে নির্দ্দিষ্ট বারবেলা এবং কালরাত্রি বিচার করিয়া যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিতে হইবে।

দিবাভাগে কোন্ সময়ে বারবেলা ও কালবেলা হয় এবং রাত্রিকালে কোন্ সময়ে কালরাত্রি হয়, তাহা নিত্য ব্যবহার্য্য পঞ্জিকাতে প্রত্যেক বারে পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত আছে। তদ্দৃষ্টে পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। সেজন্য তাহা এখানে আর বলিলাম না। (২৬)

স্বরশাস্ত্রানুসারে যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিবার সময় প্রচলিত জ্যোতিষ

---

(২৫) কালবেলা, কালরাত্রি শিব-শক্তির তমোগুণ-সম্ভূত ভাব। তাহার গুঢ় রহস্য এখানে প্রকাশ করা অসম্ভব। আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর একনাম কালরাত্রি। মুণ্ডমালা তন্ত্রে কালী শতনামে আছে—

"কালিকা কালরাত্রিশ্চ কুলজা কুলপণ্ডিতা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—

"কালরাত্রির্ম্মহারাত্রির্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।"

টীকা—ত্বং কালরাত্রিঃ কালোমরণং সত্রবা

রাত্রি ব্রহ্মণো মরণ লক্ষণ রাত্রিঃ।

বাহুল্য ও গুহ্য বলিয়া ইহার বেশী প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সংক্ষেপে, আভাসে হাত সামান্য লিখিত হইল।

(২৬) জ্যোতিষ শাস্ত্রে কালবেলা, বারবেলা, কালরাত্রিতে যাত্রাদি

শাস্ত্র মতে শুভ তিথি আদিতে না করিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরা দীর্ঘকাল হইতে ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। স্বরানুসারে কার্য্য স্বরের দিকশূল এবং উপরোক্ত বারবেলাদি বিচার করিয়া তত্ত্বানুকূল শুভ তত্ত্বে করিতে হইবে।

সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় দক্ষিণ কিম্বা পশ্চিম দিকে যাইবে; পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে কথনই যাইবে না। আর দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় উত্তর অথবা পূর্ব্ব দিকে যাইবে। দক্ষিণ কিম্বা পশ্চিম দিকে কখনই যাইবে না।

এই নিয়মে যাত্রা করিবে এবং যাত্রাদি সকল প্রকার শুভ কার্য্য পৃথ্বী এবং জলতত্ত্বের উদয় কালে করিবে। কিন্তু জলতত্ত্বের উদয় কালে পশ্চিম দিকে এবং পৃথ্বী তত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বদিকে কখনই যাইবে না। জলতত্ত্বের উদয় কালে পশ্চিমদিক্ ব্যতীত আর সকল দিকেই যাইবে। পৃথ্বী তত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্ব দিক্ ব্যতীত আর সকল দিকেই যাইতে পারিবে।

তত্ত্ব চিনিবার উপায়াদি পরে বলিব। তদ্দৃষ্টে তত্ত্ব চিনিয়া সকলে ঐ নিয়মে যাত্রা করিবেন।

শুভ কার্য্য করিতে নিষেধ আছে। জ্যোতিষ মতে বারবেলাদিতে কার্য্য করিলে তাহার ফল ;—

"যাত্রায়াং মরণং কালে বৈধব্যং পাণিপীড়নে।
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু তাং ত্যজেৎ ॥"

(জ্যোতিষ বচন।)

অর্থ—কালবেলাদিতে যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়, বিবাহে কন্যা বিধবা হয়, উপনয়নে ব্রহ্মবধের পাপ হয়। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম করিবে।

স্ত্রী-বশীকরণ।

আসনে শয়নে বাপি পূর্ণাঙ্গে বিনিবেশিতাঃ।
বশীভবন্তি কামিন্যো ন কর্ম্ম নিয়মান্তরং॥

কামিনী বশীকরণের জন্য যে নাসিকায় শ্বাস বহিবে, সেই দিকের বিধান মতে উপবেশন ও শয়ন করিলে বশীভূতা হইবে। অন্য কোন কর্ম্ম বা নিয়মের আবশ্যক করে না।

শয়নে চ প্রসঙ্গে বা যুবত্যালিঙ্গনেঽপি বা।
যঃ সূর্য্যেণ পিবেচ্চন্দ্রং য ভবেন্মকরধ্বজঃ॥

টীকা—সূর্য্যেণ দক্ষিণ নাসিকাস্থ প্রাণ বায়ুনা চন্দ্রং নাড্যা বাম নাসিকা-গত প্রাণ বায়ুং পিবতি। তৎ সঙ্গম কালে স্বীয় নিশ্বাসমভিনিবিষ্টঃ সন্নাকর্ষয়তি। তৎফলং তত্রৈব।

ভুক্তমাত্রেচ মন্দাগ্নৌ স্ত্রীণাং বশার্থ কর্ম্মণি।
শয়নং সূর্য্যবাহেন কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বুধৈঃ॥

টীকা—ভুক্তমাত্রাদৌ বাম পার্শ্বেন, শ্রান্তাদিষু দক্ষিণ পার্শ্বেন শয়নং কার্য্যমিতি তাৎপর্য্যং।

অর্থাৎ আহারান্তে ও স্ত্রী বশীকরণের জন্য বামপার্শ্বে ও পরিশ্রমান্তে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে।

পাঠকগণ নিত্য আহারান্তে বাম পার্শ্বে ও কোন পরিশ্রমান্তে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবেন। রাস্তা হাঁটিয়া কিম্বা, কোন কার্য্যে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে (ডান্‌কাত্‌ হইয়া) শয়ন করিলে ক্লান্তি দূর হইয়া শরীর কেমন সুস্থ বোধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। পরন্তু পরিশ্রম নিবন্ধন শরীর ক্লিষ্ট ও ধাতু গরম (রুক্ষ) হয়, তাহা উপশমিত হইয়া শরীর স্নিগ্ধ ও সুস্থ হইবে।

বশীকরণ বিষয় এই পর্য্যন্ত শেষ। আর অধিকদূর অগ্রগামী হইতে পারিব না। কেননা, বাজার বড় খারাপ। একেই তো অশ্লীলতা আবার ইন্দ্রিয়পরায়ণ লম্পট—পশুদিগের ভয়ও কম নয়। সুতরাং এই খানে নিরস্ত।

সগুণ শ্বাসে কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বাভাবিক নিশ্বাস যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন তাহাকে সগুণ শ্বাস কহে। সগুণ শ্বাসে কার্য্য করিলে, তাহার ফল অসীম ও অব্যর্থ। অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণ কালে বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় যে কার্য্য করিবে, তাহা সিদ্ধি হইবে। যথা,—

প্রবেশ কালে যদ্ভুতো বাঞ্ছতি স্বপ্রয়োজনঃ।
তৎ সর্ব্বং সিদ্ধিমাপ্নোতি নির্গমে নাস্তি সুন্দরি॥

অর্থাৎ—বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় কার্য্য শ্বাস গ্রহণ কালে করিলে সিদ্ধি হইবে। শ্বাস নির্গমন কালে কার্য্য করিলে সিদ্ধি হয় না।

কোন স্থানে যাত্রা করিবার জন্য শ্বাস গ্রহণ সময় প্রথম পদ ক্ষেপণ করিবে। তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন আর কয়েকটী বিশেষ কার্য্যের কথা বলিতেছি। যথা,—

অগ্নি নির্ব্বাণের কৌশল।

কোন গৃহে বা যে কোন স্থানে আগুণ লাগিলে, ছোট ঘটিতে করিয়া এক ঘটি জল আনিয়া অগ্নি দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া শ্বাস গ্রহণ কালে—অর্থাৎ স্বাভাবিক শ্বাস যখন টানিয়া লওয়া যায়, তখন—ঐ জল নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইবা মাত্র অগ্নি আর আগে বাড়িবে না এবং তখনি উহা শীতল হইবে।

ঐ জল যাহা দ্বারা আনীত যে কোন জল হইলে হইবে। শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাপণের এমত চমৎকার উপায় আর নাই।

শত্রুর সহিত মিলনের সহজ উপায়।

তোমার কোন শত্রুর সহিত যদি মিলন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে একটী পাত্রে করিয়া একটু জল লইয়া সূর্য্যের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে শত্রুর নাম ও মিলনের ইচ্ছা করিয়া সগুণ শ্বাসে অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণ সময় নাসারন্ধ্র দ্বারা ঐ জল টানিয়া লইবে। এইরূপ প্রত্যহ একবার করিলে কিছু দিন মধ্যে আশ্চর্য্য রূপে তোমার শত্রুর মন হইতে বৈরীভাব যাইবে এবং তাহার সহিত মিলন হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি কেহ শত্রুর উৎপাতে জ্বালাতন হইয়া থাকেন, তবে—পাঠকগণ এই দুটি পরীক্ষা করিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

দান করিবার নিয়ম।

শ্বাসে সকার সংস্থে তু যদ্দানং দীয়তে বুধৈঃ।
তদ্দানং জীবলোকেহস্মিন্ কোটিগুণং ভবেদ্ধি তৎ॥

অর্থাৎ—মানবের প্রত্যেক বার শ্বাস গ্রহণ সময়ে "সঃ" এই বর্ণ ও শ্বাস পতন কালে "হং"—এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। "সঃ" শক্তি রূপিণী। (২৬) এজন্য শ্বাস গ্রহণ সময় সগুণ শ্বাস কহে। শক্তি রূপীণী স—কারস্থিত শ্বাস গ্রহণ সময় যাহা কিছু দান করা যায়, সেই দানের ফল এই জীবলোকে কোটি কোটি গুণ অধিক হইয়া থাকে। সগুণ শ্বাসে—অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ সময়ে কাহাকে কিছু দান করিলে, প্রদত্ত বস্তুর পরিমাণ অপেক্ষা দানের ফল অত্যধিক গুণ হইয়া থাকে।

গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য এই মুষ্টি/ভিক্ষা অথবা অর্থ, বস্ত্রাদি যাহা দান

---

(২৬) "হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ, সকারঃ শক্তি রুচ্যতে॥"

করিবেন, তাহা স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণ সময়ে দিবেন। এরূপ দান করিলে দান দ্রব্যের পরিমাণাধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। (২৭)

পূর্ব্বোক্ত অগ্নি নির্ব্বাপণের ক্রিয়া ও শত্রুর সহিত মিলন ও সদ্ভাব জন্য ক্রিয়া এবং যাত্রা কালীন পদক্ষেপণ প্রভৃতি সগুণ শ্বাসে পরোক্ত নিয়মে করিলে অব্যর্থ হইবে ও প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন।

নিয়ত কর্ম্মশীল সংসারী লোকের উপকারার্থে যাহা যাহা বলিয়াছি, তদ্ব্যতীত নিত্য প্রয়োজনীয় ও অবশ্যকরণীয় কোন কোন কার্য্য কোন নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে করা উচিত, তাহার বিবরণ এক্ষণে বিবৃত করিতেছি। পাঠকগণ নিম্নলিখিত সমস্ত কার্য্য, যখন বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহিবে, তখন করিলে ফল প্রাপ্ত হইবেন।

বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়ের কার্য্য।

স্থির কর্ম্মণ্যলঙ্কারে দূরাধ্বগমনে তথা।
আশ্রমে হর্ম্ম্যে প্রাসাদে বস্তুনাং সংগ্রহেঽপিচ।
বাপি কূপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠাস্তম্ভ দেবয়োঃ।
যাত্রাদান বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণে।
শান্তিকং পৌষ্টিকং চৈব দিব্যৌষধিরসায়নে।
স্বামি দর্শন মৈত্রেচ বাণিজ্যে ধনসংগ্রহে।
গৃহপ্রবেশ সেবায়াং কৃষ্যাং বীজাদিবপনে।
শুভকর্ম্মাণি সন্ধৌ চ নির্গমে চ শুভঃ শশী॥

---

(২৭) ইহা ব্যতীত বার তিথি সংযোগ বিষয়ে কোন্ কোন্ সময় দান করিলে দান পরিমাণাপেক্ষা অত্যধিক ফল হয় ইত্যাদি বিষয় মৃত্যুপরীক্ষা পুস্তকে বলিয়াছি। তদনুসারে এবং উপরোক্ত নিয়মে দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

বিদ্যারম্ভাদি কার্য্যেষু বান্ধবানাঞ্চ দর্শনে
জলদানাদি ধর্ম্মেষু দীক্ষায়াং মন্ত্রসাধনে।
কাল বিজ্ঞান সূত্রেণ চতুষ্পাদ গৃহাগমে।
কালব্যাধি চিকিৎসায়াং স্বামিসম্বোধনে তথা।
গজাশ্বারোহণে ধন্বি গজাশ্বানাঞ্চ বন্ধনে।
পরোপকরণেচৈব নিধীনাং স্থাপনে তথা।
গীতবাদ্যেহপি নৃত্যে চ গীতশাস্ত্রবিচারণে।
পুরগ্রাম প্রবেশে চ তিলকে সূত্রধারণে।
পুত্রশোকে বিষাদে চ জড়িতে মূচ্ছিতেহপিবা।
স্বজন স্বামি সম্বন্ধে ধান্যাদি দারুসংগ্রহে।
স্ত্রীণাং দন্তাদি ভূষায়াং কৃষেরাগমনে তথা॥
গুরু পূজা বিষাদিনাং চালনঞ্চ বরাননে।
ইড়ায়াং সিদ্ধিদং প্রোক্তং যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম চ।
তত্রাপি বজ্জর্মেদ্বায়ং তেজ আকাশমেব চ।
সর্ব্ব কার্য্যানি সিধ্যন্তি দিবা রাত্রি গতান্যপি।
সর্ব্বেষু শুভকার্য্যেষু চন্দ্রচারঃ প্রশস্যতে॥

বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ, দূরপথ গমন, অট্টালিকা নির্ম্মাণ, আশ্রমে প্রবেশ, যাত্রা ও দান করা, বিবাহ, পরোপকার, বাপী, কূপ, পুষ্করিণী ও দেবতা প্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্ম্মাণ, স্ব-স্বামী দর্শন, কৃষিকার্য্য, বীজ বপন, মিত্র, বান্ধব দর্শন, বিদ্যারম্ভ, দীক্ষা, মন্ত্রসাধন, গুরুপূজা, যোগাভ্যাস, তিলক-ধারণ, ইষ্টপূজা, জপ, প্রভুসম্বোধন, বাণিজ্য, সন্ধিস্থাপন, ধনরত্নাদি সংগ্রহ ধান্যকাষ্ঠাদি সঞ্চয়, গীত বাদ্য, চতুষ্পদ জন্তুদিগের স্বগৃহে আনয়ন, গীত-শাস্ত্রের বিচার, নগর ও গ্রামে প্রবেশ ও শান্তি ও পুষ্টিজনক কার্য্য এবং যে

কোন শুভ কার্য্য বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় করা উচিত। কিন্তু যখন বায়ু, অগ্নি ও আকাশ তত্ত্বের উদয় হয় তখন করিবেন। পৃথ্বী ও জল-তত্ত্বের উদয় কালে উপরোক্ত সকল কার্য্য করিলে শুভ হইবে। ইহাতে দিবা কি রাত্রি বিচার করিতে হইবে না। দিবা কি রাত্রি যখন হউক বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয় কালে ঐ সকল এবং অন্যান্য শুভ কার্য্য করিলে সুসিদ্ধ হইবে। উপরোক্ত সমস্ত শুভ কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিবে। তদ্ব্যতীত ও আন্যান্য সমস্ত শুভ কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিবে।

সর্ব্বত্র শুভ কার্য্যেষু বামাভর্বতি রুষ্টিদা।

অর্থ—সর্ব্বত্র সকল প্রকার শুভ কার্য্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিলে শুভ ফল প্রদান করে।

গৃহস্থের জল, পূজাদি বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিতে হইবে। কুণ্ডলিনীর নিদ্রিত সময় জপ ধ্যানাদি করিলে কোন ফল হয় না। বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় কুণ্ডলিনীর সুপ্তকাল ও দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় জাগরণ কাল বলিয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্রাদি কার্য্যে তদ্বিপরীত। কথাটা একটু খুলিয়া বলিতে হইল। [illegible] পল্লবগ্রাহীগণ খুঁৎ ধরিবেন। এবং অনেকের মন খুঁৎ খুঁৎ করিবে। এ কারণ নিখুঁৎ করিয়া বলিতেছি।

মানব দেহে মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তির তিন অবস্থা। যথা, নিদ্রিত, জাগরিত ও প্রবুদ্ধ। মানবের বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় কুণ্ডলিনীর নিদ্রিত কাল, দক্ষিণ নাসিকায় (পিঙ্গলায়) শ্বাস বহন সময় জাগরণ, সুষুম্নার বহন সময় প্রবুদ্ধ। এই জন্য সুষুম্নার বহন সময় যোগ সাধন করিলে অসীম ফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহস্থ লোকের ঐহিক বিষয়ে যতকিছু আপদ, বিপদ, ক্ষতি, অমঙ্গল সমস্তই সুষুম্নার বহন সময়

হয়। (তাহা পূর্ব্বে সুষুম্নার বর্ণনায় বলিয়াছি)। গৃহস্থ মধ্যে যাঁহারা যোগ সাধন করেন তাঁহারা গুরূপদেশ মত সুষুম্না বহন সময় যোগ সাধন করিবেন। তদ্ভিন্ন বাম নাসিকায় (ইড়ার) শ্বাস বহন কালে কুণ্ডলিনীর নিদ্রাকাল হইলেও জপ, পূজা, ধ্যানাদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে করিতে হইবে। কারণ, দক্ষিণ নাসিকায় (পিঙ্গলার নিশ্বাস বহন সময় জাগরণ কাল হইলেও মন্ত্রাদি কার্য্য তদ্বিপরীত। যথা,—

সুপ্ত প্রবুদ্ধ মাত্রো বা মন্ত্রঃ সিদ্ধিং ন যচ্ছতি।
স্বাপ কালে বামবাহো, জাগরণে দক্ষিণাবহঃ।
মন্ত্রৈসাতদ্বিপর্য্যয়ঃ। যথা—
স্বাপ কা দক্ষিণ শ্বাসো. জাগরণে
বামনিশ্বাস —ইতি বৈপরীত্যং॥
(নারায়ণীয়ে)

অর্থাৎ—মন্ত্র প্রয়োগ কালে ইড়ার বহন—বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় কুণ্ডলিনীর জাগরণ কাল ও দক্ষিণ নাসিকায়—পিঙ্গলার বহন সময় নিদ্রিতকাল বলা হয়। একারণ মন্ত্রাদি প্রয়োগ বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিতে হইবে।

পাঠকগণ বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় ইষ্টপূজা, জপ, ধ্যান ও শান্তি আদি কার্য্য করিবেন। বীর মন্ত্র—তন্ত্রোক্ত মারণোচ্চাটনাদি ষট্ কর্ম্ম দক্ষিণ না[illegible] শ[illegible]স বহন কালে করিতে হইবে। তাহা বাম নাসিকায় শ্বা[illegible] করিবেন না। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত সময় বাম নাসিকায় [illegible] হত করাইবে।

শ্রাদ্ধে [illegible] বিবাদে চ জ্বরিতে
[illegible] স্বজ্জনস্যাপিবধার্থে
[illegible]য়েৎ।

অর্থাৎ—কোন প্রকার শ্রান্তি হইলে এবং মনে কোন শোক উদয় হইলে, কিম্বা মূর্চ্ছা হইলে এবং কোন প্রকারে শরীর গরম ও ধাতু রুক্ষ হইলে, আর পূর্ব্ব কথিত গুরু, বন্ধু প্রভৃতি স্বজনগণের নিকট যাইতে হইলে বাম নাসিকার শ্বাস বহন করাইবে। কোন প্রকার শ্রান্ত হইলে কিম্বা শোক উদয় হইলে, তখন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন থাকিলেও, দক্ষিণ নাসিকায় বন্ধ করিয়া কিম্বা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া যেরূপে হউক বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত করিবে।

নিত্য যতবার মূত্র ত্যাগ করিবে তখন ও জলপান করিবার সময় বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহনকালে করিবে।

দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময়ের কার্য্য।

কঠিন ক্রূর বিদ্যানাং পঠনে পাঠনে তথা।
স্ত্রী সঙ্গে বেশ্যাগমনে মহানৌকাধিরোহণে।
নষ্টকার্য্যে সুরাপানে বীরমন্ত্রাদ্যুপাসনে।
বহুলধ্বংস দেশাদৌ বিষদানাদি বৈরিণি।
শাস্ত্রাভ্যাসে চ গমনে মৃগয়াপশুবিক্রয়ে।
ইষ্টকাকাষ্টপাষণে রত্নবর্ষণদারনে।
গীতাভ্যাসে যন্ত্রতন্ত্রে দুর্গপর্ব্বতারোহণে।
দ্যুতে চৌর্য্যে গজাশ্বাদি রথ বাহন সাধনে।
ব্যায়ামে মারণোচ্চাটে ষট্‌কর্ম্মাদিকসাধনে।
যক্ষিণীযক্ষবেতালবিশ্বভূতাদিসংগ্রহে।
খরোষ্ট্রমহিষাদিনাং গজাশ্বারোহণে তথা।

নদীজলৌঘতরণে ভেষজে লিপিলেখনে।
মারণে মোহনে স্তম্ভে বিদ্বেষোচ্চাটনে বশে।
প্রেরণে কর্ষণে ক্ষোভে দানে চ ক্রয়বিক্রয়ে।
খড়্গহস্তে বৈরীযুদ্ধে ভোগে চ রাজদর্শনে।
ভোজ্যে স্নানে ব্যবহারে ক্রূরে দীপ্তে রবিঃ শুভঃ।

গীত, অভ্যাস, যন্ত্র নির্ম্মাণ, স্ত্রীসঙ্গ, বেশ্যাগমন, নৌকা, গজ ও অশ্ব আরোহণে, শাস্ত্রাভ্যাস, সুরাপান, বীরাচার, সাধনা, লিপিলিখন, রাজ—দর্শন, ঔষধ সেবন, স্নান করা, ভোজন করা, ব্যায়াম করা এবং ক্রয় বিক্রয় করা, পর্ব্বতারোহণ, নদীপারে, শত্রুর সহিত যুদ্ধ, পশু বিক্রয় করা, দ্যূতক্রীড়া, মারণ, উচ্চাটনাদি ষট কার্য্য, যক্ষিণী, যক্ষ, বেতাল, ভূত প্রভৃতি সিদ্ধ করণ, কঠিন ও ক্রূরবিদ্যা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করণ ও সকল প্রকার ক্রূর কর্ম্ম দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না।

যে নাসিকায় নিশ্বাসের সময় যে যে
কার্য্য করিতে হইবে।

ক্রূরাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি চরাণি বিবিধানি চ।
তানি সিদ্ধন্তি সূর্য্যেণ নাত্র কার্য্য বিচরণা।

পিঙ্গলা নাড়ীর বহন কালে, ভোজন, সংগ্রাম, স্ত্রী সংসর্গ, এবং মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি সমস্ত ক্রূর কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি হইবে।

এই সকল কার্য্য ব্যতীত দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় পাইখানায় (বাহে) যাইবে এবং জল ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য আহার করিবে। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।

কথনই ভুলিবেন না।

প্রত্যহ দিবা কি রাত্রিকালে যখন যাহা আহার করিবেন, তাহা দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় করিবেন এবং—দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় পাইখানায় (বহির্দ্দেশে বা বাহ্যে) যাইবেন। আর বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে জলপান ও মূত্র ত্যাগ করিবেন, তবে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় বাহ্যে বসিলে যে প্রস্রাব হয়, তাহাতে দোষ নাই। তদ্ব্যতীত যখনই প্রস্রাব করিবেন, তাহা বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় করিবেন। প্রত্যহ এই নিয়ম পালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং কোন রোগ পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় আহার ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে জল পান করিলে সর্ব্বদা কোন না কোন অসুখ ও রোগ পীড়া হইয়া থাকে। স্বরজ্ঞ সন্ন্যাসীদের মধ্যে হিন্দী ভাষায় দোহা প্রচলিত আছে। যথা ;—

"জো দোহিনে পানি পিয়ে
ভোজন বাঁয়ে খায়।
দশ বারহি দিন য়োঁ করে;
রোগ শরীরহি আয়॥"

অর্থ—যে ব্যক্তি দক্ষিণ শ্বাস বহন সময় জল পান করে, এবং বাম শ্বাসে ভোজন করে, এই রূপ দশ বার দিন করিলে তাহার শরীরে রোগ আসে।

আমরা এই সকল নিয়ম না জানিয়া বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় আহার এবং দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় জল পান করি, সেই জন্ম সর্ব্বদা রোগ ভোগ করিয়া থাকি।

অতএব পাঠকগণ প্রত্যহ বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় জল পান করিবেন। দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় অন্ন, জলখাবারাদি খাইবেন।

(২৮) আর বাম শ্বাসে প্রস্রাব করিবেন এবং দক্ষিণ শ্বাসে পাইখানায় যাইবেন। প্রত্যহ এই নিয়ম পালন করিলে শরীর সুস্থ, নিরোগী ও দীর্ঘজীবি হইবে সন্দেহ নাই। পরন্তু রোগ পীড়া হইবার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকে না। যিনি এই সকল নিয়ম পালন না করেন, তিনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবি কখনই হইবেন না।

দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় মলত্যাগ ও বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে মূত্রত্যাগ (প্রস্রাব) করিবেন। কিন্তু আর একটা কথা—

মনে রাখিবেন।

দিবসে সূর্য্যের দিকে সম্মুখ করিয়া ও রাত্রিকালে চন্দ্রের দিকে সম্মুখ করিয়া মল, মূত্র ত্যাগ করিবেন না। এ কথা সর্ব্বদা যেন মনেথাকে। দিবসে সূর্য্য যে দিকে থাকেন, সেই দিকে মুখ করিয়া বসিয়া বাহ্যে (মল ত্যাগ) করিলে কিম্বা প্রস্রাব করিলে শিরঃপীড়া ইত্যাদি মাথার কোন না কোন পীড়া নিশ্চয়ই জন্মিবে। আর রাত্রি কালে চন্দ্র যে দিকে উদিত সেই দিকে মুখ করিয়া মলত্যাগ অথবা প্রস্রাব করিলে মেহাদি ধাতুগত অথবা গ্রহিণী আদি উদরাময় জাত কোন পীড়া হইবেই হইবে। এইরূপে মল মূত্র ত্যাগ করিতে হিন্দু শাস্ত্রেও নিষেধ আছে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে কোন বিষয়ের কারণ উল্লেখ নাই, আমরাও শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম বুঝি না এবং শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিও গৃহস্থের মধ্যে কেহ নাই। এই কারণে হিন্দু শাস্ত্রের বিধি নিষেধ এবং পুরুষ পরম্পরায় যে সকল রীতি নীতি হিন্দু জাতি মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অনেকেই গ্রাহ্য

---

(২৮) দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহনে আহার করিলে দীর্ঘকাল সঞ্জাত অজীর্ণাদি অতি সহজে আরোগ্য হয়। এবং কখন অজীর্ণ হয় না। ইহা বহুলোক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ "অমূল্য ধন" পুস্তকে বলিয়াছি।

করেন না। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ মত আচার ব্যবহার নিয়মাদি সমস্তই আমাদের শরীরের উপকারী। শাস্ত্র লিখিত বিধি নিষেধ মানিয়া আচার ব্যবহার করিলে শরীর সুস্থ নিরোগী ও দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে। লেখক বহুদিন হইতে তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ও অতিবুদ্ধি জোরে হিন্দু জাতি শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ, আচার ব্যবহার অবহেলা করেন বলিয়া আজ কাল্ রোগশূন্য ও দীর্ঘজীবি প্রায় দেখা যায় না।

অতএব পাঠকগণ দিবসে সূর্য্যাভিমুখী হইয়া মল কিম্বা মূত্র ত্যাগ করিবে না। আর রাত্রিকালে চন্দ্রাভিমুখী হইয়া মল কিম্বা মূত্রত্যাগ কখনই করিবেন না।

যে নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় যে কার্য্য করিতে হইবে তাহা ত বলিলাম। কিন্তু যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় বাম নাসিকায় বহনের করণীয় কোন কার্য্য উপস্থিত হয়, কিম্বা বাম নাসিকায় বহন সময় যদি দক্ষিণ নাসিকায় বহন সময়ের কোন কার্য্য উপস্থিত হয়, তবে তাহার উপায় কি?—উপায় আছে। পাঠকগণ ভাবিবেন না। এক নাসিকা হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নাসিকায় শ্বাস লইয়া যাইবার অতি সহজ উপায় আছে, বলিতেছি শুন—

নিশ্বাস পরিবর্ত্তনের উপায়।

যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে সেই দিকের বগলদেশ কোন বস্তুর দ্বারা কিয়ৎকাল চাপিয়া রাখিলে, বিপরীত দিকের নাসিকায় বহন হইবে। ইহা ভিন্ন আর এক প্রকারে শ্বাস পরিবর্ত্তনের সহজ উপায় আছে যথা— বাম পার্শ্বে কিঞ্চিৎ কাল শয়ন করিলে কিম্বা হেলিয়া বসিলে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস আসিবে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে কিম্বা দক্ষিণ পার্শ্বে কিঞ্চিৎ হেলিয়া বসিলে বাম নাসিকায় শ্বাস আসিবে। মনে কর এখন

তোমার দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে কিন্তু কোন লাভজনক কি মঙ্গলকর কার্য্যে যাইতে হইবে তাহাতে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় যাত্রা করা আবশ্যক। এজন্য কিয়ৎকাল দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া বসিবে এবং দেখিবে কিছুক্ষণ পরেই বাম নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে। তখন একখানি পরিষ্কার কাচ বিশিষ্ট আয়নার উপর বাম নাসিকায় নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেখিবে যে যে বাষ্প আয়নার কাচে পড়িয়াছে, তাহা যদি চতুষ্কোণ কিম্বা অর্দ্ধচন্দ্রবৎ আকার হইয়া বিলীন হয়, তবে তাহা পৃথ্বী কি জল-তত্ত্বের উদয় জানিয়া ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া অগ্রে বাম পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিয়া চলিয়া যাও। তোমার অভিলষিত কার্য্য অসম্ভব হইলেও সম্ভব হইয়া সুসিদ্ধি হইবে এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

আর যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন জন্য—ইড়ার দিক্‌শূল হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে যাইতে হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত প্রকারে বাম পার্শ্বে হেলিয়া থাকিলে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বায়ু আসিবে। তখন তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া দক্ষিণ পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিলে হইবে।

স্বরজ্ঞানে জ্ঞানহীন পণ্ডিত আখ্যাধারী মহাত্মাগণের মধ্যে অনেকেই নিজ বিদ্যাবুদ্ধির অতীত কোন বিষয় এবং দুর্লভ গুপ্ত বিদ্যা কাহারো দ্বারা প্রকাশিত হইলে, তাহাতে উৎসাহ না দিয়া তাহার দোষ ও খুঁৎ বাহির করিয়া যাহাতে অপ্রতিষ্ঠিত ও অনাদরণীয় হয়, সে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের এ রোগ আছে। পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু বিপরীত। পাশ্চাত্য দেশে কেহ কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে কিম্বা দুর্লভ গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিলে, ধনী, মধ্যবিত্ত পণ্ডিত, ও অপণ্ডিত—সকলেই তাহাতে উৎসাহ দিয়া বহুল প্রচারের জন্য সহায়তা করেন। আমাদের দেশের ধর্ম্মরক্ষক, শাস্ত্র-প্রকাশক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ধনী সম্প্রদায় তদ্বিপরীত আচরণ করিয়া

থাকেন। এই শ্রেণীর কেহ কেহ নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, কোনরূপ কৌশলে নিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্য করিলে সুফল হইবে কেন? এরূপ অতি বুদ্ধিমান মহাশয়গণের বুদ্ধিকে নমস্কার করি। আর আমি তো বলিয়াছি, অন্যান্য শাস্ত্রে যত ব্যুৎপত্তি থাকুক এবং যত বড় পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান হউক, স্বর ও যোগ শাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্র বিদ্যা বুদ্ধির জোরে কি পাণ্ডিত্য প্রভাবে বুঝিবার যো নাই। আগে আধ্যাত্মিক ভাবের ভাবুক হইয়া স্ব-দেহ মধ্যে প্রবেশ কর এবং দেহতত্ত্ব শিক্ষালোচনা কর, পরে স্বর, যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিবে। নতুবা ঐ সকল শাস্ত্রের ধারেও যাইবার যো নাই। কার্য্যানুরোধে স্বর পরিবর্ত্তনের বিধি স্বরশাস্ত্রে মহেশ্বর বলিয়াছেন। যথা;—

"শুভান্যশুভকার্য্যানি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং যদা।
তদা কার্য্যানুরোধেন কর্ত্তব্যং নাড়ীপ্রচালনম্॥

অর্থাৎ—মানুষ যখন দিবা রাত্রি শুভাশুভ কার্য্যাকার্য্য করিতেছে, তখন কার্য্যানুরোধে স্বর চালনা করিবে।

আসল কথা, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর গুণে ফলাফল হইয়া থাকে। ইহাতে কার্য্যানুরোধে কৌশল দ্বারা শ্বাস পরিবর্ত্তন করিয়া আবশ্যকীয় নাড়ীতে প্রবাহিত করাইলে অবশ্যই ফল হইবে। ইহা বহুদিন হইতে পরীক্ষিত।

রাগ হইলে কর্ত্তব্য।

রাগের মত বালাই আর নাই। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে কত অকার্য্য করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটীর শত্রু ক্রোধ। এ কারণ শত্রুরূপী রাগের উপর রাগ করিবে, যেন রাগ নিকটেও না আসে। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

"অপরাধি চেৎ ক্রোধং ক্রোধে ক্রোধং কথং নহি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনী॥"

বাস্তবিক, ক্রোধোদ্দিপ্ত ব্যক্তি নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ করে। কিন্তু সুষুম্নার বহন সময়েই চতুর্ব্বর্গের শত্রু ক্রোধ উপস্থিত হয়। এ কারণ কোন বিষয়ে বা কোন কারণে রাগ উপস্থিত হইলে দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত করিবে। তাহা হইলে খুন করিবার মত মহাক্রোধ উপস্থিত হইলেও অতি শীঘ্রই নিবৃত্তি হইবে; আর কোন অনর্থ হইবে না।

বদ্‌রাগী লোক এবং যাহাদের খিট খিটে স্বভাব ও রুক্ষ মেজাজ সদাই সপ্তমে চড়িয়া আছেন। এরূপ লোক সমস্ত দিন দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ রাখিলে ক্রমে বদ্‌রাগী স্বভাব দূর হয়। পরন্তু শরীরের আলস্য ও জড়তা দূর হয়, শরীর সুস্থ থাকে এবং কোন রোগ পীড়া হইবার আশঙ্কা খুব কম।

তত্ত্ব নিরূপণ।

"নমঃ শিবায় রুদ্রায় নমো শক্তিধরায় চ।
সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে ভুতানাং পতয়ে নমঃ।
নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে।
যোগৈশ্বর্য্যশরীরায় নমস্তে যোগহেতবে॥"

পূর্ব্বে বলিয়াছি এক এক নাসিকায় এক ঘণ্টা করিয়া নিশ্বাস বহে এবং ঐ এক ঘণ্টার মধ্যে প্রথমে বায়ুতত্ত্ব, পরে অগ্নিতত্ত্ব, পরে পৃথ্বীতত্ত্ব পরে জল ও আকাশ—এই পঞ্চ তত্ত্বের যথাক্রমে উদয় হইয়া থাকে। কোন্ তত্ত্বের পরিমাণ কত, তাহাও বলিয়াছি; কিন্তু লাভ ও মঙ্গলজনক এবং সম্পদ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য পৃথ্বী ও জল তত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিশ্বাসের অনুকূলে পদক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিতে। পৃথ্বী বা জল তত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে এবং পশ্চাদুক্ত তত্ত্বের

দিক্শূল বিচার করিয়া যাত্রা করিলে সকল কার্য্যই শুভ হইবে। (২৯) কিন্তু অগ্নি, বায়ু, আকাশতত্ত্বের সময় ঐ সকল কার্য্য করিলে কখনই সুফল হইবে না।

পৃথিব্যাং স্থিরকর্ম্মাণি চরকর্ম্মাণি বারুণে।
তেজসা সমকার্য্যাণি মারনোচ্চাটনেঽনিলে।
ব্যোম্নি কিঞ্চিন্নকর্ত্তব্যমভ্যসেদ্ যোগ সেবয়া।
শুন্যতা সর্ব্বকার্য্যেষু নাত্র কার্য্যবিচারণা॥

পৃথ্বী তত্ত্বের উদয়ে স্থির কার্য্য সমস্ত করিবে। জল তত্ত্বে চর কার্য্য করিবে। অগ্নিতত্ত্বে ক্রূর কার্য্য করিবে, আকাশ তত্ত্বের সময় যোগ সাধন ব্যতীত কোন কার্য্য করিবে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুষুম্নার বহন সময় যেমন সর্ব্ব কার্য্য নাশ হয়, তেমনি যখন যে নাসিকায় আকাশ তত্ত্বের উদয় হয় তখন যে কোন কার্য্য করিবে তাহা বিফল হইবে। এই তত্ত্ব বুঝিয়া পাঠকগণ অনুকূল তত্ত্বের উদয়ে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই ফল লাভ করিবেন। নতুবা বিপরীত তত্ত্বে কার্য্য অর্থাৎ পৃথ্বী ও জল তত্ত্বের উদয় কালে লাভ ও শুভ জনক কার্য্য বা কার্য্যোদ্দেশে যাত্রা না করিয়া যদি অগ্নি, বায়ু বা আকাশ এই তিনের কোন তত্ত্ব উদয় কালে ঐ সকল কার্য্য করেন তাহা হইলে সম্পূর্ণ ফলের আশা নাই। বরঞ্চ আকাশ তত্ত্বের উদয় কালে কার্য্য করিলে একেবারেই কার্য্য নাশ ও আশা ভঙ্গ হইবে। তখন হয়ত ভঙ্গজনিত মনস্তাপে দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধান্বিত হইয়া এই ক্ষুদ্র লেখকের উদ্দেশ্যে কত গালি বর্ষণ করিবেন এবং ফাঁকি দিয়া পয়সা গুলি (পুস্তকের দাম) অনর্থক লইয়াছি বলিয়া বড়ই বিরক্ত হইবেন ও কত নিন্দা করিবেন

(২৯) তত্ত্বের দিক্শূল পরে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে পাঠকগণ তত্ত্বের অনুকূল দিক ও প্রতিকূল দিক্শূল সহজে বুঝিতে পারিবেন।

ও মন্দ বলিবেন। কিন্তু সহৃদয় মহাত্মাগণ বিবেচনা করিবেন যে জগৎ-হিতাকাঙ্ক্ষী জগৎ-গুরু মহাদেব ব্যবসাদার কি মিথ্যাবাদী নহেন। আমার ন্যায় ছাই ভস্ম লিখিয়া পুস্তক ছাপাইয়া অর্থ উপার্জ্জনের আশা কি চেষ্টা করেন নাই। মহাদেব যাহা বলিয়াছেন তাহা কখনই মিথ্যা নহে। প্রকৃত জ্ঞানী সাধু মহাত্মারা আর্য্য ঋষিগণের যে গুপ্ত বিদ্যা অতি যতনে শিক্ষা করেন ও সতত গোপনে রাখেন, তাহা অসার কি অসত্য কখনই নহে। আমিও শাস্ত্রজ্ঞ ও ক্রিয়ানিষ্ঠ গুরুদেবের অপার কৃপায় যে টুকু শিখিয়া কার্য্যে সুফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই দুর্লভ গুপ্তবিদ্যা প্রত্যক্ষ ফলদায়ক বলিয়া সমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। পাঠকগণ ধীরভাবে তত্ত্ব বুঝিয়া তত্ত্বানুকূলে কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফললাভে বঞ্চিত হইবেন না।

পৃথ্বীজলাভ্যাং সিদ্ধিঃ স্যাৎ মৃত্যুর্ব্বহ্নৌক্ষয়োঽনিলে।
নভসি নিষ্ফলং সর্ব্বং জ্ঞাতব্যং তত্ত্ববেদিভিঃ॥

যখন পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয় হইবে, তখন যে কার্য্য করিবে তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। অগ্নি তত্ত্বের উদয় কালে কার্য্য করিলে মৃত্যু, বায়ু-তত্ত্বে ক্ষয়, আকাশতত্ত্বে সর্ব্ব কার্য্য নিষ্ফল হইবে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন।

এই তত্ত্ব বিচার করিয়া কার্য্য করার গুণেই রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র ও পাণ্ডবকুলধুরন্ধর অর্জ্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং বিপরীত তত্ত্বে যাত্রা করিয়া কৌরবগণ নিহত হইয়াছিলেন। যথা;—

"তত্ত্বে রামো জয়ং প্রাপ্তঃ সুতত্ত্বে চ ধনঞ্জয়ঃ।
কৌরবা নিহতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে তত্ত্ববিপর্য্যয়ে॥

দেখিলেন! স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র মানবদেহে ও বিষ্ণুসখা অর্জ্জুন তত্ত্ব বিচার কার্য্য করিয়াছিলেন। আর কৌরবগণ অমিত তেজা কর্ণের বীরতত্ত্বের উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া মহা অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া তত্ত্ব বিচার

করেন নাই, এজন্য ভীষ্ম প্রমুখ বীর পুঞ্জ সহায়েও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য। আমরা তত্ত্ব বিচার করিয়া স্বরানুকূলে কার্য্য না করিলে হতাশ্বাস হইব অসম্ভব কি?

তত্ত্ব চিনিবার উপায়।

এক নাসিকায় এক ঘণ্টা নিশ্বাস বহন সময় কখন কোন তত্ত্বের উদয় হয়, তাহা জানিতে না পারিলে তত্ত্বানুকূলে কার্য্য করা যায় না। পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ অগ্রে প্রকৃষ্ট রূপে পরিজ্ঞাত না হইলে স্বরশাস্ত্রালোচনা করা বিফল এবং স্বরমতে কার্য্য করাও সুকঠিন। এ কারণ বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক তত্ত্বের আকৃতি ও রূপাদি জানা আবশ্যক। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা বড় সহজ সাধ্য নহে। বহু আয়াসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। মহাদেব বলিয়াছেন,—

"জন্মান্তরসংস্কারাৎ প্রসাদাদথবা গুরোঃ।
ক্বচিৎ তু জ্ঞায়তে তত্ত্বং বাসনা বিমলাত্মনে॥"

পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ অথবা শ্রীশ্রীগুরুর প্রসাদাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

যত্ন ও চেষ্টা করিলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধি না হয়? মানবের সাধ্যাস্বত্ত কায মানুষে করিতে পারে। বিশেষতঃ যাহা সকলের দেহাভ্যন্তরে রহিয়াছে এবং যাহা (পঞ্চতত্ত্ব) হইতে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড ও মনুষ্যের শরীর উদ্ভূত হইয়া নিরন্তর শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বুঝিয়া কার্য্য করা কাহারও পক্ষে অসাধ্য নহে। তবে প্রথমতঃ উপদেশাভাব, দ্বিতীয়তঃ চেষ্টা ও যত্নের শৈথিল্য। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ অতি সহজে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তাহা ক্বচিৎ কাহারও হয়। কিন্তু উপযুক্ত উপদেশ পাইয়া চেষ্টা ও যত্ন করিলেই সকলেই তত্ত্ব চিনিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। পাঠকগণ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক তত্ত্ব চিনিয়া পরে তত্ত্বানুকূল কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইবেন। তত্ত্ব চিনিবার উপায় অনেক প্রকার আছে। সকলের বোধ সৌকর্য্যার্থে এবং যাহাতে সহজে তত্ত্ব চিনিয়া সকল কার্য্য করিতে পারেন তাহার সুবিধার জন্য নিম্নে উপায় বলিতেছি।

তত্ত্ব চিনিবার কয়েক প্রকার উপায় পরে বলিব। তদ্দৃষ্টে সকলে তত্ত্ব চিনিতে চেষ্টা করিবেন নিম্নলিখিত সহজ উপায়ে চেষ্টা করিলে স্বল্পদিনমধ্যে সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন।

সরল ও সোজা হইয়া বসিয়া দুই হস্তে দুই বৃদ্ধ অঙ্গুলের দ্বারা দুই কর্ণছিদ্র চাপিয়া ধরিবে; পরে দুই মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা দুই নাসাপুট ধরিবে, দুই অনামিকা ও দুই কনিষ্ঠা মুখে মিলিত ওষ্ঠদ্বয়ে রাখিবে, এবং দুই চক্ষু বুজিয়া দুই তর্জ্জনী দ্বারা চক্ষু বদ্ধ করিয়া স্থির ভাবে তত্ত্বের বর্ণ পরীক্ষা করিবে। অর্থাৎ ঐরূপ করিলে যদি পীতবর্ণ দেখা যায়, তাহা হইলে পৃথ্বী-তত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে। যদি শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে জলতত্ত্ব বুঝিতে হইবে যদি রক্ত বর্ণ দৃষ্ট হয় তবে অগ্নিতত্ত্ব, আর শ্যাম বর্ণ কি নীল মেঘ বর্ণবৎ দৃষ্ট হইলে বায়ুতত্ত্ব ও বিন্দু বিন্দু নানাবিধ বর্ণ দৃষ্ট হইলে আকাশ-তত্ত্বের উদয় জানিবে।

উপরোক্ত প্রকারে বর্ণ দেখিয়া যদি কেহ তত্ত্ব চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে যে নাসিকায় নিশ্বাস বহিবে সেই নিশ্বাস একখানি স্বচ্ছ দর্পণের উপরিভাগে পরিত্যাগ করিলে তাহাতে যে বাষ্প পতিত হয় সেই বাষ্প দেখিলে তত্ত্ব চিনিবার সুবিধা হইবে। যথা;—

"দর্পণেন সমালোক্য শ্বাসং তত্র বিনিক্ষিপেৎ।
চতুরস্রং চার্দ্ধচন্দ্রং ত্রিকোণং বর্ত্তুলং স্মৃতং।
বিন্দুভিস্তু নভোজ্ঞেয়মাকারৈস্তত্ত্বলক্ষণং॥"

দর্পণের উপরিভাগে নিশ্বাস ত্যাগ করিলে বাষ্প পতিত হয়, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সেই বাষ্প ক্রমে বিলীন হইবার সময় যদি চতুষ্কোণ

হইয়া বিলীন হয়, তাহা হইলে তখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে। ঐ বাষ্প যদি অর্দ্ধচন্দ্রবৎ আকারে বিলীন হয়, তাহা হইলে জলতত্ত্ব বুঝিবে। যদি ত্রিকোণাকৃতি হইয়া বাষ্প মিলিয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নিতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। আর যদি ঐ বাষ্প গোল হইয়া মিলিয়া যায়, তবে বায়ুতত্ত্ব ও বিন্দু বিন্দু হইয়া বিলীন হইলে আকাশতত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে।

পাঠকগণ ঐরূপ পরীক্ষার সময় দর্পণখানি নাসিকার চারি অঙ্গুল নিম্নে রাখিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবেন। পরিত্যক্ত বাষ্প বিলীন হইবার সময় কি আকারে বিলীন হয়, তাহা দেখিয়া তত্ত্বের আকার এবং আকারানুরূপ তত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রকারেও যদি কেহ হঠাৎ তত্ত্ব চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রকার আর এক উপায়ে তত্ত্ব চিনিতে চেষ্টা করিবেন। যথা ;—

ফুৎকারকৃত প্রস্ফুটিতা বিদীর্ণা পতিতা ধরা।
দদাতি সর্ব্বকার্য্যেষু অবস্থাসদৃশং ফলং ॥

অর্থ—মুখ মধ্যে এক গণ্ডুষ জল লইয়া ফুৎকারের সহিত উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবে। ঐ জল মাটিতে পড়িবার সময় সূর্য্যের কিরণ আভায় রামধনু আকারে নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়, তখন শরীরের মধ্যে যে তত্ত্বের উদয় থাকে সেই তত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট বর্ণ তাহাতে অধিক পরিমাণ দৃষ্টি হইবে।

তত্ত্ব চিনিবার সময়।

প্রথমে তত্ত্ব চিনিবার জন্য প্রত্যূষ কালে চেষ্টা করিতে হইবে। তত্ত্ব চিনিবার মুখ্য সময় প্রত্যূষ কাল।

"নিরীক্ষিতব্যং যত্নেন যদা প্রত্যূষকালতঃ।"

তত্ত্ব চিনিবার সহজ উপায় এই যে, রাত্রি শেষে মাটিতে বসিয়া দুই পা পশ্চাৎ দিকে মুড়িয়া বীরাসনের মত পায়ের উপর চাপিয়া বসিবে।

পরে দুই হাত উল্টাইয়া দুই উরুতে স্থাপন করিবে। উরুতের উপর হাত দুখানি চিৎ করিয়া এরূপ ভাবে রাখিবে যে, অঙ্গুলাগ্র পেটের দিকে থাকিবে। এই ভাবে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি ও শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তত্ত্বের বর্ণ ধ্যান করিবে। প্রত্যহ এক প্রহর রাত্রি শেষ থাকিতে উঠিয়া মাটিতে বসিয়া তত্ত্ব ধ্যান করিবে। পরে প্রত্যূষ কালে নিশ্বাসের উপর তত্ত্বের বর্ণ লক্ষ্য করিবে। এরূপ নিত্য করিলে ছয় মাসে তত্ত্ব সিদ্ধি হইবে ইহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

প্রত্যহ উপরোক্ত নিয়মে সাধন করিলে ছয় মাসে তত্ত্ব সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে। তখন দিবা রাত্রের মধ্যে নিজের শরীরে কখন কোন তত্ত্বের উদয় হয়, তাহা যখন তখন অতি সহজে বুঝা যায়। ফল কথা, যখন মনস্থির থাকে, তখন তত্ত্ব চিনিবার জন্য চেষ্টা করিবে। অস্থির চিত্তে চেষ্টা করিলে ফল হয় না। যথা,—

ধ্যায়েত্তত্ত্বং স্থিরেজীবে অস্থিরেণ কদাচন।
ইষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহালাভো জয়স্তথা॥

অর্থাৎ—স্থিরচিত্ত সময়ে তত্ত্ব ধ্যান করিবে। অস্থির চঞ্চল চিত্ত থাকিলে কখনই তত্ত্ব ধ্যান করিবে না। তাহা হইলে ইষ্ট সিদ্ধি, মহান্ লাভ ও জয় হইবে।

শেষ রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতি সতী যেমন স্নিগ্ধ থাকেন, মানবের চিত্তও তেমনি স্থির, অচঞ্চল থাকে। এই জন্য ঐ সময় তত্ত্ব ধ্যান ও তত্ত্ব শিক্ষা করিলে সহজে তত্ত্ব সিদ্ধি হইবে সন্দেহ মাত্র নাই। যদিও নির্দ্দিষ্ট সময় ধ্যান করিবার জন্য বলিলাম, তাহা ব্যতীত দিবা রাত্রি মধ্যে বসিতে, শুইতে, চলিতে,বলিতে সদা সর্ব্বদা তত্ত্বের রং, স্বাদ, চলনাদি লক্ষ্য করিবে। তাহা হইলে শীঘ্র তত্ত্বজ্ঞান হইবে।

এইরূপ অভ্যাস দ্বারা ও ধ্যানাদি করিয়া তত্ত্ব সকলের রূপ, গতি, স্বাদ লক্ষ্যাদি যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনি শূদ্র হইলেও যোগী যথা ;—

"তত্ত্বরূপং গতিঃ স্বাদো মণ্ডলং লক্ষণন্ত্বিদম্।
যোবেত্তি বৈ নরো লোকে স তু শূদ্রোঽপি যোগবিৎ॥"

অর্থ—যিনি তত্ত্ব সকলের রূপ, গতি, স্বাদ, মণ্ডল লক্ষণাদি জ্ঞাত আছেন, তিনি শূদ্র হইলেও যোগী বলিয়া নরলোকে পূজিত ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। (৩০)

এক্ষণে তত্ত্বের বর্ণ, আকৃতি এবং গ্রহাদির বিবরণ পৃথক রূপে বলিতেছি।

তত্ত্বের বর্ণ।

আপঃ শ্বেতাঃ ক্ষিতিঃ পীতা রক্তবর্ণো হুতাশনঃ।
মারুতো নীল জীমূত আকাশং ভূরি বর্ণকং॥

---

(৩০) যোগ ব্যতীত যেমন মুক্তি নাই, তেমনি যোগীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। পূজক, জাপক ও বৈদান্তিক, তান্ত্রিক এবং পণ্ডিত, বিদ্বান ও সর্ব্ব প্রকার সাধকাপেক্ষা যে ব্যক্তি যোগী তিনিই মনুষ্য লোকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পূজ্য ও গণ্যমান্যবরেণ্য। যে মহত্মা যোগী তিনি মূর্খ কিম্বা শূদ্র এবং নীচ জাতি হইলেও ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতি ও পণ্ডিতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। এই জন্য জগদ্গুরু মহেশ্বর উপরোক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন যে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি শূদ্র হইলেও যোগী। কারণ যোগী ব্যতীত প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান অন্য কাহারো হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও তপস্বী, জ্ঞানী, কর্ম্মি ইত্যাদি ও অন্যান্য সকল সাধক অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। একথা গীতায় ভগবানও বলিয়াছেন। যথা;—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী
তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥" (গীতা)

জলতত্ত্বের বর্ণ শ্বেত, পৃথ্বীতত্ত্বের বর্ণ পীত, অগ্নি তত্ত্বের বর্ণ রক্ত, বায়ু-তত্ত্বের বর্ণ নীল মেঘ সদৃশ, আকাশতত্ত্বের বিবিধ বর্ণ হয়। এই বর্ণানুসারে তত্ত্ব চিনিয়া সকল কার্য্য করিবে।

তত্ত্বের আকৃতি।

চতুরশ্রয়র্দ্ধচন্দ্রং কৌণ্যং বর্ত্তুলসম্মিতং।
বিন্দুভিস্তু স বিজ্ঞেয়ং সাকারৈস্তত্ত্বলক্ষণং॥

পৃথ্বীতত্ত্ব—চতুষ্কোণ; জলতত্ত্ব—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি; অগ্নিতত্ত্ব—ত্রিকোণাকৃতি; বায়ুতত্ত্ব—গোলাকার; আকাশতত্ত্ব—বিন্দু বিন্দু। এই আকৃতি পরিষ্কার দর্পণে নিশ্বাস ফেলিয়া তত্ত্ব চিনিতে হইবে।

পাঠকগণের যেন স্মরণ থাকে যে, পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয় সময় শুভ কার্য্য করিলে তাহা নিঃসন্দেহ সিদ্ধি হইবে। অতএব উপরোক্ত প্রকারে তত্ত্ব চিনিয়া কেবল পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয় কালে যাত্রাদি সমস্ত শুভ কার্য্য করিলে সুফল পাইবেন। এক্ষণ তত্ত্বের দিক্ আদি পৃথক রূপে বলিতেছি।

তত্ত্বের দিক্-নির্ণয়।

"অপূর্ব্বং পশ্চিমে পৃথ্বী তেজশ্চ দক্ষিণে তথা।

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। কর্ম্মিগণ হইতে ও জ্ঞানীগণ হইতে এবং তপস্বীগণ হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ।

বাস্তবিক, যোগসাধনের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও ঐহিক পরমার্থিক সুখকর শ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছু নাই এবং যোগীর ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জগতে দ্বিতীয় আর কেহ নাই তত্ত্ব জ্ঞানী ব্যক্তি নীচ জাতি হইলেও মনুষ্য মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু স্বর ও যোগশাস্ত্র এখন যেমন দুর্লভ, তেমনি স্বরজ্ঞানী যোগী গুরুও অতি দুর্লভ।

"বায়ুশ্চ উত্তরে জ্ঞেয়ো মধ্যকোণে গতং নভঃ ॥"

পৃথ্বীতত্ত্ব	...	...	পশ্চিমদিকে।
জলতত্ত্ব	...	...	পূর্ব্বদিকে।
অগ্নিতত্ত্ব	...	...	দক্ষিণদিকে।
বায়ুতত্ত্ব	...	...	উত্তরদিকে।
আকাশতত্ত্ব	...	...	অগ্নি, বায়ু, ঈশান, নৈঋত কোণ।

যে তত্ত্বের যে দিক বলা হইল, সেই দিকের অধিপতি সেই তত্ত্ব হয়। অর্থাৎ পশ্চিমদিকের অধিপতি পৃথ্বীতত্ত্ব। এই হেতু পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় কালে পশ্চিম দিকে গমন করিলে শুভ হয়। পূর্ব্ব দিকের অধিপতি জলতত্ত্ব। এই জন্য পূর্ব্বদিকে গমন করিবার সময় জলতত্ত্বের উদয় কালে যাত্রা করিবে।

তত্ত্বের দিক্‌শূল।

যে তত্ত্বের যে দিক বলা হইল, তাহার বিপরীত দিক সেই তত্ত্বের দিক্‌শূল হয়। যথা—পৃথ্বীতত্ত্বের দিক্‌শূল পূর্ব্বদিকে। পশ্চিমদিক জলতত্ত্বের দিক্‌শূল। এ কারণ পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় কালে পূর্ব্বদিকে কখনই যাইবে না। তদ্ভিন্ন পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকে যাইতে পারিবে। জলতত্ত্বের উদয় কালে পশ্চিম দিকে যাইতে পারিবে না। তদ্ব্যতীত পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যাইতে পারিবে। আর লাভ ও শুভজনক সমস্ত কার্য্যে পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয় কালে যাত্রা করিতে হইবে, তাহা তো পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং ঐ দুই তত্ত্বের দিক্‌শূল ও পূর্ব্বকথিত ইড়া পিঙ্গলার দিক্‌শূল বিচার করিয়া পাঠকগণ যাত্রা করিবেন।

তত্ত্বের জাতি।

পৃথ্বীতত্ত্ব	...	...	...	শূদ্রজাতি।
জলতত্ত্ব	...	...	...	বৈশ্যজাতি।

অগ্নিতত্ত্ব	ক্ষত্রিয়জাতি।
বায়ুতত্ত্ব	সঙ্করজাতি।
আকাশতত্ত্ব	ব্রাহ্মণজাতি।

তত্ত্বের স্বাদ বা ভূত রস।

পৃথ্বীতত্ত্ব	মধুর।
জলতত্ত্ব	মিষ্ট, কষায়।
অগ্নিতত্ত্ব	তিক্ত।
বায়ুতত্ত্ব	অম্ল।
আকাশতত্ত্ব	কটু। কখন বা কোন স্বাদ

অনুভূত হয় না।

তত্ত্ব চিনিবার পক্ষে এই একটী সহজ উপায়। দিবা রাত্রের মধ্যে যখন তখন স্থির চিত্তে মুখের মধ্যে পরীক্ষা করিলে কোন সময় মিষ্ট, কোন সময় কষায়, কোন সময় তিক্ত প্রভৃতি উপরোক্ত পাঁচ প্রকার স্বাদ অনুভূত হয়। যখন যে রূপ স্বাদ অনুভূত হইবে তখন তদ্গুণ বিশিষ্ট তত্ত্বের উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অতএব পাঠকগণ আহার ও তাম্বুল ভক্ষণ সময় ভিন্ন সর্ব্বক্ষণ মুখের মধ্যে শ্বাস অনুভব করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে অতি সহজে তত্ত্বের উদয় বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।

তত্ত্বের অধিপতি
গ্রহ নির্ণয়।

বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়।

পৃথ্বীতত্ত্বের অধিপতি	বুধগ্রহ হয়।
জলতত্ত্বের " "	চন্দ্রগ্রহ হয়।
অগ্নিতত্ত্বের "	শুক্রগ্রহ হয়।

বায়ুতত্ত্বের অধিপতি	বৃহস্পতি গ্রহ হয়।
আকাশতত্ত্বের ”	কেতুগ্রহ হয়।

অর্থাৎ—বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় এক এক তত্ত্বের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত উপরোক্ত গ্রহের দৃষ্টি থাকে।

দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময়।

পৃথ্বীতত্ত্বের অধিপতি	রবিগ্রহ।
জলতত্ত্বের ” ”	শনিগ্রহ।
অগ্নিতত্ত্বের ” ”	মঙ্গলগ্রহ।
বায়ুতত্ত্বের ” ”	রাহুগ্রহ।
আকাশতত্ত্বের ” ”	কেতুগ্রহ।

তত্ত্বের আকৃতি, জাতি, বর্ণ, রুচি ও দিক উভয় নাসিকায় বহন সময়ে একরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু দুই নাসিকায় বহন সময় তত্ত্বের গ্রহ দুই প্রকার হয়। তাহা উপরের লিখিত গ্রহ নির্ণয় দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কেবল আকাশ তত্ত্বের অধিপতি দুই নাসিকায় বহন সময় এক—কেতুগ্রহ হয়।

বলা বাহুল্য পূর্ব্বের লিখিত এক এক তত্ত্বের স্থিতি পরিমিত কাল গ্রহগণেরও স্থিতি কাল।

সুখ, দুঃখ, লাভ, লোকশান ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যের ফলদাতা গ্রহ-দেবতা। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে ;—

“গ্রহা পাপ গ্রহা পুণ্যং গ্রহা মৃত্যু জয়াজয়ৌ।
সুখদুঃখহানিলভ্যে গ্রহাঃ সর্ব্বত্র কারণং॥”

অর্থাৎ—সুখ দুঃখ,লাভ লোকশান, পাপ পুণ্য, জয় পরাজয় ও মৃত্যু প্রভৃতির কারণ গ্রহদেবতা।

শুভগ্রহ শুভফল দান করে, মন্দগ্রহ মন্দফল প্রদান করিয়া থাকে।

বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় পৃথ্বীও জলতত্ত্বের অধিপতি বুধ ও চন্দ্র-গ্রহ হয়েন। ইহারা শুভ গ্রহ। এই জন্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় পৃথ্বী বা জলতত্ত্বের উদয় কালে সকল প্রকার শুভকার্য্য করিবার জন্য স্বরশাস্ত্রের উপদেশ।

তত্ত্বের নক্ষত্র।

পৃথ্বীতত্ত্বের নক্ষত্র—ধনিষ্ঠা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, শ্রবণা, উত্তরাষাঢ়া এই কয়েকটী নক্ষত্র পৃথ্বীতত্ত্বের অধিপতি।

জলতত্ত্বের নক্ষত্র—পূর্ব্বাষাঢ়া, অশ্লেষা, মূলা, আদ্রা, রোহিণী, উত্তর-ভাদ্রপদ ও শতভিষা এই কয়েকটী নক্ষত্র জলতত্ত্বের অধিপতি।

অগ্নিতত্ত্বের—ভরণী, কৃত্তিকা, পুষ্যা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, স্বাতী এই কতিপয় নক্ষত্র অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি।

বায়ুতত্ত্বের—বিশাখা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, পুনর্ব্বসু, অশ্বিনী, মৃগশিরা নক্ষত্র বায়ুতত্ত্বের অধীশ্বর।

আকাশ তত্ত্বের কোন নক্ষত্র নাই।

এখন একবার বুঝুন।

তত্ত্বের নক্ষত্র ও গ্রহাদি লইয়া কি করিতে হইবে তাহা বলিতেছি।

মনে করুন, বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে কোথাও যাত্রা করিতে হইবে, কিম্বা কোন শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা হইলে পৃথ্বীতত্ত্বের অধিপতি বুধবারে পৃথ্বীতত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট উপরোক্ত কোন নক্ষত্রের এক নক্ষত্রে যাত্রা বা কার্য্যারম্ভ করিলে নির্ব্বিঘ্নে নিঃসন্দেহ সিদ্ধি হইবে। এইরূপ জলতত্ত্বের উদয়ে কার্য্য করিলে জলতত্ত্বের সোমবারে জলতত্ত্বের কোন নক্ষত্রে করিতে হইবে।

আর ঐরূপে যে তত্ত্বে কার্য্য করিবে, সেই তত্ত্বের পশ্চাল্লিখিত রুদ্রাক্ষন-স্মরণ করিয়া যাত্রা বা কার্য্যারম্ভ করিবে।

এই নিয়মে কার্য্য করিলে কোন কার্য্যই বিফল হয় না এবং পৃথিবীতে এমত কেহ নাই যে, কোন রূপ বাধা দিতে কি বিঘ্ন করিতে পারে। আমরা এই সকল না জানিয়া অনেক কার্য্য বিফল নিবন্ধন হতাশ হইয়া অদৃষ্ট কিম্বা ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাপাই। কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের ভাল মন্দ করিতে ও মারিতে তারিতে আমরাই কর্ত্তা। যম কি ভগবানের কিম্বা অদৃষ্টের দোস বৃথা দেই। স্বরমতে কার্য্য করিলে, কোন কার্য্যে বিঘ্ন-বিহিত ও বিফল হইয়া আশাচূর্ণ, মনঃক্ষুন্ন, উৎসাহশূন্য, উদ্বেগপূর্ণ, করিবে না। এবং কাপুরুষের ন্যায় দগ্ধ-অদৃষ্টের দোষ দিতে হইবে না।

তত্ত্বের রুদ্রাসন।

পৃথীতত্ত্বের	সদ্যোজাত।
জলতত্ত্বের	বামদেব।
অগ্নিতত্ত্বের	অঘোর।
বায়ুতত্ত্বের	তৎপুরুষ।
আকাশতত্ত্বের	ঈশান।

সকলেই জানেন যে, মহাদেবের পঞ্চমুখ। সেই জন্য তাঁহার এক নাম পঞ্চানন। পঞ্চাননের পঞ্চমুখ পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপ, এবং পঞ্চমুখ হইতে পঞ্চাম্নায় সমুদ্গত হইয়াছে। যথা কুলার্ণব তন্ত্রে,—

"মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়াঃ সমুদ্গতাঃ।"

ইত্যাদি।

ঐ পঞ্চমুখের নাম এই—

"সদ্যোজাতং বামদেবমঘোরঞ্চ ততঃপরম্।
তৎপুরুষং তথেশানং পঞ্চবক্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

(নির্ব্বাণ তন্ত্র ৬ষ্ঠ পটল।)

অর্থ। সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান এই পঞ্চমুখ বলিয়া কথিত হয়।

পঞ্চতত্ত্বের ন্যায় পঞ্চমুখের শুক্ল; পীত প্রভৃতি বর্ণ ও দিক্ নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্বিস্তারিত ও পঞ্চাম্নায়ের প্রকৃত তত্ত্ব সাধকের আত্মগুপ্তকীয় বলিয়া এখানে আর কিছু প্রকাশ করিলাম না। আবশ্যক হইলে পাঠকগণ সমাম্নাচার তন্ত্র ও ভৈরব তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ও গুরুমুখে জ্ঞাত হইবেন।

পঞ্চাম্নায় বা পঞ্চমুখের যে নাম পঞ্চতত্ত্বের রুদ্রাসনের সেই নাম। মহাদেবের চারি মুখ উত্তরাদি চারিমুখ, আর ঊর্দ্ধ যে মুখ তাহার নাম ঈশান। ইহা আকাশতত্ত্ব। যথা;—

"ঈশানং মধ্যতো জ্ঞেয়ং চিন্তয়েৎ ভক্তিতৎপরঃ।"

অপিচ—"ঊর্দ্ধাম্নায়শ্চ কথিতো দেবানামপি দুর্লভং।"

শ্যামলঞ্চ তথেশানং সর্ব্বদেব শিবাত্মকং॥"

আকাশতত্ত্বের পরিচয়ে বলিয়াছি যে, আকাশ ঈশ্বর স্বরূপ এবং আকাশ তত্ত্বে যোগসিদ্ধি হয়। আকাশ তত্ত্ব স্বরূপ ঈশান নামক ঊর্দ্ধাম্নায় যোগীগণের বোধগম্য।

আকাশ তত্ত্বে যেমন সাধন সিদ্ধি হয়, তেমনি উত্তর কি পূর্ব্ব মুখ অপেক্ষা ঈশান কোণে মুখ করিয়া বসিয়া জপ পূজাদি করিলে কোটি গুণ ফল হয়।

তত্ত্বের গুণ।

পৃথ্বীতত্ত্বে	ভয়।
জলতত্ত্বে	লোভ।
অগ্নিতত্ত্বে	লজ্জা।
বায়ুতত্ত্বে	সন্তোষ।
আকাশ তত্ত্বে	দুঃখবোধ হয়।

তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে ইহাও একটি বিশেষ সুবিধা। অর্থাৎ যখন মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, তখন পৃথ্বী তত্ত্বের উদয় হইয়াছে। আর যখন লজ্জা—

বোধ হইবে, তখন অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই নিয়মে উপরোক্ত ভয়, লজ্জাদির মধ্যে যখন যে ভাব প্রথমে মনে উদিত হইবে, তন্নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বের উদয় তখন হইয়াছে বুঝিবে।

তত্ত্ব বিশেষে শ্বাসের পরিমাণ।

"অষ্টাঙ্গুলং বহেদ্বায়ুরনলশ্চতুরঙ্গুলং।
দ্বাদশাঙ্গুলং মাহেয়ং ষোড়শাঙ্গুলং বারিণঃ॥"

যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে, তখন নাসিকা হইতে ১২ অঙ্গুল পরিমাণে শ্বাস বাহিরে নির্গত হইতে থাকে। জলতত্ত্বের উদয় কালে ১৬ অঙ্গুল, অগ্নিতত্ত্বের উদয় কালে ৪ অঙ্গুল, বায়ু তত্ত্বের উদয় কালে ৮ অঙ্গুল পরিমিত শ্বাস বাহিরে নির্গত হয়।

পায়রার পালক কিম্বা পেঁজা কার্পাস তুলা, অথবা এখনকার প্রচলিত বার্ডসাই খাইবার মত খুঁব পাতলা কাগজ এই তিনের মধ্যে কোন দ্রব্য লইয়া সরল ও সোজা ভাবে বসিয়া নাসিকার নিম্নে রাখিয়া সহজ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। নিশ্বাসের শেষ গতি যে পর্য্যন্ত হইবে, সেখানে শ্বাস বায়ুতে ঐ পাতলা বস্তু নড়িবে। তখন অঙ্গুলি" দ্বারায় নাসিকাগ্র হইতে মাপিলে নিশ্বাসের পরিমাণ বুঝা যায়। তাহাতে তত্ত্ব নিরূপণ করা সহজ হয়।

তত্ত্ব বিশেষে শ্বাসের গতি।

যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয়, তখন শ্বাস বায়ু নাসা ছিদ্রের মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়। জলতত্ত্বের উদয় কালে নাসারন্ধ্রের নিম্নদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়। অগ্নিতত্ত্বের উদয় কালে নাসারন্ধ্রের উর্দ্ধদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়। বায়ুতত্ত্বের উদয় কালে শ্বাসবায়ু বক্রগামী হইয়া নাসা-পুটের পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়। আকাশতত্ত্বের উদয় কালে নাসা-

পুটের চারিদিক দিয়া ঘুরিয়া প্রবাহিত হয়। এবং আকাশতত্ত্বের উদয় কালে সংক্রম হয়। (৩১)

তদ্‌যথা—জামলে ও প্রপঞ্চসারে।

"মধ্যে পৃথ্বী ত্বধশ্চাপঃ উর্দ্ধে বহতি চানলঃ।
তির্য্যগ্বায়ু প্রবাহশ্চ নভো বহতি সংক্রমে॥"

কখন কোন তত্ত্বের উদয় হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য ইহা একটী বিশেষ সুবিধা। পাঠকগণ স্থির চিত্তে ধীর ভাবে লক্ষ্য করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, শ্বাসবায়ু নাসপুটের মধ্যদেশ, কি উর্দ্ধ, পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা বুঝিয়া উপরের লিখিত মত তত্ত্বের উদয় অনুভব করিবেন।

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয়, তখন শ্বাস বায়ু নাসাপুটের মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হয় এবং পূর্ব্ব কথিত পৃথ্বীতত্ত্বের স্থিতি ২০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত ঐ রূপ প্রবাহিত হয়। জলতত্ত্বের উদয়ে নাসাপুটের অধোদেশ দিয়া প্রবাহিত হয় এবং জলতত্ত্বের স্থিতি ইংরাজী ১৬ মিনিট কাল পর্য্যন্ত ঐ রূপ প্রবাহিত হয়। এই রূপে এক এক তত্ত্বের উদয়ে উপরের লিখিত নিয়মে নাসাপুটের এক এক দেশ দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হয়।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমাদের শ্বাসবায়ু দিবারাত্র একই নিয়মে একভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তত্ত্ব বিশেষে উপরের লিখিত নিয়মে কখন নাসারন্ধ্রের মধ্যদেশ দিয়া, কখন অধোদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহা ব্যতীত স্বরের বাল্য, যুবা, রাজ, বৃদ্ধ ভাব ও ফলিত, স্খলিত, ফুটিত, বক্র প্রভৃতি ভাব অনেক রকম আছে তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করিব।

---

(৩১) সংক্রমের সময় কোন কার্য্য করিতে নাই। সংক্রমের বিবরণ পরে বলা যাইবে।

তত্ত্ব বুঝিয়া কার্য্য করিলে সংসারে কোন কার্য্যই বিফল হয় না। এই কারণে তত্ত্ব বুঝিবার জন্য তত্ত্বের বর্ণ, গতি, গুণ ইত্যাদি বিস্তারিত রূপে বলিলাম। ইহাতেও যদি কেহ তত্ত্ব চিনিতে না পারেন, তবে নাচার। তাহা হইলে লেখকের নিকটে আসিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া তত্ত্ব চিনিতে হয়। তদ্ভিন্ন আর উপায় কি?

তত্ত্ব বিশেষে শ্বাসবায়ু নাসাপুটের যে স্থান দিয়া বহির্গত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহা বুঝিবার জন্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি।

পৃথ্বীতত্ত্ব—এই তত্ত্বের উদয়ে শ্বাসবায়ু নাসার মধ্যদেশ দিয়া দণ্ডবৎ বাহির হয়। এবং নিশ্বাস ঈষৎ উষ্ণ বোধ হয়। পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় কালে নিশ্বাস গম্ভীর শব্দ যুক্ত হয়। যদি উষ্ণ স্পর্শ যুক্ত শ্বাস ১২ অঙ্গুল পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত প্রসারণ করে, তবে পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে। এই তত্ত্ব সত্ত্ব সৌভাগ্য প্রদায়ক। এই জন্য পৃথ্বী তত্ত্বের উদয় কালে স্থির কার্য্য সম্পন্ন হয়।

জলতত্ত্ব——এই তত্ত্বের উদয় কালে নিশ্বাস নাসাপুটের অধোভাগ দিয়া প্রবাহিত হয় ও গম্ভির ধ্বনি যুক্ত এবং শীঘ্রগামী। নিশ্বাস অত্যন্ত শীতল বোধ হয় এবং নীচের অঙ্গুলের মাপে ১৬ অঙ্গুল শ্বাস প্রসারিত হয়। এই তত্ত্ব লাভ প্রদায়ক। এই জন্য জলতত্ত্বের উদয় কালে সকল প্রকার শুভ কর্ম্ম করিবে।

অগ্নিতত্ত্ব——এই তত্ত্বের উদয় কালে নিশ্বাস নাসাপুটের উৰ্দ্ধদেশ দিয়া ঘুরিয়া প্রবাহিত হয়। অগ্নিতত্ত্বের সময়ে নিশ্বাস অত্যুষ্ণ বোধ হয় এবং চারি অঙ্গুল পরিমাণে বহন হয়।

বায়ুতত্ত্ব——এই তত্ত্বের উদয় কালে নিশ্বাস বক্রগামী হইয়া নাসাপুটের পার্শ্ব দিক্ দিয়া বহিতে থাকে এবং স্বল্প শীতল ও ৮ অঙ্গুল পরিমাণে প্রবাহিত হয়।

আকাশতত্ত্ব—নাসারন্ধ্রের সকল দিক্ দিয়া প্রবাহিত হয়। এই তত্ত্বে অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথ্বী—এই কয় তত্ত্বের গুণ বিদ্যমান আছে। ইহাতে জপ, ধ্যান ও যোগাদি সিদ্ধি হইয়া থাকে।

আবার বলি, পৃথ্বী ও জলতত্ত্ব শুভ-ফল-দায়ক। ইহা যেন স্মরণ থাকে। উপরোক্ত যে কোন প্রকারে তত্ত্ব চিনিয়া পৃথ্বী বা জলতত্ত্বের উদয় কালে কার্য্য করিলে শুভ হইবে।

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্থির, লাভ ও সুখজনক কার্য্যাদি কোন্ কোন্ তত্ত্বে করা কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি।

পঞ্চতত্ত্বে বিহিত কার্য্য।

পৃথ্বীতত্ত্বে কর্ত্তব্য।—গৃহনির্ম্মাণ, দুর্গ, প্রাসাদ ও উদ্যান নির্ম্মাণ, জয়, লাভ, ধনাগম, ইষ্টমন্ত্র সাধন প্রভৃতি স্থির কার্য্য ও শত্রুকে নষ্ট ও জব্দ করিবার উদ্দেশে কোন কার্য্য এবং পশ্চিম দিকে গমন ইত্যাদি করিলে সিদ্ধি হয়। কাহারো সহিত বিবাদ বিসম্বাদ এবং মোকদ্দমার জন্য ও মোকদ্দমা বিচারের দিন পৃথ্বীতত্ত্বে যাত্রা করিলে জয় লাভ হয়।

জলতত্ত্বে কর্ত্তব্য।—শস্যক্ষেত্রে বীজ বপন ও বৃক্ষের বীজ বপন বা চারা রোপণ, কূপ ও পুষ্করিণী খনন, জল পথে—নৌকা, ষ্টীমার প্রভৃতি নৌ যাত্রা; বিবাহ, দেব প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, শান্তি, পুষ্টিকর্ম্ম, এবং পূর্ব্ব দিকে গমন ইত্যাদি জলতত্ত্বে করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অগ্নি তত্ত্বে।—ইহাতে সাংসারিক, বৈষয়িক যে কোন মঙ্গলজনক ও লাভদায়ক কার্য্য করিলে নষ্ট হইয়া যায়। ইহা অশুভ তত্ত্ব। অগ্নিতত্ত্বে গৃহনির্ম্মাণ করিলে ভাঙ্গিয়া যায়; কূপ বা পুষ্করিণী খনন করিলে জল ভাল হয় না, অথবা কূপে জল না হইবার সম্ভাবনা। এই তত্ত্বে বিবাহ করিলে এবং অলঙ্কার ধারণ করিলে সুখ ও ভোগ হয় না।

আমরা এই তত্ত্ব বুঝিয়া কার্য্য করি না বলিয়া আমাদের অনেক সময়

কার্য্য নষ্ট ও ক্ষতি হয় এবং আশা নিরাশা নীরে নিমজ্জিত হইয়া দগ্ধ অদৃষ্টের দোষ কীর্ত্তন করি।

বায়ুতত্ত্ব।—এই তত্ত্ব গতিশীল। ইহাতে অশ্বারোহণ, গজারোহণ ও পাঁল্কী, তাঞ্জাম প্রভৃতি বাহনারোহণ করিলে নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধি হইয়া থাকে।

ইহা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, হাতী, ঘোড়ার উপর এবং পাল্কী প্রভৃতি বাহক বাহিত যানের উপর চড়িবার অভ্যাস বায়ু তত্ত্বে করিলে বিনা বিঘ্নে সিদ্ধি হয়। তদ্ভিন্ন কোন কার্য্যোদ্দেশে ঘোড়ায় চড়িয়া গমন করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, এরূপ কেহ বুঝিবেন না।

আকাশতত্ত্ব।—ইহাতে সকল প্রকার কার্য্যই নষ্ট হইয়া থাকে। যথা ;—

"নভস্য নিস্ফলং সর্ব্বং জ্ঞাতব্য তত্ত্ববেদিভিঃ"।

শাস্ত্রে বারম্বার উক্ত হইয়াছে যে, আকাশতত্ত্বে সকল কার্য্য নষ্ট হয়। অতএব পূর্ব্বের লিখিত সুষুম্নার বহনের ন্যায় আকাশতত্ত্বে কোন কার্য্য করিবে না। আকাশ তত্ত্ব ঈশ্বর স্বরূপ, ইহাতে জপ, ধ্যান, সাধন, ভজন ও যোগ এবং তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধি হয়। তদ্ব্যতীত আর কোন কার্য্য ইহাতে করিতে নাই।

আকাশ ঈশ্বর স্বরূপ, এই জন্য এই তত্ত্বে যোগ সিদ্ধ হয়। কিন্তু আকাশের স্বরূপ পরিচয় অনেকের নিকট অজ্ঞাত। এখানে আকাশের পরিচয় সংক্ষেপে বলিতেছি।

আকাশ ঈশ্বর স্বরূপ, অর্থাৎ মহাদেবের বিরাট মূর্ত্তি। কারণ মহাদেব লিঙ্গরূপী। কারণ আকাশেরও এক নাম লিঙ্গ এবং আকাশ বীজ "হং" হইতেছে কিন্তু 'হ' সদাশীবের আত্মা এবং আকাশই সদাশীবের বিরাট মূর্ত্তি। তাহা স্কন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে।—

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

অর্থ। আকাশের নাম লিঙ্গ, পৃথিবী তাহার বেদিকা। এই আকাশ সর্ব্বদেবের আলয় ও সকলের লয় স্থান বলিয়া লিঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এজন্য আকাশ ঈশ্বর স্বরূপ। বেদান্ত সূত্রে ইহার উল্লেখ আছে। যথা, "আকাশস্ত লিঙ্গাৎ।"

পাঠকগণ মহাদেবের লিঙ্গ মূর্ত্তি ও তাহাতে গৌরীপট্ট সংযুক্ত দেখিয়াছেন সন্দেহ নাই। ঐ গৌরীপট্ট বা লিঙ্গবেদী আদ্যাশক্তি মহাদেবী রূপা।

"মূলে ব্রহ্মা তথা মধ্যে বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
তদুপরি মহাদেবঃ প্রণবাখ্যঃ সদাশিবঃ।
লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
তয়োঃ সংপূজনান্নিত্যং দেবী দেবশ্চ পূজিতৌ॥"

অর্থাৎ মহাদেবের যে লিঙ্গ মূর্ত্তি দেখা যায় তাহার মূলে ব্রহ্মা, মধ্যে বিষ্ণু, তদুপরি প্রণবাখ্য (ওঁকার প্রতিপাদ্য) সদাশিব এবং লিঙ্গবেদী (গৌরীপট্ট) মহাদেবী আদ্যাশক্তি রহিয়াছেন। এই কারণে এক মাত্র লিঙ্গ পূজা করিলে সকল দেব দেবীর পূজা করা হয়। (৩২) এই শিব-লিঙ্গের সহিত বেদী (গৌরীপট্ট) সংযুক্ত আছে। লিঙ্গরূপ আকাশের বেদী পৃথিবী।

---

(৩২) আচণ্ডাল সকল জাতির প্রত্যহ শিব পূজা করা কর্ত্তব্য। অন্য দেব দেবীর পূজা পৃথক্ রূপে না করিয়াও, কেবল শিব পূজা করিলে সকল দেব দেবীর পূজার ফল হয়। ভক্তাধীন দেবাদিদেব মহাদেব প্রকৃত মহেশ্বর। তাঁহার নিকট উচ্চ নীচ ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ,

মহাদেবের এক নাম ত্রিলোচন। ত্রিলোচন বলিলে মহাদেবকে বুঝায়। অভেদ শিবশক্তি ব্যতীত ত্রিলোচন, ত্রিনয়না আর কোন দেব-দেবীর নামে প্রযুজ্য হয় না। মহাদেবের ত্রিনয়নের অর্থ এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান। অর্থাৎ কল্পের পূর্ব্বেও তিনি ছিলেন, বর্ত্তমান কল্পে (সৃষ্টিতে) আছেন এবং পুনঃ কল্পান্তের পরও থাকিবেন। আর

চণ্ডাল বিচার নাই। ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনার অধিকারী, অনধিকারী, জাতি, অজাতি কি? ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই শিব পূজা করিতে পারেন। আরো দেখ, সাধক মুক্তি কামনায় ভক্ত বৎসল ভোলানাথের পূজারাধনা করিতেছেন। আবার দুরাত্মা কুটিল সহোদর স্বার্থপরতার প্রলোভনে পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিধন কামনায় গোময়, লৌহময় শিব পূজা করিয়া তন্ত্রোক্ত মারণ করিতেছে। অভেদ শিব শক্তির প্রকৃতিশক্তি শ্যামা মার চরণ প্রান্তে নেত্রপাত কর, কৈবল্য কামনায় কৈবল্যদায়িনী জগজ্জননীর অভয় পদে সাধক বিল্ব, জবা, গঙ্গাজল প্রদান করিতেছে। আবার পরস্বাপহারী নীচজাতীয় দস্যু নির্ব্বিঘ্নে দস্যুবৃত্তি সাধন কামনায় সর্ব্বাপদনাশিনা অভয়ার অভয় পদে জবা বিল্বদল প্রদান করিতেছে। এই তো ঈশ্বরের মহিমা! পাপী, তাপী, সাধক, দস্যু, জাতি, অজাতি সকলেই পূজার অধিকারী। এই জন্য মহেশ্বর শিব-পূজার অধিকার সকল জাতির আছে। মৃত্তিকা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও পিত্তলাদি ধাতু এবং প্রস্তর ও পারা দ্বারা শিব লিঙ্গ গঠিত ও পূজিত হইয়া থাকে। দ্রব্য বিশেষে নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজনে ফলের বিশেষত্ব আছে। তদ্বিষয় এবং মৃত্তিকা নির্ম্মিত পার্থিব লিঙ্গ গঠন করিলে ব্রাহ্মণাদি জাতি ভেদে মৃত্তিকার ভেদ ও লিঙ্গ গঠন প্রণালী ইত্যাদি মাতৃকা ভেদতন্ত্র, সিদ্ধান্তশেখর ও পদ্ম-পুরাণ, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রস্তর নির্ম্মিত লিঙ্গ—

মহেশ্বর দেবাদিদেব, সমস্ত ভূতগতি ও ত্রৈলোক্যনাথ এবং বিশ্বাদ্য বিশ্ববীজ। বিশ্বের আদি তিনি এবং কল্পান্তে যখন কিছুই থাকে না, তখন তিনি বিশ্বের বীজস্বরূপ থাকিবেন এবং সেই বীজ হইতে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়া থাকে। এখন বুঝা যাইতেছে যে,

---

সচরাচর লোকে যাহা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তাহা যত স্থূল হয় তত প্রশস্ত। যথা ;—

"রুদ্রাক্ষঃ শিবলিঙ্গঞ্চ স্থূলাৎ স্থূলং প্রশস্যতে।
শালোগ্রামো নার্ম্মদাঞ্চ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম বিশিষ্যতে॥"

অর্থ।—রুদ্রাক্ষ (যে মালা গলায় দেওয়া প্রচলিত আছে) এবং শিবলিঙ্গ যত স্থূল হইবে, ততই ভাল। আর শালগ্রামশিলা ও নর্ম্মদা নদী—সঞ্জাত বাণলিঙ্গ সূক্ষ্ম হইলে ভাল ও প্রশস্ত হয়।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন এবং বাণলিঙ্গ শিব বড় আকারের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা শাস্ত্র বিগর্হিত। প্রথমোক্ত লিঙ্গ স্থূলাকার হইলে প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে বারম্বার উক্ত হইয়াছে। যথা ;—

"স্থূলাৎ স্থূলতরং লিঙ্গং রুদ্রাক্ষং পরমেশ্বরি।
পূজনাদ্ধারনাদ্দেবি ফলং বহুবিধং স্মৃতং॥

(মাতৃকা ভেদ তন্ত্র)

কিন্তু—স্থূলাৎ স্থূলতরমিতি পার্থিবলিঙ্গেতরপরং।

অর্থাৎ—পার্থিবেতর লিঙ্গ স্থূলাধিক হওয়া কর্ত্তব্য। যথা,—প্রস্তরাদি নির্ম্মিত লিঙ্গ।

"শিলাদৌ চ মহেশানি স্থূলঞ্চ ফলদায়কং"

প্রস্তরাদি নির্ম্মিত লিঙ্গ অধিক স্থূল হইলে ফলদায়ক হয়।

মহেশ্বরের সদৃশ আকাশ ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তিন কালেই বিদ্যমান আছে এবং আকাশ হইতে সমস্ত উদ্ভূত হইয়াছে। আবার

অনেক বাবু কছমের ধার্ম্মিক লোক সূক্ষ্ম রুদ্রাক্ষ মালা গলদেশে ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা অপ্রশস্ত ও অবৈধ। রুদ্রাক্ষ ও শিবলিঙ্গ স্থূল হইলে প্রশস্ত ও ফলদায়ক হয়।

সকল প্রকার লিঙ্গের মধ্যে পারদ নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজনে ফলাধিক্য হইয়া থাকে। পারদের মহাত্ম্য এই রূপ—

পকারং বিষ্ণুরূপঞ্চ আকারং কালিকা স্বয়ং ॥
রেফং শিবং দকারঞ্চ ব্রহ্ম রূপং ন চান্যথা।
পারদং পরমেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং।
যো যজেৎ পারদং লিঙ্গং সএব শম্ভুরব্যয়ঃ।
আজন্ম মধ্যে যোদেবি একদা যদি পূজয়েৎ।
স এব ধন্যো দেবেশি সজ্ঞানী সচ তত্ত্ববিৎ।

ইত্যাদি

(মাতৃকাভেঃ, ৮ম পটল)

অর্থাৎ—পারদ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব স্বরূপ। প, বিষ্ণুরূপ, আকার কালিকা দেবী স্বয়ং, র শিবরূপ, এবং দ ব্রহ্মারূপ। এরূপ মাহাত্ম্য সংযুক্ত পারদ দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ যে ব্যক্তি আজন্মের মধ্যে একটী বারও পূজা করে, সে ব্যক্তি ধন্য এবং জ্ঞানী ও যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ।

পারদ তরল পদার্থ, তাহার দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মাণ করা যায় না। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু নিম্নের লিখিত মত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে লিঙ্গ নির্ম্মাণ যোগ্য হইবে। যথা,—

"প্রস্তরে চৈবসংস্থাপ্য ঝিমণ্টীপত্ররসেন চ।
প্রণবেন সমলুড্য কুর্য্যাৎ কর্দ্দমবৎ প্রিয়ে।"

জল, স্থল, জীবাদি সমস্তই আকাশে লয় হইবে। সুতরাং আকাশ মহাদেবের স্বরূপ। এবং আকাশ কার্য্য ও নামে মহেশ্বরের লিঙ্গরূপ।

অর্থাৎ—কিঞ্চিৎ পারদ একটী পাথরের বাটীতে রাখিয়া তাহাতে ঝিমন্টিপত্রের রস দিয়া প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক নাড়িলে কর্দ্দমবৎ হইবে এবং তদ্দ্বারা অনায়াসে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করা যাইবে।

নির্ম্মাণ যোগ্য কর্দ্দমবৎ হইলে, তাহাপেক্ষাও কঠিন ও শক্ত করিবার ইচ্ছা থাকিলে ঐ কর্দ্দমবৎ পারদ একটু কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া শুষ্ক গোময়ের অগ্নির উপর ধরিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিলে দৃঢ় হইবে। যথা,—

"খর্ব্ব পুষ্প সংযুতে বস্ত্রে অঙ্গারে চ করীষকে।
কিঞ্চিদুষ্ণ প্রকর্ত্তব্য যতো দৃঢ়তরং ভবেৎ।"

পূর্ব্বোক্ত ঝিমন্টীপত্র রসে কর্দ্দমবৎ হইলে তাহাতে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া, সেই লিঙ্গ প্রোক্ত রূপে অগ্নির তাপে উষ্ণ করিলে খুব দৃঢ় ও শক্ত হয়। এখানে কিছু গোপন রাখিয়া বলিলাম।

কারণ সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ্য নয়। এজন্য তাহা তন্ত্রাদিতেও সুস্পষ্ট ব্যক্ত নাই। যদি কোন ভাগ্যবান সাধক পারদ নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, আমাকে জানাইলে গুপ্ত বিষয় বলিয়া দিব।

গঠিত লিঙ্গ অগ্নির তাপ দিবার সময় অবধূত সন্ন্যাসীগণ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন।

মুণ্ডরীলিজ্জে সুতপর ওচ্‌কো দিজ্জে মুণ্ডলভারকে
থল করিজ্জে। ও হোয় যায় কাদে প্রীয় ওচ্ছে শিব
নির্ম্মায়। ওচ্‌মে দিজ্জে জড়কে পানি বজ্র সমান
কর্‌কে জানি॥

(অবধূত বাক্য)

অনাদি অনন্ত ঈশ্বর—লিঙ্গরূপী মহাদেব ক্ষয় ব্যয় রহিত। তদ্ধেতু তাঁহার এক নাম মৃত্যুঞ্জয়। অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যু নাই। মৃত্যুঞ্জয় বলিলে সকলে মহাদেব বুঝিয়া থাকেন। আর মহাদেবের ধ্যানে "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং" বলিয়া বর্ণনা আছে। (৩৩) শিব সংহিতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে প্রকাশ হইতেছে যে, মহেশ্বর হইতে আকাশ, আকাশ হইতে জগদাদি উৎপন্ন হইয়াছে। যথা :—

জীবনের মধ্যে একটী বারও পারদ নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। অনেক মহাত্মা প্রথম প্রকারোক্ত কর্দ্দমবং পারা সঙ্গে রাখিয়া থাকেন এবং তদ্দারা প্রত্যহ লিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকেন। প্রত্যহ নূতন পারা আবশ্যক হয় না।

পারদ দ্বারা লিঙ্গ নিম্মাণ করিতে নানাবিধ বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য অগ্রে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা কর্ত্তব্য এবং উপযুক্ত জ্ঞানী গুরুর নিকট উপদেশ লইতে হয়! কারণ পারদ বড় সোজা জিনিষ নয়। উহা শিববীর্য্য। তাহা তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—

"হরিতাল হরেব্বীর্য্যং লক্ষ্মীবীর্য্যং মনঃশিলাঃ।
পারদং শিববীর্য্যঃ স্যাং গন্ধকং পার্ব্বতীরজঃ।"

অর্থ। হরিতাল হরির বীর্য্য, লক্ষ্মীবীর্য্য মনঃশিলা, পারদ শিববীর্য্য ও গন্ধক পার্ব্বতীর রজঃ।

পারা কোন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয় না। গন্ধক ভগবতীর রজ বলিয়া, গন্ধকের সহিত পারদ মিশ্রিত হয়। চিকিৎসকেরা পারদ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী নামক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

দেবতার বীর্য্য শুনিয়া অল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষিত মহাত্মাগণ হাস্য করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার গূঢ় অর্থ আছে। সাধারণের কথা

নিরঞ্জন নিরাকার এক দেবো মহেশ্বরঃ
তস্মাদাকাশমুৎপন্নং, আকাশাদ্বায়ু সম্ভবঃ।
বায়োস্তেজস্ততশ্চাপ স্ততঃ পৃথ্বী সমুদ্ভবঃ।

অর্থ—নিরঞ্জন নিরাকার একদেব মহেশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে অনিল, অনিল হইতে অনল, অনল হইতে সলিল, সলিল হইতে পৃথিবী সমুদ্ভূত হইয়াছে।

একথা কেবল তন্ত্রাদি শাস্ত্রে আছে এমত নহে। বেদ ও উপনিষদেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।
আকাশাৎ বায়ুঃ বায়ুরগ্নি—ইত্যাদি।

(তৈত্তীরীয় উপনিষৎ)

অর্থাৎ—আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন-ইত্যাদি। এইরূপ অন্যান্য ঔপনিষদী শ্রুতিতেও আকাশের উল্লেখ আছে।

মহেশ্বর হইতে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে এবং কল্লান্তে সমস্তই মহেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দূরে থাক, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আখ্যাধারী মহাশয়গণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবধারণ করিতে অক্ষম। সর্ব্বশাস্ত্র-রূপ-দধি মন্থন করিয়া সারভাগ-মাখন যোগীগণ গ্রহণ করেন; আর পণ্ডিতগণ ঘোল (তক্র) খাইয়া থাকেন। একারণ জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন—

এ দিকে আকাশ সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, মহেশ্বর স্বরূপ আকাশ হইতে পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পরিদৃশ্যমান সাকার বস্তু সকল উৎপন্ন হইয়াছে। যে কোন বস্তুর আকার আছে, যে কোন বস্তু অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন এবং সর্ব্ব প্রাণীর শরীর ও উদ্ভিদাদি জগতে যে কোন বস্তু আছে, সমুদয় আকাশ হইতে উৎপন্ন। কল্পের আদিতে ও অন্তে সমুদয়ই আকাশে লীন হয়। কল্পান্তে যখন কিছুই ছিল না, কেবল তমো দ্বারা তমঃ আবৃত ছিল, তখন এই আকাশ গতিশূন্য হইয়া স্থির ভাবে বর্ত্তমান ছিল। আবার কল্পান্তে সমুদয় কঠিন ও তরল এবং বাষ্পীয় পদার্থ সকলই পুনর্ব্বার আকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'আকাশ হইতেই

"মথিত্বা চতুরোবেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারস্তু যোগীভিঃ পীত তক্র পীবন্তি পণ্ডিতাঃ॥

তন্ত্রাদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম যোগীগণ জ্ঞাত আছেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-গণ কেবল ঘোল খান, আর বৃথা কচ কচি করেন। শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম যোগী ভিন্ন অন্য কেহ জ্ঞাত নহেন।

(৩৩) পাঠকগণের অবগতির জন্য তোড়ল তন্ত্রোক্ত শিবের ধ্যান প্রকাশ করিলাম যথা,—

"ও ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্ব্যাঘ্রকৃত্তিবসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

(ত, ত)

সমস্ত সৃষ্ট হয় এবং আকাশেই সমস্ত লয় হয় বলিয়া আকাশ লিঙ্গ নামে কথিত হয়। (৩৪)

পাঠকগণের অবগতির জন্য বেদও উপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দুই একটী প্রমাণ দেখাইতেছি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে—

"অস্য লোকস্য কা গতি রাকাশ ইতি হোবাচ
সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব
"সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো
হ্যেবৈভ্য জ্যায়নাকাশঃ পরায়ণং।"

অর্থাৎ—এই জগতের মূলতত্ত্ব আকাশ। যে হেতু আকাশ হইতে সর্ব্বভূতের উদয় এবং আকাশেই পুনরায় সর্ব্বভূতের বিলয়। ঐ উপনিষদে অন্য স্থানে ব্যক্ত আছে যে,—

---

(৩৪) আকাশ হইতে জগতের সাকারাদি সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে এবং কল্পান্তে সমস্তই আকাশে লয় হইবে। তখন আকাশ গতিশূন্য হইয়া স্থির ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। একথা ভারতীয় দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। প্রখ্যাতনামা বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ পূর্ব্বাচার্য্য দার্শনিকগণের ঐ মত রাজযোগ পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তক খানি নিকটে না থাকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না।

"আকাশো বৈ নামরূপয়ো নিবহিতা"

(ছাঃ উঃ)

আকাশই নাম-রূপের প্রকাশক।

সমুদয় উপনিষদের ইহা অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্বভূতের সম্ভূতি। এ কথা আমরাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবং মহেশ্বর স্বরূপ আকাশ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি; তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। উপরোক্ত ছান্দোগ্য-বাক্যে আকাশকেই সর্ব্বভূতের সমুদ্ভাবক মূল কারণ বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মহেশ্বর ক্ষয়, লয় রহিত। মহেশ্বর স্বরূপ আকাশ ও ক্ষয়-লয় রহিত। এবং উহাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। এ কথার প্রমাণ ঋগ্বেদেও পাওয়া যাইতেছে। যথা,—

ঋচোহক্ষরে পরমেব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা
অধিবিশ্বে নিদেয়ুঃ। (ঋগ্বেদ)

অর্থাৎ—ক্ষয়, লয় রহিত পরম ব্যোমে দেব সমূহ অধিষ্ঠিত ও বেদাদি প্রতিষ্ঠিত।

"সৈষা ভার্গবী—বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।"

(তৈঃ, উঃ)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—'ওঁ খং ব্রহ্ম? 'খ'-আকাশ; অর্থাৎ ব্রহ্মই আকাশ।

কল্পান্তে যখন কিছুই থাকিবে না, তখন পরম ব্রহ্ম মহেশ্বর স্বরূপ আকাশ থাকিবে। আকাশের ক্ষয় লয় নাই; পরন্তু কল্পান্তে সমস্তই আকাশেই লয় হইবে।

যতদূর আলোচনা করা হইল তাহাতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, মহাদেবের ধ্যান বর্ণিত "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং" স্বরূপ আকাশ ও পরম ব্রহ্ম মহেশ্বরের লিঙ্গ স্বতন্ত্র নহে।

আকাশ হইতে উৎপন্ন পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু এবং আকাশ—এই পাঁচটী জগৎ ও জীবাদির শরীর সৃষ্টির মূল উপাদান বলিয়া উহাদিগকে পঞ্চতত্ত্ব বলা যায়। লিঙ্গ পূজা করিবার সময় ঐ পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে।

অষ্ট মূর্ত্তি যথা,—

"সর্ব্বোভবশ্চ রুদ্রশ্চ তথোগ্র ভীম এব চ।
পশুপতিঃ শিবশ্চৈব ঈশানশ্চেতি কীর্ত্তিতাঃ।
ক্ষিতির্জ্জলং তথা বহ্নির্ব্বায়ুরাকাশমেব চ।
যজমানশ্চ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চেত্যষ্ট মূর্ত্তয়ঃ॥"

(মন্ত্র তন্ত্র প্রকাশ।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও চন্দ্র, সূর্য্য এবং যজমান। (৩৫)

---

(৩৫) যজমানঃ—পূজক আত্মেতি।

এই অষ্ট মূর্ত্তি প্রতিপাদক ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, শিব ও ঈশান এই নামাষ্টক। (৩৬)

যাঁহার অপার করুণায় জল, বায়ু, মাটী প্রভৃতি পাইয়াছি এবং উহার যে বস্তু যে মূর্ত্তির রূপান্তর, সেই নাম উল্লেখে তাঁহার পূজা করা অতি কর্ত্তব্য। আর্য্য ঋষি ভিন্ন এ রূপ গভীর জ্ঞান ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অন্য অন্য জাতির মধ্যে আছে কি ?

ইহা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, পৃথ্বী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ—এই পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্র, সূর্য্য এবং পূজক (জীব) এই আটটি ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা তাঁহার রূপান্তর বিশেষ।

দেব দেবীর ন্যায় পৃথিব্যাদি পঞ্চ তত্ত্বের পৃথক পৃথক বীজ মন্ত্র আছে এবং বসুমতী, অগ্নি জলাদি বৈদিক কাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

ঈশ্বর স্বরূপ আকাশতত্ত্বের পরিচয় সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, ইহাতে পাঠকগণ আকাশের প্রকৃত পরিচয় বুঝিতে পারিবেন।

মহিম্নস্তবে পুষ্পদন্তের উক্তি—ত্বমধুরণিবাত্মা ত্বমিতি চ।

(৩৬) অনেকে কেবল মৃত্তিকা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিবার সময় এই অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা শাস্ত্রসঙ্গত ও সাধক সম্মত নহে। প্রস্তরাদি নির্ম্মিত যে কোন শিবলিঙ্গ পূজা করিবার সময় ঐ অষ্টমূর্ত্তির পূজা করা অতি কর্ত্তব্য।

আকাশ দেখিতে যেমন শূন্যময়, তেমনি আকাশ তত্ত্বে যে কোন কার্য্য করা যায় তাহার ফলও শূন্য হয়। কেবল যোগ সাধন করিলে সিদ্ধি হয়। সেই জন্য মহাদেব বলিয়াছেন,—

"ব্যোম্নি কিঞ্চিন্নকর্ত্তব্যং কেবলং যোগ সেবয়া।"

আকাশ তত্ত্বের ঐ এক গুণ। যথা,—

"নভশ্চৈক গুণশ্চৈব তত্ত্বজ্ঞানমিদং ভবেৎ।"

অর্থাৎ—আকাশ তত্ত্বের এক গুণ এই যে, ইহাতে তত্ত্ব জ্ঞান ও যোগাদি সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতিত সাংসারিক কোন কার্য্য এই তত্ত্বে করিতে নাই।

আকাশ তত্ত্বে ব্রাহ্মণ, জাতি, পৃথি, জল, অগ্নি, বায়ু—এই চারি তত্ত্বের কতিপয় গুণ আকাশ তত্ত্বে আছে। এই কারণে শিব স্বরূপ আকাশ তত্ত্বের উদয় কালে জপ, ধ্যান ও যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

পৃথিব্যাদি পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে সাংসারিক বৈষয়িক সমস্ত কার্য্যের জন্য পৃথিবী ও জলতত্ত্ব—এই দুইটী শুভ তত্ত্ব। এই কারণে প্রথমোক্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত মঙ্গলদায়ক ও শুভজনক যে কোন কার্য্য পৃথ্বী বা জল তত্ত্বের উদয় কালে করিতে হইবে। ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে।

সংক্ষেপে সারকথা মনে রাখিবেন।

যে তত্ত্বের যে গুণ, সেই তত্ত্বে কার্য্য করিলে তত্ত্বের গুণানুরূপ ফল হইবে। যথা, পৃথ্বীতত্ত্ব, পৃথিবী স্থির, ধীর, অচল, অটল ও স্থায়ী। এই কারণে গৃহনির্ম্মাণ, সম্পত্তি খরিদ প্রভৃতি যে কিছু স্থায়ী কার্য্য পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে করিলে পৃথিবীর ন্যায় তাহা স্থায়ী হইয়া থাকে।

জল তরল ও চলাচল করে, এই হেতু জলতত্ত্বে পূর্ব্বোল্লিখিত ও সেই প্রকারের অন্যান্য চর কার্য্য করিবে।

বায়ু যেমন সদা চঞ্চল এক মূহুর্ত্ত স্থির থাকে না। তেমনি সদা গতি অস্থির বায়ুতত্ত্বে বৈষয়িক ও লাভজনক কি স্থির কোন কার্য্য করিলে, তাহার দশা বাতাসের ন্যায় হইবে। ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা বায়ু তত্ত্বের সময় এক খান ঘরের পত্তন করিলে কিম্বা কোন কার্য্যোদ্দেশে যাত্রা করিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখিবেন।

এই সকল বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থাৎ জল, বাতাস, পৃথিবী অগ্নি, আকাশের যে গুণ নিত্য আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই তত্ত্বে কার্য্য করিলে তদনুরূপ ফল হইবে। ইহা বুঝিয়া প্রথমোক্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কার্য্য,—কার্য্যানুরূপ স্থায়ী বা চর কার্য্য—তদনুরূপ গুণবিশিষ্ট তত্ত্বে করিতে হইবে।

নাড়ী ও তত্ত্ব সংক্রমণে কর্ত্তব্য।

এক নাসিকা হইতে নিশ্বাস অন্য নাসিকায় বহন আরম্ভ হইবার সময় নাড়ী—সংক্রমণ বলিয়া কথিত হয়। যথা,—বাম নাসিকায় এক ঘণ্টা বহন শেষ হইয়া দক্ষিণ নাসিকায় বহন আরম্ভ হইবে, ইহাকে নাড়ী সংক্রমণ বলে। যে মূহুর্ত্তে এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় শ্বাস যায়, সেই মুহূর্ত্তই নাড়ী সংক্রমণ। তত্ত্ব সংক্রমণও এই রূপ। এক তত্ত্ব শেষ হইয়া, আর এক তত্ত্ব আরম্ভ হইবার সময় তত্ত্ব সংক্রমণ বলিয়া থাকে। নাড়ী ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে কোন শুভ কার্য্য করিবে না।

নাড্যা সংক্রমণ কালে তত্ত্ব সংক্রমণে তথা।
শুভং কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিধা।

নাড়ী সংক্রমণ কালে ও তত্ত্ব সংক্রমণ কালে শুভ কার্য্য মাত্রেই করিবে না। এমন কি সংক্রমণ কালে দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিতে নাই।

সংক্রমণ সময়ে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তানের মাতার মৃত্যু হয়। যথা,—

"যুগ্মে যুগ্মং ক্ষয়ো নষ্টে, মাতুর্ম্মৃত্যুশ্চ সংক্রমে।"

আমাদের দেশে মা খেগো ছেলে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া কিছু দিন পরে তাহার মাতার মৃত্যু হইলে, তাহাকে মাতৃরিষ্টি বা মা খেগো ছেলে বলিয়া থাকে। কিন্তু আমরা নিজের অজ্ঞতা ও দোষ না বুঝিয়া বালককে মা খেগো বলিয়া সমস্ত দোষ তাহার স্কন্ধে চাপাই। অথবা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাপুরুষের মত অশ্বডিম্ব—প্রতিবিম্ব অদৃষ্টের ঘাড়ে সব বোঝা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। (৩৭)

সংক্রমণ কালে কোন স্থানে যাত্রা করিলে যাত্রা হানিকরী হইয়া থাকে।—

"যাত্রা হানিকরী তস্য মৃত্যুকালে ন সংশয়ঃ।"

এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় নিশ্বাস বহন আরম্ভ হইবার সময় সংক্রম বলিয়া মন্দফল প্রদান করে কেন, তাহা বলিতেছি।

---

(৩৭) সৃষ্টিরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের সুখ সুবিধার জন্য ভগবান্ নানা উপায় করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না, জানিনা এবং জানিতে চেষ্টাও করি না। বাস্তবিক মানুষ ইচ্ছা করিলে—শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিলে সুন্দর, সুখী, ধর্ম্মশীল, দীর্ঘজীবি ও ভাগ্যবান্ সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সুসন্তান লাভের উপায় দ্বিতীয় খণ্ডে বলিব।

পিঙ্গলায়াং স্থিতারুদ্র ইড়ায়াং সঙ্গতাঃ পরে।
সুষম্না মধ্যগা জ্ঞেয়াশ্চত্বারো যে নপুংসকা॥

অত্র প্রকারো—বামনাসাতো দক্ষিণ নাসা প্রবেশ প্রারম্ভ সময়ে দেহ বায়ুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎকালমুভয়ত্র বহতি। স দক্ষিণায়ন প্রারম্ভ সময় স্তদানীং ঋ. ৯ কারাত্মকং হ্রস্ব-দ্বন্দ মুদেতি এবং দক্ষিণ নাসাতো বাম নাসাগমন কালোঽপি স—উত্তরায়ণ প্রারম্ভ কাল স্তদানীং ঋ, ঌ রূপ দীর্ঘ দ্বন্দ মুদেতি।

পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে,—

স্বরং সপ্তমারম্ভ চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ।
তে সুষুম্নাশ্রিতে প্রাণে প্রোদ্যন্ত্যয়ন সংক্রমে।" ইতি।

সংক্রম কালে আকাশ তত্ত্বের উদয় হয়। এজন্য বলিয়াছেন "নভো বহতি সংক্রমে।" কালে কোন কার্য্য করিলে আকাশ তত্ত্বের ন্যায় বিফল হয়।

নাড়ী ও তত্ব সংক্রমণ কালে পূর্ব্ব বর্ণিত সুষুম্নার বহনের ন্যায় বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না এবং কোন স্থানে যাত্রা করিবে না।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত



সংসারসাধন।



দ্বিতীয়খণ্ড।

বন্ধ্যা নারীর পুত্র লাভ করিবার উপায়।

লীলা গলল্লুলল্লোল কালব্যালবিলাসিনে।
গণেশায় নমো নীল কমলামল কান্তয়ে॥

ঋতু রক্ষা কালে পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়ে এবং স্ত্রীর বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে গর্ভাধান করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ সঞ্চার হয়। (১)

---

(১) পূর্ব্বে প্রবীণা গিন্নিরা নব বধুকে স্বামীর বাম পার্শ্বে শয়ন করিবার জন্য বিশেষ রূপে উপদেশ দিতেন।... এখনকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন নব্যগণ সাহেবী-ফ্যাশনে স্ত্রীকে দক্ষিন পার্শ্বে রাখেন এবং প্রাচীন সকল প্রথাকেই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান্।

ঋতু কালে রবিঃ পুংসাং স্ত্রিয়াশ্চৈব সুধাকরঃ।
উভয়ো সংযোগ প্রাপ্তে বন্ধ্যা পুত্ত্রমবাপ্নুয়াৎ॥

অর্থ।—ঋতু কালে অর্থাৎ গর্ভাধান কালে পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় ও স্ত্রীর বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় গর্ভাধান করিলে বন্ধ্যা নারীও পুত্ত্রবতী হইবে। (২)

স্ত্রী জাতীর ঋতু কালে নিন্দনীয় প্রথম কয় দিন বর্জ্জন করিয়া, পরে ঐরূপ নিয়মে গর্ভাধান করিতে হইলে পৃথ্বী অথবা জল তত্ত্বের উদয় কালে ঋতু রক্ষা করিলে, বন্ধ্যা নারীও গর্ভ ধারণ করিবে। যথা,—

"ক্ষিতি অপ্ তত্ত্বেষু বন্ধ্যা পুত্ত্রমবাপ্নুয়াৎ।"

অর্থাৎ—পৃথ্বী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকও গর্ভবতী হইবে। আর ঐ দুই তত্ত্বের উদয় কালে গর্ভধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান সুখী ও সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

গর্ভাধানং মারুতে স্যাচ্চ দুঃখী,
দিশাখ্যাতো বারুণে সৌখ্যযুক্তঃ।
গর্ভস্রাবী স্বল্পজীবি চ বহ্নৌ,

কিন্তু আমরা ঐরূপ শয়ন প্রথার মধ্যে গভীর উদ্দেশ্য দেখিতেছি। এই রূপ আমরা ভূয়ো দর্শনে বুঝিতেছি যে, হিন্দুর গৃহে আবহমান প্রচলিত কোন প্রথা অনর্থক কি অনাবশ্যকীয় নহে।

(২) রত্যারম্ভে রবিঃ পুংসাং রত্যান্তে চ সুধাকরঃ।
অনেন কর্ম্মযোগেন নাদত্তে দেব দস্তকঃ॥

অর্থাৎ—গর্ভাধান সম্পন্ন করিয়া বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত করাইবে।

ভোগী ভব্যঃ পার্থিবেনার্থযুক্ত।

ইহার অর্থ—জলতত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভের সন্তান সুখী হয় এবং তাহার সুখ্যাতি নানাদিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে। আর পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে, সেই সন্তান সুন্দর, ভোগী ও বলবান্ হইয়া থাকে। বায়ুতত্ত্বের উদয় কালে গর্ভ হইলে, সেই সন্তান দুঃখী হয়। অগ্নিতত্ত্বের উদয় কালে গর্ভ হইলে, গর্ভস্রাব হয় কিম্বা অল্পায়ু বিশিষ্ট সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আকাশ তত্ত্বের উদয় কালে গর্ভ হইলে নষ্ট হইয়া যায়।

অতএব পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস এবং স্ত্রীলোকের বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়ে পৃথ্বী কিম্বা জল তত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান করিলে সুসন্তান লাভ হয়। কিন্তু পৃথ্বী তত্ত্বের উদয় কালে পুত্র এবং জল তত্ত্বের উদয় কালে কন্যা জন্মিয়া থাকে।

মাহেয়ে চ সুতোৎপত্তির্ব্বারুণে দুহিতা ভবেৎ।
শেষেষু গর্ভহানিঃস্যাজ্জাত মাত্রস্য বা মৃতিঃ।

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় কালে গর্ভ হইলে পুত্র জন্মিয়া থাকে। জলতত্ত্বের উদয় কালে কন্যা হয়। এই দুই তত্ত্ব ব্যতিরেকে অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই তিন তত্ত্বের কোন এক তত্ত্বের উদয় কালে গর্ভ হইলে গর্ভ নষ্ট হয় কিম্বা সন্তান জন্মিবা মাত্রেই মরিয়া যায়।

যাঁহাদের সন্তান হয় নাই, স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া ধারণা হইয়াছে কিম্বা যাঁহাদের উপর্য্যুপরি কন্যা জন্মিয়া থাকে, তাঁহারা, ঋতু রক্ষা কালে উপরোক্ত নিয়মে পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় কালে গর্ভাধান করিলে সুন্দর সুপুত্র লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যাঁহার কন্যা লাভের ইচ্ছা থাকে, তিনি জলতত্ত্বের উদয় কালে ঋতু রক্ষা করিলে সুখী ও সৌভাগ্যবতী কন্যা লাভ করিবেন।

এরূপ নিয়মে ও যদি কাহারো ভাগ্যে পুত্র বা কন্যা লাভ না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা নহে, সেই পুরুষ নিজেই বন্ধ্যা। পুরুষের শুক্রে অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার জীবন্ত কীটাণু থাকে, তাহাকে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে স্পারমাটোজিয়া, (Spermatogea) কহে। ঐ শুক্র কীট যাহার অচেতন ও মস্তক বিহীন হয়, তিনি সহস্র চেষ্টা করিলে এবং শত নারী বিবাহ করিলেও সন্তান লাভে বঞ্চিত থাকিবেন। এই এক প্রকার দোষ ব্যতীত আরো দুই প্রকার কারণে পুরুষের সন্তানোৎপাদন শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে পাশ্চত্য ইউরোপও ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র বেশী জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনো নিতান্ত অজ্ঞান। তন্ত্রশাস্ত্র ও স্বরশাস্ত্র ইহাতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। বহু চেষ্টা ও বহু অর্থ ব্যয় দ্বারা নানা উপায়ে যে স্ত্রীর সন্তান হয় নাই; আমরা তন্ত্র কিম্বা স্বর মতে কার্য্য করিয়া দেখিয়াছি। বন্ধ্যা নারী গর্ভ ধারণ করিয়াছেন; এবং চিকিৎসক পরিত্যক্ত বাধকাদি দুর্জ্জয় স্ত্রীরোগ দূর হইয়া সুসন্তান লাভ করিয়াছেন। আমার হস্তে এই রূপে ছয় জন বন্ধ্যা পুরুষ পুত্র রত্ন লাভ করিয়াছেন এবং বহু রমণী দুরারোগ্য বাধকাদি রোগমুক্ত ও বন্ধ্যা কলঙ্কিনী দোষ মুক্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক, এই বিষয়ে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে তন্ত্র ও স্বর শাস্ত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষ ফলদায়ক মহদুপকারী শাস্ত্র ভারতে কি অন্য কোন দেশে আর নাই। নানা বিষয়ে ঐ দুই শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল দেখিলে, ইহা যে সত্যই মহাযোগী সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরের মুখ-নিঃসৃত অদ্বিতীয় অব্যর্থ শাস্ত্র; ইহাতে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না।

ললিতা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—মহাদেব ভগবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, মহিলাগণের মদনালয়ে (স্ত্রীঅঙ্গে) সমীরণা,

চান্দ্রমসী, ও গৌরী নাম্নী তিনটী নাড়ী আছে। মদনোৎসবে উত্তেজিত ও প্রধানভূতা এবং মদনোৎসব বৃত্তি প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ-রূপা সমীরণা নাম্নী নাড়ী মুখে পুংশুক্র পতন হইলে, তাহা নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ তাহাতে সন্তান উৎপত্তি হয় না। চান্দ্রমসী নাম্নিকা নাড়ী মুখে শুক্র পতন হইলে, তাহাতে কন্যা জন্মে এবং গৌরী নাড়ী মুখে বীর্য্য পতন হইলে স্বভাবতই পুত্র জন্মিয়া থাকে।

ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার যো নাই। কারণ অশ্লীল? অশ্লীল!! আর কিছু থাক্ না থাক্ ঐ দিকে বড় কড়াকড়।

তন্ত্র ও স্বর শাস্ত্র মতে স্ত্রীজাতি কখনই বন্ধ্যা হইতেই পারেনা। তবে ত্রিশ প্রকার কারণে স্ত্রীলোকের সন্তানোৎপাদিকা শক্তির ব্যাঘাত হয়। কিন্তু একবারে নষ্ট হয় না। আর পুরুষের তিন প্রকার কারণে সন্তানোৎপাদনের প্রতিবন্ধক হয়। ইহাও একেবারে নষ্ট হয় না। উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে উভয়েরই প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইয়া সন্তানোৎপাদন শক্তির বিকাশ হয়।

এই কারণে বলিতেছি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গর্ভাধান হইলেও যদি গর্ভ সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কাহার দোষে সন্তানোৎপাদন হইতেছে না, তাহা অগ্রে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহার পরীক্ষাও অতি সহজ। পরীক্ষা করিবার নিয়ম ও উপায়াদি "সন্ন্যাসীর মুষ্টিযোগ" নামক পুস্তকে বিস্তারিত রূপে বলিয়াছি। এজন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। (৩)

(৩) পরীক্ষা করিবার নিয়ম, উপায়াদি "সন্ন্যাসীর মুষ্টিযোগ" নামক পুস্তকে যাহা বলিয়াছি, তাহা অতি সহজ। তদ্দৃষ্টে ইচ্ছা করিলে সকলেই পরীক্ষা করিতে পারেন এবং কাহার দোষে সন্তান হইতেছে না, তাহা অনায়াসে জানিতে পারেন। অনর্থক পুথি বেড়ে যায় বলিয়া এ পুস্তকে তাহা বলিলাম না।

যাঁহারা সন্তান লাভে বঞ্চিত হইয়া স্ত্রীকে বন্ধ্যা মনে করিয়া মনোকষ্ট ভোগ করেন, কিম্বা পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়া থাকেন; কেহবা বিবাহ করিয়া শেষে সংসার অশান্তির আগার করিয়া নিজেও আমরণ জ্বালাতন হইয়া থাকেন। তাঁহারাও "সন্ন্যাসীর মুষ্টিযোগ" পুস্তকে লিখিত নিয়মে পরীক্ষা করিলে স্ত্রীর দোষে কিম্বা নিজের দোষে সন্তান হইতেছে না, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। (৪) এই রূপ পরীক্ষা দ্বারা নিজের বন্ধ্যাত্ব না বুঝিয়া, কেবল অবলা সরলা স্ত্রীর স্কন্ধে বন্ধ্যাত্ব দোষ চাপাইয়া নব বর বেশে রসের বাসর-ঘরে আবার আসর জমকাইয়া বসিবার আশা করিলে ভগবানের নিকট দোষী হইতে হয়।

স্বর মতে গর্ভাধান করিবার পূর্ব্বে একটী ঔষধ সেবনের বিধি আছে। যথা,—

শঙ্খ বল্লা গবাং দুগ্ধং পৃথ্ব্যাপোবহতে যদা।
ভর্ত্তুরগ্রে বদেদ্বাক্যং গর্ভং দেহি ত্রিভির্ব্বচঃ॥

---

(৪) স্বামী কি স্ত্রী কাহার দোষে সন্তান হইতেছে না, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইলে, প্রতীকার উপায় আছে। কিন্তু তাহা কোন প্রকার কৌশল নহে এবং বলিয়া দিবার উপায় নহে। তবে স্ত্রীলোকের বাধক, প্রদরাদি কারণ হইলে তাহার ঔষধ "মুষ্টিযোগ" পুস্তকে বলিয়াছি। তদ্ব্যতীত অন্য কারণে প্রতিবন্ধক হইলে, কিম্বা পুরুষের তিন প্রকার কারণ পূর্ব্বে যে বলিয়াছি তাহার প্রতিকার কল্পে যে ঔষধ সেবন করিতে হয়, তাহা বলিয়া দিবার উপায় নাই এবং গৃহস্থ ব্যক্তির তাহা প্রস্তুত করিবারও সাধ্য নাই। সাধারণ গাছ গাছড়া অপেক্ষা, সে ঔষধ প্রস্তুত করিতে কিছু ব্যয় ও বিলক্ষণ কষ্ট আছে। দুঃখের বিষয় ঔষধ প্রকাশ করিবার যো নাই। তবে তাহা যে অব্যর্থ ঔষধ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে কয়েক জনকে দিয়াছিলাম, কোথায় বিফল হয় নাই।

ঋতুস্নাতা পিবেন্নারী ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ।
রূপলাবণ্যসম্পন্নং নরসিংহং প্রসূয়তে॥

স্ত্রীলোক ঋতু স্নানান্তে পতির সম্মুখে "গর্ভং দেহি" এই বাক্য তিন বার বলিয়া পুত্রার্থে পৃথ্বীতত্ত্বের বহন কালে এবং কন্যার্থে জলতত্ত্বের বহন কালে শঙ্খ বল্লী ও গোদুগ্ধ পান করিবে। (৫) পরে রাত্রিকালে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গর্ভাধান হইলে রূপলাবণ্য-সম্পন্ন মহাবলিষ্ঠ পুরুষ শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে পারে।

গর্ভাধান সময়ে যেমন তত্ত্ব বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তেমনি স্বরের বাল্যাদি অবস্থা বিচার করিয়া অনুকূল অবস্থায় কার্য্য না করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। স্বরের বাল্যাদি কোন অবস্থায় গর্ভাধান হইলে সন্তান কিরূপ হয়, তাহা এক্ষণে বলিতেছি।

গর্ভার্থে পুংস্বরে পুত্রঃ কন্যা কন্যাস্বরোদয়ে।
যুগ্মে যুগ্মং ক্ষয়ো নষ্টে মাতুঃ মৃত্যুশ্চ সংক্রমে॥
চপলঃ কাতরো মূর্খঃ কৃপণাশ্চাজীতেন্দ্রিয়ঃ।
অসত্যবহুভাষী চ জাতো বাল-স্বরোদয়ে॥
ব্যবসায়ী কলাভিজ্ঞঃ স্ত্রীরতঃ সুভগঃ সুখী।
দীর্ঘায়ুররিভিঃ শূরঃ কুমারোদয় সম্ভবঃ॥

---

(৫) দুগ্ধ ও শঙ্খ বল্লী কত পরিমাণে পান করিবে, তাহা স্বরশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই।

এই ঔষধ সেবন করিতে হইলে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন কালে সেবন করিবে। যে কোন পীড়ায় যে কোন ঔষধ অর্থাৎ ঔষধ মাত্রই দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় সেবন করিতে হইবে। ইহাই স্বরশাস্ত্রের নিয়ম।

সর্ব্বলক্ষণ সম্পূর্ণো রাজা ভবতি বিশ্রুতঃ।
সর্ব্বকালো জয়ী যুদ্ধে জাতো যুবোদয়ে শিশু॥
স্ত্রীজিতো ধার্ম্মিকো কামী বিবেকী স্থির সাহসঃ।
সত্যবাদী সদাচার পুমান্ বৃদ্ধদয়োদ্ভবঃ॥
ক্লেশী সমৎসরঃ ক্রুরো বিভ্রমো বিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বকার্য্যালসো দুষ্টো জন্ম যস্য মৃতোদয়ে॥

ইহার ভাবার্থ এই যে,—বালস্বরে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান চঞ্চল প্রকৃতি, কৃপণ, অজীতেন্দ্রিয়, মিথ্যাবাদী বহুভাষী ইত্যাদি দোষ বিশিষ্ট হয়।

কুমার স্বরোদয়ে জন্ম গ্রহণ করিলে, দীর্ঘায়ু ও কলাভিজ্ঞ, শূর, সুখী ইত্যাদি হয়।

যুব স্বরে জন্ম গ্রহণ করিলে, সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন রাজা হয়, অথবা রাজা সদৃশ হয় এবং সর্ব্বকাল যুদ্ধে ও মোকদ্দমা মামলায় জয়লাভ করে।

বৃদ্ধ স্বরোদয়ে জন্ম হইলে সদাচারী, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক ও বিবেকী, কামী, স্থির সাহসী ইত্যাদি হয়।

মৃতোদয়ে জন্মিলে দুঃখী, ক্রূর, দুষ্ট, ক্লেশী এবং সর্ব্ব কার্য্যে আলস্য-পরায়ণ ইত্যাদি হইয়া থাকে।

স্বরের উক্ত পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া গর্ভাধান এবং অন্যান্য সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ঐ পঞ্চাবস্থার বিবরণ পরে বলিব।

আর পুত্রার্থে পিঙ্গলায় অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় ও কন্যার্থে বাম নাসি-কায় শ্বাস বহন কালে গর্ভাধান করিবে। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের সমান শ্বাসে গর্ভ হইলে, সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। সংক্রমণ বিবরণ পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ইহা ব্যতীত গর্ভাধান করিবার আরো নিয়ম স্বরশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। অতঃপর তাহা বলিব। জ্বালামুখী মহাপিঠ—তীর্থে অবস্থিতির সময় পাঞ্জাব

—হুসিয়ারপুর প্রদেশীয় এক পরমহংস বাবার নিকট স্বরশাস্ত্রে নিম্নলিখিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম (৬)। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিতেছি।

চতুর্থ প্রহর রাত্রে যো গচ্ছেৎ রমণীং নরঃ।
হরিভক্তিরতং সুতং লভতে স মহামতিঃ।
তনয়া জায়তে তস্য ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা।
রাত্রিগতং ফলং দেবি ইতি তে কথিতং ময়া।

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গর্ভাধান করিলে হরিভক্তিপরায়ণ মহামতি পুত্র

(৬) এই পরম হংস বাবার হস্তে একটী অলাবুপাত্র সর্ব্বদা থাকিত। এক মুহূর্ত্তের জন্য পাত্রটী হস্তচ্যুত করিতেন না। তিনি যতবার ঐ অলাবু পাত্র মধ্যে হাত দিতেন ততবার পাঁচটী টাকা বাহির করিতেন, এবং তাহার দ্বারা মিষ্ট দ্রব্য কিনিয়া বালক বালিকা-দিগকে দিতেন ও অন্যান্য প্রকার ব্যয় করিতেন। এই কারণে তিনি রাস্তায় বাহির হইলেই বালকবালিকাগণ ও দরিদ্র এবং নানা শ্রেণীর লোক তাহার পেছু চলিত। বাঙ্গালা সন ১২৮২ সালের পূর্ব্বে কিছুদিন লাহোর সহরে ছিলেন এবং সকলে তাঁহাকে "তম্বুরো বাবাজী" বলিয়া সম্বোধন করিত। তদানীন্তন সময়ে লাহোর প্রবাসী সকলেই তাঁহাকে দেখিয়াছেন। সে কালের বনবাসী ঋষি বাক্যে ও হিন্দু মন্ত্রে অবিশ্বাসী-গণ—অলাবু পাত্র মধ্য হইতে প্রত্যেক বার পাঁচ টাকা বাহির হইত, কখন ন্যূনাধিক্য হইত না—একথা গঞ্জিকা ধূম্রাবৃত মস্তিষ্ক প্রসূত মনে করিতে পারেন; কিন্তু এই পুস্তকোক্ত শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা কার্য্য করিয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখিলে হিন্দু শাস্ত্র ও মন্ত্র অবিশ্বাস করিবার কারণ থাকিবে না।

লাভ করিয়া থাকে অথবা কন্যা সমুৎপন্ন হইলে, সেই কন্যা পতিব্রতা ও ধর্ম্মশীলা হয়।

রমণীগণের ঋতুর পর ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত গর্ভধারণযোগ্য শক্তি থাকে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু সুসন্তান-কামী ও সুস্থ শরীরাভিলাষী ব্যক্তি ঋতুর প্রথম চারি দিবস ও একাদশ ত্রয়োদশ দিবস একবারেই বর্জ্জন করিবে। এই ছয় দিন বাদে বাকি দশ দিনের মধ্যে উত্তরোত্তর যত বেশী দিন গত করিয়া গর্ভাধান করিবে, সন্তান ততই ভাল হইবে। অর্থাৎ সন্তান সৌভাগ্যশালী, বলবান ও ধনবান হয় এবং সন্তানের পরমায়ু ও সুখ বৃদ্ধি হয়। আর রাত্রির প্রথম প্রহরে গর্ভধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান নিতান্ত অল্পায়ু হইয়া থাকে। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে গর্ভাধান হইলে, পুত্র দরিদ্র এবং কন্যা দুর্ভাগিনী হয়। তৃতীয় প্রহরে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ পুত্র কুমতিবিশিষ্ট ও পরকিঙ্কর হইয়া জীবন যাপন করে। কন্যা হইলে— দুষ্টা ও পতিঘাতিনী হয়, পরন্তু বার্দ্ধক্যে পরকিঙ্করী হইয়া দারুণ দরিদ্রতা ভোগ করে। কেবল চতুর্থ প্রহরে গর্ভাধান জন্য পুত্র বা কন্যা সর্ব্ব বিষয়ে ভাল হয়। কিন্তু চতুর্থ বলিয়া শেষ রাত্রে কিম্বা ভোর বেলা কেহ গর্ভধান করিবেনা। তৃতীয় প্রহর অতীত হইলেই চতুর্থ প্রহরের প্রারম্ভে গর্ভাধান করিতে হইবে।

অতএব সুপুত্র লাভের আশা করিলে প্রোক্ত ছয় দিন বাদে বাকী দশ দিনের মধ্যে রবিবার ও হরিবাসর এবং পঞ্চপর্ব্ব (৭) বাদে অন্য দিন রাত্রির চতুর্থ প্রহরের প্রারম্ভেই গর্ভাধান করা কর্ত্তব্য।

---

(৭) অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও সংক্রান্তি এই কয় দিনের নাম পঞ্চপর্ব্ব। এই পাঁচ দিন ও রবিবার, হরিবাসর দিনে গর্ভাধান কি স্ত্রীগমন কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। ইহার কোন দিনে গর্ভাধান করিলে সন্তান ত ভাল হয়ই না; পরন্তু গর্ভাধান ব্যতীত স্ত্রী-

গর্ভাধান সময়ে অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত নিয়মে যে দিন গর্ভধান করিলে সেই দিন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া ও সুগন্ধি পুষ্প মাল্য কিম্বা কোন প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য এসেন্স চুলে বা কাপড়ে মাখিয়া, তাম্বুল ভক্ষণ করতঃ পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করিয়া উভয়ে হৃষ্ট চিত্তে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ধর্ম্মচিন্তা করিতে করিতে গর্ভধান করিবে। এরূপ নিয়মে গর্ভধান করিলে, সেই গর্ভের সন্তান সুশীল ধার্ম্মিক ও উন্নতমনা, সৌভাগ্যবান সুখী ও দীর্ঘজীবি হইবে সন্দেহ নাই।

গর্ভাবস্থায় অতি কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গর্ভাধান করিলে সুসন্তান লাভ হইবে সত্য; কিন্তু গর্ভাবস্থায় কতকগুলি নিয়ম পালন না করিলে সন্তানের দোষ জন্মে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে পাঠকগণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে বলিতেছি।

সংসর্গ করিলেও শরীর নিরোগী ও দীর্ঘজীবি হয় না। প্রোক্ত পঞ্চ-পর্ব্ব দিনে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির শুক্র শোণিত দূষিত হইয়া থাকে এই জন্য সুস্থ শরীর অভিলাষী ও পুত্রকামী স্ত্রীসংসর্গ করিবে না।

(৮) ভালুকী তন্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে যে;—

আহারাচারচেষ্টাভির্য্যাদৃ্শিভিঃ সমন্বিতৌ।

স্ত্রীপুংসৌ পংপ্রপদ্যেত তয়োগর্ভোঽপি তাদৃশঃ॥

অর্থাৎ দম্পতী যেরূপ আহার আচরণ করিয়া, এবং যেরূপ চেষ্টা-যুক্ত হইয়া গর্ভাধান করেন, গর্ভ প্রকৃত সেইরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গর্ভিনী নারী উপবাস, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, রাত্রি জাগরণ, শোক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।

গর্ভাবস্থায় বায়ুজনক আহার ও বায়ুবৃদ্ধি কর আচরণ অধিক করিলে, গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ (কুঁজো) অন্ধ, জড়, না বামন হয়। পিত্ত বর্দ্ধক আহার ও আচরণ অধিক পরিমাণে করিলে গর্ভস্থ সন্তান খল্‌তি পিঙ্গল বর্ণ হয়। শ্লেষ্মাজনক অর্থাৎ কফবৃদ্ধিকারক দ্রব্য আহার ও হিমাদি শৈত্য সেবা অধিক করিলে, সন্তান শ্বিত্ররোগগ্রস্ত অথবা পাণ্ডুরোগী কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। (৯)

গর্ভবতী নারীর চতুর্থ মাস হইতে যে যে অভিলাষ হয়, তাহা পূর্ণ না হইলেও গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুঁণি, খঞ্জ, বামন ও বিবতচক্ষু অথবা অন্ধ হয়। এজন্য গর্ভাবস্থায় যাহা যাহা ভোগ করিতে কিম্বা দর্শন করিতে অভিলাষ হয়,—গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কা নিবারণার্থ সেই সকল অভিলাষ পূর্ণ করা কর্ত্তব্য।

গর্ভবতী রমণীর যে যে বস্তু আহার করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আহার না করিলে, সন্তানের কোন না কোন দোষ জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, বিশেষতঃ আহার অভিলাষ কোন মতেই ব্যক্ত

---

(৯) শাস্ত্রে আছে যে—মাতাপিতার অনাচার ও উভয়ের কর্ম্ম দোষে বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা প্রকোপ হইলে, গর্ভ বিকার প্রাপ্ত হয় এবং সেই বিকৃতি গর্ভের সন্তানও বিকৃতি হইয়া সর্প বৃশ্চিক কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির ন্যায় হইয়া জন্মে। যথা,—

"মাতাপিত্রোরনাচারাৎ কর্ম্মভিশ্চ পুরাকৃতেঃ।
বাতাদিনাং প্রকোপেন গর্ভোবিকৃতিমাপ্নুয়াৎ।
সর্পবৃশ্চিককুষ্মাণ্ডানান বিকৃতশ্চয়া।।
গর্ভহেতে স্ত্রিয়াশ্চৈব জ্ঞেয়াঃপাপকৃতা ভৃশম্‌॥

করিতে পারেন না। এজন্য গভীর জ্ঞান সম্পন্ন প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ 'সাধ ভক্ষণ করিবার রীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন। গর্ভাবস্থায় ইচ্ছা অনুরূপ আহার করিতে না পারিলে, সন্তানের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়া ষড়রস সমন্বিত বিবিধ আহার্য্য বস্তু দ্বারা 'সাধ' দিবার রীতি প্রচলিত আছে। রমণীর গর্ভাবস্থায় যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে।

অতএব গর্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয়দিগের—কেবল আহার বলিয়া নয়—যাহা যাহা অভিলাষ হয়,—সুসন্তান ইচ্ছা করিলে, তাহা পূর্ণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। (১০)

(১০) প্রাচীন ঋষিগণ শাস্ত্রে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বলিতেছি।

"সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি চতুর্থে স্যুঃ স্ফুটানিহি।
হৃদয় ব্যক্ত ভাবেন ব্যজ্যতে চেতনাপি চ।
তস্মাচ্চতুর্থে গর্ভস্ত নানা বস্তুনি বাঞ্ছতি।
ততো দ্বিহৃদয়া যৎ স্যান্নারী দৌহৃদিনী মতা।
দৌহৃদাবজ্ঞয়া কুব্জ কুণি খঞ্জঞ্চ বামনম্।
বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা পুত্রং নারী প্রসূয়তে॥

অর্থাৎ—চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ সন্তানের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, হৃদয় জন্মে ও চৈতন্য প্রকাশ পায়। এই সময় গর্ভস্থ সন্তানের নানাবিধ ভোগ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে। এবং তৎকালে রমণীদিগের দেহ দুই হৃদয় বিশিষ্ট হয়। গর্ভবতীর তৎকালিক অভিলাষকে দোহৃত্য বলে। সেই অভিলাষ পূর্ণ না হইলে গর্ভস্থ সন্তান কুঁজো, খোঁড়া, কুণি, বামন, বিকৃত চক্ষু কিম্বা অন্ধ হয়। এজন্য গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের অভিলষিত সামগ্রী দেওয়া কর্ত্তব্য।

চতুর্থ মাস হইতে ঐরূপ দোহৃত্য সময় গর্ভবতী নারীর যদি রাজদর্শনে অভিলাষ হয়, তবে সেই গর্ভের সন্তান মহাভাগ্যবান্ ও ধনবান্

সংক্ষিপ্ত সার মনে রাখিবে।

পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় ও স্ত্রীলোকের বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় পুত্রার্থী পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় কালে এবং কন্যার্থী জলতত্ত্বের উদয় কালে রবিবার ও পূর্ব্বকথিত পঞ্চপর্ব্ব বাদে অন্যদিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরারম্ভেই, অথবা তৃতীয় প্রহরের শেষভাগে প্রফুল্লচিত্তে ধর্ম্মচিন্তা করিতে করিতে গর্ভাধান করিবেন।

যদি স্বরের বাল্যাদি পঞ্চাবস্থা চিনিতে পারেন, তবে কুমার, যুবা ও বৃদ্ধ - এই তিন অবস্থার কোন অবস্থায় গর্ভাধান করিবেন। ইহাতে প্রকৃতই বংশোজ্জ্বলকারী গণ্য মান্য, বরেণ্য, নরশ্রেষ্ঠ পুত্ররত্ন লাভ করিবেন। তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ যদি স্বরের কুমার যুবাদি অবস্থা জানিতে না পারেন, তাহা হইলে উহা বাদে অপরাপর নিয়মে গর্ভাধান করিলেও সুপুত্র লাভ হইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অতি সত্য।

যে ভাবেই গর্ভাধান হউক, পুত্র ভূমিষ্ট হইবার পরে পশ্চাদুক্ত প্রকরণ করিতে কেহ ভুলিবেন না, তাহা হইলে পুত্র পণ্ডিত, কবি, বাগ্মী ইত্যাদি সদ্গুণ সম্পন্ন হইবে।

হয়। অলঙ্কার অথবা রেশমী বস্ত্রের অভিলাষ হইলে, সন্তান মনোহর ও অলঙ্কার প্রিয় হয়। সাধু ও তীর্থাদি দর্শনের অভিলাষ হইলে, সন্তান ধর্ম্মশীল ও সংযতাত্মা হয়। দেবতা ও প্রতিমা দর্শনের অভিলাষ হইলে, সন্তান পার্ষদ তুল্য হয়। সর্পাদি জাতির দর্শনে অভিলাষ হইলে, সন্তান হিংসাশীল হয়। মৃগমাংস ভক্ষণে অভিলাষ হইলে, সন্তান দ্রুতগামী বিক্রমশীল হয়। বরাহ মাংস অভিলাষে সন্তান পরাক্রমশালী ও নিদ্রাশীল হয়। মহিষ মাংসে অভিলাষ হইলে, সন্তান রক্তাক্ষ লোমযুক্ত ও পরাক্রমশালী হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য যে জন্তুর মাংসে অভিলাষ জন্মিবে, সন্তানের সেই জন্তুর অনুরূপ স্বভাব আচরণ হইয়া থাকে। অথবা অন্যান্য যে প্রকৃতির বস্তু দর্শন ও গীত বাদ্যাদি শ্রবণ ইত্যাদি যে প্রকার অভিলাষ জন্মিবে, সন্তানও সেই প্রকৃতির হইবে।

পুত্র পণ্ডিত সুকবি ও বাগ্মী হইবার উপায়।

"ওঁ পরং ব্রহ্ম স্বরূপাঞ্চ বেদগর্ভাং জগন্ময়ীং।
শরণ্যে ত্বামহং বন্দে দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীং॥
কামাখ্যাং কামদাং শ্যামাং কামরূপাং মনোরমাং।
গৌরীরূপামহং বন্দে দুর্গাং দুর্গতীনাশিনীং॥

ভক্তানন্দময়ী, ভক্তভাবিকা, ভক্তাশা-বাসা বাসিনী, ভবহৃদি বিলাসিনী, ভবানী মানব জাতিকে সর্ব্বসুখে সুখী করিয়াছেন। ঐহিক পারলৌকিক সর্ব্বসুখে সুখী হইয়া সদা সর্ব্বানন্দ লহরী লীলায় নরলীলা করিবার উপযোগী করিয়া মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ জাতিই তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং পূর্ণ মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ঐহিক পারলৌকিক বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ উন্নতির লাভ ব্রাহ্মণ জাতি ব্যতীত, অন্য কোন দেশে কোন জাতি মধ্যে হয় নাই। ব্রাহ্মণ জাতিই জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির চরম সীমায় এবং পরম তত্ত্বের চরম সীমায় উপনীত হইয়া পরমানন্দ ভোগ পূর্ব্বক পূর্ণ মানব (Perfect man) হইয়া পরমধাম প্রাপ্ত হইতেন। বাস্তবিক চিন্ময়ী সর্ব্বমঙ্গলা আমাদের সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ, উন্নতি অবনতি সমস্তই আমাদের হাতে দিয়াছেন। আমরা যদি তাঁহার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া, প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশ অবহেলা করিয়া,—শাস্ত্র বাক্য অবিশ্বাস করিয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে নানা দুঃখ, কষ্ট অবশ্যই ভোগ করিব।

এই যে বাপ্ তুমি সর্ব্বদা মনস্তাপ ভোগ করিতেছ কেন? তোমার ছেলে হইয়া অকালে মরিয়া যায়, অথবা তোমার কত যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও, তোমার ছেলে সুশিক্ষা প্রাপ্ত ও সচ্চরিত্র হইল না। এই জন্য ত মনস্তাপ? কিন্তু এ দোষ কার বলিতে পার? তুমি হয়ত বলিবে, অদৃষ্ট নামক অন্ধ-

নেত্র, বধির কর্ণ, নির্ব্বাক, নির্ম্মম একজন জীবন নাট্যের যবনিকান্তরালে থাকিয়া যেমন অভিনয় করাইতেছে তাহাই হইতেছে। অথবা 'দৈব' নামক এক কিম্ভূত কিমাকার দেবতার ঘাড়ে সব দোষ চাপাইবে। কিন্তু জ্ঞান গরিষ্ঠ, ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মাগণ দৈব ও অ-দৃষ্ট অদৃষ্ট বলিয়া কাহারো অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। বাস্তবিক কাপুরুষ ও নরাধমগণের নিকটে দৈব ও অদৃষ্ট নামক অদ্ভূত পদার্থ রাজ্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন দৈব বা অদৃষ্ট নামে কিছু নাই। আচ্ছা! একথা যদি অস্বীকার কর, তবে তোমার সেকালের সমাজ ও পিতৃ, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তখনকার সমাজে অল্পায়ুঃ, অসচ্চরিত্র, অজ্ঞানী, অধার্ম্মিক, দুর্ব্বল লোক বিরল ছিল কেন?

তোমরা বলিয়া থাক, সে কালের লোকগুলো বোকা ও কুসংস্কারাপন্ন ছিল। তোমরা কায়স্থ জাতি হইয়া, সে কালের লোকগুলাকে ও তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণকে আহাম্মুখ বলিতে কুণ্ঠিত হও না। কারণ তাঁহারা ক্ষত্রিয় জাতি হইয়াও উপবীত ধারণ ও ক্ষত্রিয়ের আচরণ পালন করেন নাই, আরো বলিতেছ,—"ব্রাহ্মণগণ প্রবঞ্চক ধূর্ত্ত, শঠ ছিল। তাহারা নিজেদের প্রাধান্য রাখিয়া, পরের ঘাড়ে কাঁটাল ভাঙ্গিয়া বেশ মজা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ কি হিজি বীজি মন্ত্র পড়িয়া লোক ভুলাইয়া স্বার্থ সাধন করিতেন। তাহাদের কথা আর শুনিব না, শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিব না। তাহাদের প্রণীত শাস্ত্রও তাহাদের অনুকূল জনক এবং মনগড়া কথা। শাস্ত্রি টাস্ত্রি কিছু নয়। ঐ ছাই ভস্ম অসার শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণগুলা সমাজের মাথা খাইয়াছে, আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অতএব শাস্ত্র সহ ব্রাহ্মণ জাতিকে রসাতলে নিক্ষেপ কর।" তোমাদের ক্ষমতায় কুলায় না বলিয়া কিছু করিতে পার না। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান গরিষ্ঠ কায়স্থগণ এখনো ব্রাহ্মণ ভক্ত, ব্রাহ্মণ সেবক, রক্ষক আছেন বলিয়া,

তোমাদের মনের আবেগ বচন, গর্জ্জনে প্রকাশ হয় মাত্র। আচ্ছা! তোমাদের মতে স্বীকার করিলাম, শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণগণ অপদার্থ অকর্ম্মণ্য, অসার। বেশ কথা কিন্তু তোমরা শিক্ষিত হইয়াছ, সভ্য, ভব্য, দিব্য হইয়াছ, ষ্টকিং আঁটিতেছ, ফ্ল্যানেল কষিতেছ, কত ঔষধের শ্রাদ্ধ করিতেছ, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কত কি করিতেছ, মোটা মোটা ভিজিট দিয়া ডাক্তার আনিতেছ, তবে তোমার ছেলে অল্পায়ুঃ দুর্ব্বল এবং অধার্ম্মিক, অসচ্চরিত্র হয় কেন? ইহা কি বলিতে পার? তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণের মত, এখন তোমার সন্তান বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবি, ধার্ম্মিক হয় না কেন, বলিতে পার? তুমি পারিবে না; আমি বলি, তোমার কর্ম্মদোষ। যে শাস্ত্র অগ্রাহ্য কর, যে ব্রাহ্মণ দিগকে অবিশ্বাস কর, সেই ব্রাহ্মণ বাক্য ও শাস্ত্র বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্ব কথিত নিয়মে গর্ভাধান কর; দেখিবে তোমার পুত্র দীর্ঘজীবি, সুপণ্ডিত, ধার্ম্মিক প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণ ভূষিত ও সুখী হইয়াছে।

সেই অনুষ্ঠান কি এবং কিরূপে করিতে হয়, তাহাই এক্ষণে বলিতেছি।

জাতমাত্র বালকং পিতা স্বর্ণদত্বা পশ্যেৎ
ততো গৃহান্তরে গর্ভাধান পদ্ধত্যুক্তং
পঞ্চ দেবতা পূজাদি ধারাহোমান্তং কর্ম্মকৃত্বা
পঞ্চাহুতির্দ্দদ্যাৎ। হ্রীঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইত্যাদি।

ইত্যাভিমন্ত্রৈরিতি।

ততঃ কাংস্যপাত্রে সমাংশেন মধুসর্পিষী
সমানীয় তদুপরি ঐ মিতি সপ্তধা জপ্তা
"হ্রীঁ" আয়ুর্ব্বর্চ্চাদি ইতি মন্ত্রেণ দক্ষিণ
হস্তা নাসিকয়া শিশুং প্রশিয়েৎ।
ইত্যায়ুর্জ্জননং কৃত্বা পিতা গুপ্তংনাম কুর্য্যাৎ।
ততো জন্ম দিনাবধি ত্রিদিনাভ্যন্তরে কর্ত্তব্যং। যথা,—

বালকস্যতুজিহ্বায়াং ত্রিদিনাভ্যন্তরে ন্যসেৎ।
মধুনা শ্বেত দুর্ব্বাভিঃ স্বর্বর্ণস্য শলাকয়া।
ইদং বাগভব কূটন্তু লিখেদ্বৈ জননান্তরে।
স এব পণ্ডিত ভূয়ান্নতু মূর্খো ভবেদ্ ধ্রুবং।

বাগ্‌ভব কূটমপি তত্রৈব যথা—

কাম দেবস্ততো যোনিস্সূর্য্য স্বর পুরন্দরী।
ভূবনেশী ততঃ পশ্চাৎ পঞ্চবক্ত্র বিভূষিতঃ।
অয়ং স বাগ্‌ভবো দেবী বাগীশত্ব প্রদায়কঃ।
অনেন বাগ্‌ভব কূটেন বালকঃ পণ্ডিতঃ
সুকবিঃ শব্দালঙ্কারবিদ্য ভবতি।
যদীমং মন্ত্রং কৃত পুরশ্চরণো বালিশস্যাপি। (১১)
মূর্দ্ধনি হস্তং দত্বাষ্টোত্তরশতং জপেত্তদা
সোঽপি শ্লোকং করিষ্যতি।
যদি চেমং মূকস্য জিহ্বায়াং ন্যাসেত্তদা
সোঽপি কবির্ভবতি।
কবিত্বং জায়তে তেন পাণ্ডিত্যং সুরবন্দিতে।
জিহ্বাং সম্মার্জ্জ্য দেবেশি দ্বাদশাহেঽথবাপুনঃ
বর্ণজাত্যাদি ভেদেন মাসান্তং সম্ভবিষ্যতি।
যথাশক্ত্যুপচারেণ দেবতাং পূজয়েৎ পুনঃ।

---

(১১) বালিশস্যাপি—মূর্খস্যাপি। এখানে বালিশ অর্থে মূর্খ বুঝিতে হইবে।

সংপূজ্য দেবতাং ভক্ত্যা লিখেৎ মন্ত্রং মহেশ্বরী
যদি পিতা ন দেশস্থো পিতৃব্যো মাতুলোঽপি বা
লিখিত্বা পরমেশানি কুর্য্যাচ্চ বালসংক্রিয়াং
মূলমন্ত্রং লিখেন্মন্ত্রী যস্ত্যোষ্ঠে শ্বেত দুর্ব্বায়া।
বাক্যোচ্চারণতো বালো বাগ্মী দ্রুত কবির্ভবেৎ।
জিহ্বায়াঞ্চ লিখেদ্ যন্ত্রং যত্নে দারু কুশেন বা
বারত্রয়ন্তু সম্মার্জ্জ্য দক্ষিণেনৈব পাণিনা।
মন্ত্র মুচ্চার্য্য প্রত্যেকং পংক্তিকুর্য্যাৎ সুশোভনম্।
আদৌসংস্কার কর্ত্তব্যস্তদন্তে বিলিখেন্মন্ত্রম্।
কবির্ব্বাগ্মী ভবেৎ পুত্রঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ধার্ম্মিকো জায়তে মহান্॥ (১২)

ইহার প্রয়োগ এইরূপ করিতে হইবে,—

---

(১২) সকলেরই প্রয়োজনীয় এই দুর্লভ গুপ্ত বিষয়টী লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া সংস্কৃতাংশ প্রকাশ করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কৃতাংশ সমস্ত প্রকাশ করিতে পারিলাম না॥ কারণ যে সময় আমি প্রাচীন হস্ত-লিখিত দেবনাগরী পুথি দেখিয়া লিখিয়াছিলাম, তখন আমার পরিধান একধুতি ও মোটা চাদর একখানি মাত্র সম্বল। কাগজ, কলম, পেন্‌সিল কিছুই সঙ্গে ছিল না। আর যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পি, এম, বাগচী প্রভৃতির দুই পয়সার দোয়াত কালীর সৃষ্টি হয় নাই, এবং এখন-কার মত কাগজ, পেন্‌সিল সর্ব্বত্র সুলভ ও সুপ্রাপ্য ছিলনা। বিশেষতঃ তখন নর্ম্মদার যে অংশ পরিক্রমণ করি, সে দিকে লোকালয় ছিলনা। কোনরূপে কাগজ, পেন্‌সিল সংগ্রহ করিবারও উপায় ছিলনা। দাঁতন কাটী ভাঙ্গিয়া অস্ত্র বিনা যতদূর সম্ভব—সূক্ষ্মাগ্রকরিয়া সিন্দূর ও কয়লা

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, পিতা স্বর্ণ দ্বারা পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক গুরু ও পঞ্চদেবতাদি ও ইষ্টপূজা এবং তারার পূজা করিয়া ধারা হোম করিবেন। (১৩)

গুলিয়া তদ্দ্বারা তদ্দেশীয় এক রকম বৃক্ষের পাতায় লিখিয়াছিলাম। কিছু দিন পরে তাহা কতক অস্পষ্ট হইয়াছিল। আর তাহার পরে আমি বাটী আসিয়া এক বৎসর বাটীতে ছিলাম। সেই সময় অন্যান্য বহির সঙ্গে সেই লিখিত পাত গুলি আমার আলমারির মধ্যে রাখিয়া আবার বাহির হই। নয় বৎসর পরে—(আমার পিতৃদেবের কাশী লাভের পরে), বাটী আসিয়া দেখি, দ্বিতল কক্ষ মধ্যে আমার আলমারি ভগ্ন ও অন্যান্য সমস্ত পুস্তকের সহিত সেই অমূল্য পত্র গুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহা আর পাইলাম না। সে জন্য সমস্ত লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনাংশ প্রকাশ করিতে পারিলাম ইহাই সুখের বিষয় ও তৃপ্তির কারণ।

(১৩) হিন্দু গৃহে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্য্যে দেওয়ালে ঘৃতধারা দেওয়ার রীতি আছে। তাহাতে সাধারণ কথায় 'বসুধারা' বলে। ইহার সংস্কৃত বা সাধুভাষার নাম—"ধারাহোম"। ধারাহোমের নিয়ম যথা,—"দেহল্যাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশ পরিমাণতঃ সপ্তধা পঞ্চধা বিন্দুন্ দদ্যাৎ সিন্দূর চন্দনৈঃ। প্রত্যেক বিন্দৌ মতিমান্ কামং মায়াং রমাং স্মরণ। ঘৃতধারামবচ্ছিন্নাং দত্বা। অর্থাৎ—কর্ম্মকর্ত্তা দাঁড়াইয়া নাভি প্রমাণ উচ্চ, দেওয়ালের গাত্রে এক বিঘত প্রশস্ত স্থানে সিন্দূর ও চন্দন দ্বারা সাত অথবা পাঁচটী বিন্দু অঙ্কিত করিবে। প্রত্যেক বিন্দু দিবার সময় ক্লীং হ্রীং শ্রীং বীজ উচ্চারণ করিবে। পরে প্রত্যেক বিন্দুর নিম্ন দেশ হইতে ঘৃতের ধারা দিবে। ঐ ঘৃতধারা অবিচ্ছিন্ন রূপে নিম্ন পর্য্যন্ত আসিবে। ইহাই ধারাহোম বা বসুধারা দিবার নিয়ম।

পরে পঞ্চাহুতি দিতে হইবে (১৪)। তৎপর কাংস্য পাত্রে (অর্থাৎ কাঁসার বাটী কি রেকাবে ঘৃত ও মধু সমানাংশে লইয়া তদুপরি ঐ মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া "আয়ুর্ব্বর্চ্চাদি" মন্ত্রে (১৫) দক্ষিণ হাতের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ঐ ঘৃত মধু লইয়া শিশুর মুখে দিবেন। ইহাকে আয়ুর্জ্জনন কহে। এই সময়ে পিতা মনে মনে শিশুর একটী গুপ্ত নাম রাখিবেন।

ইহার পরে শ্বেত দুর্ব্বা অথবা স্বর্ণ শলাকা অর্থাৎ সোনার একটা কাটি দ্বারা জিহ্বা তিন বার মর্দ্দন করিবে। পরে স্বর্ণশলাকা দ্বারা মধু লইয়া বালকের জিহ্বাতে বাগ্‌ভবকূট—ক্লীঁ হ্রীঁ ঈঁ শ্রীঁ হ্লীঁ হৌং সঃ—এই বীজ পঙ্‌ক্ত্যাকারে লিখিয়া দিবেন। ইহাতে বালক পণ্ডিত হইবে নিশ্চয়ই। কখনই মূর্খ হইবে না। পরন্তু বালক পণ্ডিত, সুকবি, শব্দালঙ্কারবিৎ হইবে।

উক্ত মন্ত্র অথবা দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা তারাদেবীর বীজ মন্ত্র—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ—এই তিনটী বীজ এইরূপে জিহ্বাতে ও ওষ্ঠে লিখিবে।

আর একটী কথা বলি। কথাটা সত্য হইলেও সেই ভাবের কাহারও গায়ে লাগিবে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, বিষ্ণু মন্ত্র উপাসকগণের মধ্যে ভেদ জ্ঞান রহিত প্রকৃত ধার্ম্মিক মহাত্মা যেমন বিরল নহে, তেমনি ভেদজ্ঞান পরায়ণ গোঁড়া পাপাত্মাও বিরল নহে। সেরূপ মহাপাতকী নরাধমগণ—যাহারা শক্তি মানেন না, শক্তির প্রসাদ

---

(১৪) পঞ্চাহুতি যথা,—হ্রীং অগ্নয়ে স্বাহা, হ্রীং ইন্দ্রায় স্বাহা, হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা, হ্রীং বিশ্বেভ্যো স্বাহা, হ্রীং ব্রহ্মণে স্বাহা।—এই পঞ্চ মন্ত্রে পাঁচ বার ঘৃতাহুতি দিতে হইবে।

(১৫) হ্রীং আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশো—এই মন্ত্র বলিয়া ঘৃত, মধু শিশুর মুখে দিতে হয়। ইহাতে শিশুর আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্যই ইহার নাম আয়ুর্জ্জনন।

গ্রহণ করেন না ;—এরূপ ব্যক্তি উপরোক্ত বাগ্‌ভবকূট অথবা তারা মন্ত্র না লিখিয়া নিজ কুল দেবতার মন্ত্র ঐরূপে বালকের জিহ্বা ও ওষ্ঠে লিখিবেন ঐরূপ গোঁড়া ব্যতীত অপর ব্যক্তিও ইচ্ছা করিলে নিজ কুল দেবতার মন্ত্র লিখিতে পারেন।

এই কার্য্য বালকের জন্মদিনে নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে করিবে। কারণ যতক্ষণ নাড়ীচ্ছেদ না হয়, ততক্ষণ অশৌচ হয় না। (১৬) এজন্য নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে ঐ সকল অনুষ্ঠান করিয়া পরে উৎসাহ পূর্ব্বক নাড়ী-চ্ছেদ করিবে। যথা—'নালচ্ছেদং ততোধাত্রী কুর্য্যাতুৎসাহ পূর্ব্বকং'। অতএব নাড়ী চ্ছেদনের পূর্ব্বে ঐ সকল অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।'

কোন বাধা বিঘ্ন বশতঃ জন্মদিন নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে উক্ত অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে তিন দিন মধ্যে করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাল সংস্কার, ধারাহোমাদি সকল কার্য্য সমাধান্তে পরে বালকের জিহ্বাতে মন্ত্র লিখিবে। অগ্রে প্রথমোক্ত প্রকারে সংস্কার করিতেই হইবে। যথা,—

"আদৌ সংস্কারঃ কর্ত্তব্যস্তদন্তে বিলিখেন্মনুং।"

তৎপর জাতি ধর্ম্মানুসারে এগারো কি বারো দিন কিম্বা এক মাস গতে শুভাশৌচান্ত দিনে জাতীয় রীত্যনুসারে শান্তি কার্য্যাদি করিয়া পিতা, অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পিতৃব্য কিম্বা মাতুল অবস্থানুসারে উপচার দ্বারা দেবতার পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র অথবা মূল মন্ত্র শ্বেতদূর্ব্বা, কুশ অথবা স্বর্ণশলাকা দ্বারা বালকের ওষ্ঠে লিখিবে। এবং জিহ্বাতে পূর্ব্বোক্ত বাগ্‌ভবকূট লিখিবে। এইরূপ নিয়মে বালক সংস্কার করিলে ঐ বালক

---

(১৬) "যাবন্নাছদ্যতে নালং তাবদশৌচং ন বাধতে।" অর্থাৎ যতক্ষণ নাড়ীচ্ছেদ না হয়, ততক্ষণ অশৌচ বাধা হয় না।

বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হইবা মাত্র বাগ্মী ও দ্রুত কবি হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ নাই। (১৭)

অনন্তর মাতার ক্রোড়ে কুশোপরি সন্তানকে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত সমবেত হইয়া কুশ ও স্বর্ণ দ্বারা জল ছিটাইয়া শান্তি করিবে। শান্তি মন্ত্র যথা,—

ইমং পুত্রং কাময়তঃ কামজানামিহৈব হি।
দেবেভ্যঃ পুষ্ণাতি সর্ব্বমিদং সজ্জননং
শিব শান্তিস্তারায়ৈ কেশবেভ্যস্তারায়ৈ
রুদ্রেভ্যঃ উমায়ৈ শিবায় শিব যশসে॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণ ও কুশোদক দ্বারা শান্তি করিবে।

এই রূপে শান্তি দানের পরে শিশুকে সূর্য্য দর্শন করাইবে। সূর্য্য দর্শন করাইবার নিয়ম এই যে,—শিশুকে কোলে লইয়া রক্ষা মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবোদুর্গা গণেশ ভাস্করস্তথা!
ইন্দ্রো বায়ু কুবেরশ্চ বরুণোঽগ্নি বৃহস্পতিঃ।
শিশোঃ শুভং প্রকুর্ব্বন্তু রক্ষন্তু পথি সর্ব্বদা॥

এই মন্ত্র পাঠান্তে শিশুকে কোলে লইয়া বাহিরে কিয়দ্দূর আসিয়া সূর্য্য দর্শন করাইবে। সে সময় নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

---

(১৭) আমি কয়েক স্থানে কয়েকটী বালকের ঐ রূপ সংস্কার করিয়া দিয়াছি। তাহারা যে দ্রুত কবি, বাগ্মী, পণ্ডিত হইবে তাহা ৮ বৎসর বয়স হইতেই সকলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছেন।

হ্রীঁং তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরন্।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং।
শৃণুয়াম্ শরদঃ শতং॥

মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্য দর্শন করাইয়া শিশুকে গৃহে লইয়া যাইবে।

এই রূপ করিবার দিন পূজোপকরণ ও অন্ন বস্ত্রাদি এবং দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিবার বিধি আছে। আর ঐ সকল কার্য্য পিতা অথবা পিতৃব্য কিম্বা মাতুল—ইহাদের মধ্যে এক জন করিবে। তাঁহাদের অভাবে কিম্বা কোন প্রকারে অশক্ত হইলে গুরু যদি উপযুক্ত হন, তবে তাহা দ্বারা করাইবে। অভাবে—উপযুক্ত বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইবে।

এই নিয়মে আয়ুর্জ্জনন ও সংস্কার করিলে, বালক বাগ্মী, সুকবি, পণ্ডিত, ও দীর্ঘজীবি, সত্যবাদী, জীতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক এবং সর্ব্ব প্রকারে মহৎ পদবাচ্য হইবে। তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শিব বাক্য মিথ্যা নহে এবং স্বরোদয় শাস্ত্রও সত্য, প্রত্যক্ষ ফলদায়ক। এজন্য ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করি।

এইরূপ বালক সংস্কার করিবার বিধি তন্ত্রেও আছে। বৃহন্নীল তন্ত্র, মৎস্যসূক্ত, মহোগ্রতারাকল্প, বৃহৎশ্রীক্রম, প্রভৃতি তন্ত্রে ব্যক্ত আছে। কিন্তু তাহা সংক্ষেপে আছে দেখিয়াছি। ইহাও বোধ হয় স্বরশাস্ত্র হইতে তন্ত্র শাস্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে।

এখানে আর একটী কথা। প্রথমে যে বাগ্‌ভবকূট মন্ত্রের কথা বলিয়াছি, সেই মন্ত্রের শক্তি অসীম ও মাহাত্ম্য অপার। বাগ্‌ভবকূট মন্ত্র অষ্টাধিকসহস্র জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। পুরশ্চরণান্তে মুক (বোবার ন্যায়) ব্যক্তির মাথায় ১০৮ বার জপ পূর্ব্বক জিহ্বাতে ন্যাস করিয়া, কিঞ্চিৎ জল ঐ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া পান করাইলে বোবার ন্যায় ব্যক্তিও সুকবি, পণ্ডিত হইবে এবং শ্লোক করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। যথা,—

যদীমং মন্ত্রং কৃতপুরশ্চরণো মূর্খস্য শিরসি
হস্তং দত্বাষ্টোত্তরশতং জপেত্তদা
সোঽপি শ্লোকং করিষ্যতি।
যদি চেমং মূকস্য জিহ্বায়াং
ন্যসেত্তদা সোঽপি কবির্ভবতি।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত আছে যে,—

"অয়ং স বাগ্‌ভবো দেবী বাগীশত্বপ্রদায়কঃ।
ইদং বাগ্‌ভবকূটন্তু বালিশস্যাপি মূর্দ্ধনি (১৮)
হস্তঃ দত্ত্বা পঠেৎ সিদ্ধমষ্টোত্তরশতং প্রিয়ে।
সোঽপি শ্লোকং মহেশানি করত্যেব ন সংশয়।
জিহ্বায়াং ন্যাসনাদ্দেবী মূকোঽপি সুকবির্ভবেৎ।"

অর্থাৎ এই বাগ্‌ ভব মন্ত্র বাগীশত্ব প্রদায়ক। এই মন্ত্র পুরশ্চরণ পূর্ব্বক মূর্খ ব্যক্তির মস্তকে হস্ত দিয়া ১০৮ বার জপ করিলে, সেই মূর্খও শ্লোক করিতে পারিবে এবং জিহ্বাতে ন্যাস করিলে মূক অর্থাৎ—বোবাও সুকবি হইবে এবং শ্লোক করিতে পারিবে।

সুতরাং শাস্ত্র প্রমাণে প্রতিপন্ন হইতেছে এবং আমরা কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি পূর্ব্ব কথিত মুলমন্ত্রাদি অপেক্ষা বগ্‌ভবকূট মন্ত্রের শক্তি অধিক। বয়ঃপ্রাপ্ত মহামূর্খ ব্যক্তিকে উপযুক্ত রূপে প্রয়োগ্‌ করিতে পারিলে, যখন মূর্খত্ব দূর হইয়া সুকবি প্রভৃতি হয়; তখন শিশুর ত কথাই নাই। এ কারণ নবজাত শিশুকে বাগ্‌ভবকূট মন্ত্র দ্বারা সংস্কার করা কর্ত্তব্য। রুদ্রযামল, শ্রীক্রম, ও যোগিনী জালন্ধর প্রভৃতি তন্ত্রে বাগ্‌ভবকূট মন্ত্র অন্য

(১৮) বালিশস্যাপি—বালিশ অর্থাৎ মহামূর্খ।

প্রকার এবং কুলোড্ডীশে কামরাজ—লোপমুদ্রা মন্ত্রাদি বাগ্‌ভবকূট নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও অবিসম্বাদিত সত্য ও স্থির নিশ্চিত, যে, ঐ সকল তন্ত্রজ্ঞ এবং তদনুযায়ী ক্রিয়াভিজ্ঞ ব্যক্তি আজকাল কেহ নাই (১৯)। আর যদিও বিধি পূর্ব্বক নিয়ম মত প্রয়োগ করিতে পারিলে, সকল মন্ত্রেরই অব্যর্থ শক্তি প্রকাশ হয়, তথাপি স্বরমতে প্রথমোক্ত বাগ্‌-ভবকূট মন্ত্র প্রয়োগ করা অতিকর্ত্তব্য। অতএব সকলে যথাবিধি প্রোক্ত আয়ুর্জ্জনন হইতে বাগ্‌ভবকূট প্রয়োগ ও শান্তি আদি করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন।

---

(১৯) এ কথায় কেহ কেহ আমার উপর দোষারোপ করিবেন জানিয়াও সত্যের অনুরোধে বলিলাম। কি করিব নাচার! প্রত্যক্ষ ফলদায়ক তন্ত্র, স্বর ও যোগ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি বঙ্গদেশে আদৌ নাই। ঐ শাস্ত্র গ্রন্থও গুপ্ত, লুপ্ত। মহেশ্বরের ইচ্ছাই বুঝি এই রূপ। তাঁহার ইচ্ছায় বুঝি ঐহিক—পরমার্থিক সুখকর প্রত্যক্ষ ফলদায়ক শাস্ত্র বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আজ কাল ঐ সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির অভাব, তেমনি গ্রন্থও একখানি দেখা যায় না। এই বড় আশ্চর্য্য! এই দেখুন না, পুরাণের মধ্যে যে গুলি সহজ ও গল্প—উপন্যাসের মত, সেই পুরাণগুলি এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণশ্রেষ্ঠ অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ও গরুড়পুরান এক খানিও সম্পূর্ণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঐসকল পুরাণে যোগাদির সহজ ও প্রত্যক্ষ ফলদায়ক অপূর্ব্ব সঙ্কেত বর্ণিত আছে। অবশ্য তাহা বুঝিবার কি বুঝাইবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি বঙ্গদেশে আদৌ নাই; কিন্তু শাস্ত্র গ্রন্থ গুলি গেল কোথায়? এই সকল কারণে বোধ হয় ঐহিক পরমার্থিক সুখকর প্রত্যক্ষ ফলদায়ক শাস্ত্র লুপ্ত করাই ভগবানের ইচ্ছা। এই জন্যই যেন পুরাণ শ্রেষ্ঠ উপরোক্ত পুরাণ তিন খানি ও তন্ত্র. যোগ, স্বরশাস্ত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক

স্বরের বাল্যাদি অবস্থা ও তাহার ফল।

গর্ভাধান বর্ণনায় স্বরের যে পঞ্চ অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বিচার করিয়া সর্ব্ব কার্য্য করা কর্ত্তব্য। নিশ্বাসের সহিত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতাবস্থা যেমন হইয়া থাকে, পূর্ব্বে বলিয়াছি, তেমনি বর্ণ ভেদে বাল্যাদি অবস্থা-পঞ্চক হইয়া থাকে। ঐ অবস্থা এবং কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ কার্য্য করা উচিত তাহা বলিতেছি। যথা,—

উদিতস্য স্বরস্য স্বর্নামস্বর বশেনতাঃ।
পঞ্চ বাল্যাদিকাবস্থাঃ স্ব স্ব কাল প্রমাণতঃ।
আদ্যো বালঃ কুমারশ্চ যুবা বৃদ্ধো মৃতস্তথা।
নিজাবস্থা স্বরূপেণ ফলদা নাত্র সংশয়ঃ।
কিঞ্চিল্লাভকরো বালঃ কুমারশ্চার্দ্ধলাভদঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিং যুবাদত্তে বৃদ্ধে হানি মৃতে ক্ষয়ঃ।
যাত্রাযুদ্ধে বিবাদে চ নষ্টে দুষ্টে রুজান্বিতে।
বাল স্বরো ভবেদ্দুষ্টো বিবাহাদি শুভেঽশুভঃ।

এই সকল বিবেচনা পূর্ব্বক কেহ আমার উপর দোষারোপ করিবেন না আশা করি। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বঙ্গদেশে আদৌ নাই; একথা প্রতিপন্ন করিতে, বেশী প্রয়াস করিতে হয় না। আরো দেখুন, বটতলা হইতে প্রকাশিত মাতৃকাভেদ প্রভৃতি কতকগুলি তন্ত্র একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাতৃকাভেদ তন্ত্রের এক স্থানে "খ পুষ্প" লেখা ছিল। পণ্ডিত দ্বারা ঐ সকল তন্ত্র সংশোধন পূর্ব্বক পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে "খ পুষ্প" স্থানে শোধক পণ্ডিতে অগাধ বুদ্ধিতে "স্ব পুষ্প" করিয়াছেন। কিন্তু "স্ব পুষ্প" কাহাকে বলে, কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা কি বলিতে পারেন? এইতো তন্ত্র সংশোধক পণ্ডিতের দশা!

সর্ব্বেষুশুভকার্য্যেষু যাত্রাকালে তথৈবচ।
কুমারঃ কুরুতে সিদ্ধিং সংগ্রামে অক্ষতো জয়ী।
শুভাশুভেষু সর্ব্বেষু মন্ত্র যন্ত্রাদি সাধনে।
সর্ব্ব সিদ্ধিং যুবাদত্তে যাত্রা যুদ্ধে বিশেষতঃ।
দানে দেবার্চ্চনে দীক্ষা গূঢ়মন্ত্র প্রজল্পনে।
বৃদ্ধ স্বরো ভবেদ্ভব্যো রণে ভঙ্গ ভয়ঙ্গমে।
বিবাহাদি শুভং সর্ব্বং সংগ্রামাদ্য শুভং তথা।
ন কর্ত্তব্যং নৃভিঃ কিঞ্চিন্থাতে মৃত্যু স্বরোদয়ে।
মৃতো বৃদ্ধস্তথা বালঃ কুমার স্তরুণঃ স্বরঃ।
যথোত্তর বলাঃ সর্ব্বে জ্ঞাতব্যাঃ স্বরবেদিভিঃ॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক এক নাসিকায় এক ঘণ্টা হিসাবে শ্বাস বহন হয়। ঐ এক ঘণ্টার মধ্যে স্বরের পাঁচটী ভাব বা অবস্থা। যথা,—বাল, কুমার, যুবা, বৃদ্ধ, ও মৃত। এই প্রকার অবস্থা ও নামানুসারে কার্য্যের ফল প্রদান করিয়া থাকে। বালস্বরে কার্য্য করিলে কিঞ্চিৎ লাভ, কুমার স্বরে অর্দ্ধ লাভ, যুবা স্বরে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধ ও মৃত্যু-স্বরে কার্য্য করিলে হানি ও ক্ষয় হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোন্ অবস্থায় কোন কার্য্য করিলে কি ফল হয়, তাহা পৃথকরূপে বলিতেছি। যথা,—

যাত্রা, যুদ্ধ, বিবাদ, বিবাহাদি কার্য্য বালস্বরে করিলে অশুভ হয়। বালস্বরে যে কোন শুভ কার্য্য করিবে তাহা অশুভ হইবে।

যাত্রা, সংগ্রামে এবং সর্ব্বপ্রকার শুভ কার্য্য কুমার স্বরে করিলে শুভ হয়। কুমারস্বরে যুদ্ধ যাত্রা করিলে, জয়লাভ করিয়া অক্ষত দেহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া থাকে।

যন্ত্র-মন্ত্রাদি সাধনা এবং যে কোন কার্য্যোপলক্ষে যাত্রা, যুদ্ধ ও সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভ কার্য্য যুবাস্বরে করিলে সিদ্ধি হয়। যুবাস্বরে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা সিদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যুবা স্বরে যাত্রা করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধি হইবে।

দান, দেবার্চ্চনা, দীক্ষা, গূঢ় মন্ত্র সাধন বৃদ্ধস্বরে ভাল। তদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে বৃদ্ধস্বর ভাল নয়।

মৃত্যুস্বর উদয়ে কোন কার্য্য করিতে নাই। ইহাতে যে কার্য্য করিবে, তাহা নষ্ট হইবে।

স্বরের এই পঞ্চাবস্থা বিচার করিয়া সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

স্থূলতঃ এই টুকু বুঝিতে হইবে যে, মৃত, বৃদ্ধ, বাল, কুমার ও যুবা, ইহারা উত্তরোত্তর ভাল ও ফলদায়ক। স্বরজ্ঞ ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইবে। অতএব সকলাপেক্ষা যুবা স্বর ভাল। যুবা স্বরে যে কোন কার্য্য করিবে, তাহা নিঃসন্দেহ সিদ্ধি হইবে।

এখন কথা হইতেছে বাল্য, যুবাদি অবস্থা পঞ্চক চিনিবার উপায় কি? তত্ত্ব চিনিবার পক্ষে যেমন নানা উপায় আছে, বাল্যাদি ভাব সেরূপ চিনিবার সুবিধা নাই। কিন্তু তত্ত্ব চিনিতে পারিলে ঐ পঞ্চভাব চিনিবার উপায় অতি সহজ হয়। নাসাপুট মধ্যে বাল্যাদি ভাব চিনিবার উপায় আছে। তদ্ব্যতীত অন্য প্রকারে চিনিবার উপায় নাই। আর এক প্রকার উপায় আছে, তাহা ঐ বাল্যাদি পাঁচ ভাব মাত্র, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, ভ, পি, ও—এই সাত প্রকার গণনা করিয়া লইয়া ভাবাভাব বুঝিয়া কার্য্য করিতে হয়। তদ্বিবরণ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং মৌখিক উপদেশ ব্যতীত কেহই তাহা বুঝিতে পারিবেন না। এজন্য তাহা প্রকাশ করিলাম না। আর রাজাদিগের জন্য ঐ মাত্র, বর্ণাদি সাত প্রকার গণনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সাংসারিক লোকের এবং যোগীদিগের মত নরপতিদিগেরও স্বরোদয় অতীব প্রয়োজনীয়। এ কারণ "নরপতি

জয়চর্য্যা স্বরোদয়” নামক পৃথক একখানি স্বরোদয় আছে (২০)। তদ্দৃষ্টে অনুকূল সময়ে রাজা যুদ্ধ যাত্রা করিলে অতি প্রবল শত্রুকেও পরাস্ত করিতে পারিবেন। মন্ত্রী নিয়োগ ও সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ঐ স্বরোদয় মতে করিবেন। যথা,—বর্ণস্বরে যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন এবং অন্যান্য শুভাশুভ কার্য্য বর্ণস্বরে করিবেন। কারণ বর্ণস্বর সর্ব্বকালে বলী এবং সর্ব্বব্যাপী। প্রাসাদ, আরাম, হর্ম্মাদি নির্ম্মাণ, দেবতা প্রতিষ্ঠা, রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি রাশিস্বরে করিবে। শত্রু কর্ত্তৃক দেশভঙ্গ হইলে ও যুদ্ধ এবং মন্ত্রী ও সেনাপতি নিয়োগ প্রভৃতি পিণ্ডস্বরে করিবে। এইরূপ নানা কার্য্য করিবার নিয়ম নরপতি জয়চর্য্যা স্বরোদয়ে

---

(২০) মুর্শিদাবাদ—বালুচর নিবাসিনী দর্শনাদি শাস্ত্রাভিজ্ঞা তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণা বিদূষী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী একখানি নরপতি জয়চর্য্যা স্বরোদয় আমাকে দিয়াছেন। উহা তালপত্রে লেখা এবং বহুদিনের প্রাচীন পুঁথি। উক্ত দেবীর পিতা নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞানে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শেষে বাটীতে আসিয়াছিলেন এবং নিলু ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে বিজ্ঞান বলে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী প্রোক্তা দেবী পিতার শিক্ষাগুণে প্রচুর বিভবের সহিত পিতার অসীম জ্ঞান বিজ্ঞানেরও অধিকারিণী হইয়াছেন। স্বরজ্ঞ লোকাভাবে পুঁথি কাহাকেও দিতে পারেন নাই। তিনি বিখ্যাত হিন্দু পত্রিকার গ্রাহিকা। ঐ পত্রিকায় আমার লিখিত স্বরজ্ঞান প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক আমার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া ঐ স্বরোদয় পুথি খানি প্রদান করিয়াছেন॥ অদ্যাপি আমার পরমাত্মীয় ও পরমবন্ধুস্থানীয় থাকিয়া নানা প্রকারে আমার সহায়তা করিতেছেন তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। ভগবৎকৃপায় তিনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবি হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করুণ প্রার্থনা করি।